সামন্ততন্ত্র, ম্যানর, শিভ্যল্‌রী এবং সামন্ততন্ত্রের পতন

মধ্যযুগীয় ইউরোপে, বিশেষ করে ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের ভাঙনের পর থেকে, সর্বব্যাপী ও ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজজীবনে সর্বাত্মক পরিবর্তন অনিবার্য করে দিয়েছিল। নবম শতকে কেন্দ্রীয় কোনো শক্তির অনুপস্থিতিতে অসহায় সাধারণ কৃষিজীবীদের পক্ষে হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন এক রক্ষকের, আত্মীয় স্বজন, ক্ষেত্রে খামার সমেত শরণাপন্ন হওয়াটা জীবনমরণের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শার্লমানের বংশধরদের মধ্যে পারিবারিক সংঘর্ষ, নবম শতকের ভাইকিং ও স্যারাসেন এবং তার পর ম্যাগিয়ারদের আক্রমণ ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চূড়ান্ত অরাজকতার জন্ম দেয়। উৎপাদন অব্যাহত রাখার তাগিদের সঙ্গে জড়িয়ে যায় নিরাপত্তার প্রশ্ন। এর ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জমির মালিকানা, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস পাল্টাতে থাকে, অত্যাবশ্যক প্রশাসনিক তথা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্পন্ন হতে থাকে বেসরকারীভাবে, তা হয়ে ওঠে একান্তভাবে ব্যক্তিগত, আঞ্চলিক চুক্তি-নির্ভর। একাদশ শতকে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলেও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে যদিও স্থান বিশেষে তার তীব্রতা ও ব্যাপকতার ক্ষেত্রে পার্থক্য থেকে যায়। তবে এই পরিবেশে একজন আঞ্চলিক কর্তৃত্বের অধিকারী বা লর্ড তাঁর শক্তি সুসংহত ও অনাক্রমণীয় করে তুললে প্রতিবেশী অন্যান্য লর্ডরাও, তাঁর ক্ষমতার পরিধির মধ্যে যাতে অন্তর্ভুক্ত না হতে হয়, এই উদ্দেশ্যে নিজেদের শক্তি-প্রতিপত্তির সুরক্ষায় ও বৃদ্ধিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, গড়ে তোলেন আপন আপন প্রাধান্যের ক্ষেত্র। এই প্রক্রিয়া অনিবার্য করে তোলে এমন অসংখ্য বিধি-বিধান, প্রথা-প্রতিষ্ঠানের পত্তন যেগুলির দ্বারা সমাজের অধিকাংশ 'স্বাধীন' মানুষের দ্বারা মুষ্টিমেয় পরাক্রান্ত মানুষের (লর্ড) আজীবন আনুগত্য স্বীকার ও 'সেবা'র (বিশেষ করে সামরিক) অঙ্গীকার বৈধ ও সর্বজনীন হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে, শরণাগতকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা ও তার জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা

Scanned by CamScanner

করা লর্ডের পক্ষে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে ধার্য হয়। মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা সমার্থক হয়ে ওঠে একটি তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে — যাকে বলা হয় সমাজতন্ত্র বা 'feudalism'।

'ফিউডালিজম' শব্দটির 'feuda' বা ফিফ্-নির্ভর এমন কিছু প্রথা প্রতিষ্ঠান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায় যেগুলির উৎস 'ভ্যাসালেজ' নামে একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক। নবম-দশম শতকের ভয়ঙ্কর নৈরাজ্যের মধ্যে, পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্বত্র, অসহায়, দুর্বল মানুষকে নিরাপত্তা লাভের জন্য, তাঁর জীবন ও সম্পত্তির খাতিরে প্রতিবেশী কোনও ক্ষমতাশালী ব্যক্তির (বৃহৎ ভূস্বামী বা লর্ড) কাছে আত্মসমর্পণ করতে হতো। আশ্রয়ের আশ্বাস পাওয়ার উদ্দেশ্যে (বা তাঁর শত্রুতা নিবারণের জন্য) তারা তাদের ক্ষেতখামারের মালিকানা, উপস্বত্ব ভোগের শর্তে, আশ্রয়দাতার হাতে তুলে দিত। এই আশ্রয়-দাতা প্রভু বা লর্ড শরণাগতের কাছ থেকে খাজনা (শস্যে) এবং 'সেবা' পাওয়ার অধিকারী হতেন। এই ব্যবস্থা পরিচিত হয় 'বেনিফিস' নামে, কেননা লর্ড তাঁর আশ্রিতকে জমি ব্যবহারের 'benifit' বা সুফলটুকু ভোগ করতে দিতেন। এভাবে ইউরোপে 'ফিফ্'-এর (প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা ও সেবার অঙ্গীকার ও আনুগত্য স্বীকারের দ্বারা লব্ধ ভূমিস্বত্ব) মাধ্যমে বন্দোবস্ত করা জমিতে উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হয়। এই ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের খণ্ডিত অংশগুলিতে, ইতালী ও ইংলন্ডে, খ্রিস্টান শাসনাধীন স্পেনে, নিকট প্রাচ্যের লাতিন প্রিন্সিপ্যালিটিগুলিতে, তাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে চালু হয়ে এবং তার অভিঘাতে রূপান্তর ঘটে প্রশাসনিক কাঠামোর। অন্যত্র, ভিন্ন সময়ে, একই ধরনের ব্যবস্থার পত্তন হয়। পারিবারিক বন্ধন, কালসম্মানিত উপজাতীয় বিধিবিধানের স্থলাভিষিক্ত হয় সামন্ততন্ত্র।

ফিউডালিজমকে শুধুমাত্র সামরিক সেবা (military service)-র পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার পক্ষপাতী নন ঐতিহাসিক পোস্টান (M. M. Postan)। তাঁর মতে এ অপচেষ্টা করলে মধ্যযুগীয় সমাজের মৌলিক অসংখ্য উপাদানের জন্ম ও বিকাশের কাহিনী অর্থহীন হয়ে পড়ে বহু অন্তর্লীন সামাজিক বাস্তবতা ঢাকা পড়ে যায়। পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রয়োজন এবং বিধিবিধানের বিবর্তনের ইতিবৃত্ত অনুল্লেখিত থেকে যায়। প্রখ্যাত ফরাসি ঐতিহাসিক মার্ক ব্লখ ও সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞায় — 'subject peasantry'-কেই স্থান দিয়েছেন সর্বাগ্রে। তিনি স্বীকার করেছেন "Feudalism was born in the midst of an infinitely troubled epoch, and in some measure it was the child of those troubles themselves." তাঁর মতে — যে সমাজকে সামন্ততান্ত্রিক আখ্যা দেওয়া হয় সেখানে ভূমির উপর ক্রমোচ্চস্তরে বিন্যস্ত অধিকার (graded system of rights) একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।

Scanned by CamScanner

জন্মাবধি সামন্ততন্ত্র (feudalism, Fr. Feodalite, Ger. Feudalismus) শব্দটির সংজ্ঞা এবং ব্যঞ্জনা অপরিবর্তিত থাকেনি। ফরাসি বিপ্লবের সময় সামন্ততন্ত্র কথাটি পূর্বতন সমাজ (ancient regime)-এর বহু দুরাচার ও নিপীড়নের কালিমালিপ্ত একটি শব্দ হিসেবে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতো। এখনও সাধারণ মানুষের কাছে শব্দটি প্রায় অভিন্ন অর্থই বহন করে। অনৈতিহাসিক এবং অবৈজ্ঞানিক এই অপব্যাখ্যা উপেক্ষা করলেও সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি, বিকাশ ও চরিত্রের বিশ্লেষণ বিষয়ে এবং তার রীতিনীতিগুলির তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে পণ্ডিত মহলে মতানৈক্য হতবুদ্ধিকর। তবে সামন্ততন্ত্র যে আদিম, প্রাচীন ও জীর্ণ হয়ে যাওয়া উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে সংঘাতের পরিণাম হিসেবে মধ্যযুগীয় ইউরোপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তার মধ্যে আকস্মিকতা যে কিছুই ছিল না, এবং প্রতীচ্যে রোমান ও জার্মান উপাদানের সংমিশ্রণের ফলেই যে তার বিশিষ্ট অবয়বটি রচিত হয়েছিল তা রেণেসাঁসের অধ্যায়ে সমাজসচেতন পণ্ডিতদের কাছেও অতি স্পষ্ট ছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যে রোমান ও জার্মান উপাদানের অনুপাত সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই, যদিও অনেকে এই বিতর্কটিকেই অত্যধিক গুরুত্বদানের পক্ষপাতী নন।[1]

সামন্ততন্ত্র মানব সমাজের বিকাশের এমন একটি স্তর বোঝায় যার অতি স্পষ্ট, অপরিহার্য কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এইভাবে বর্ণনা করা যায় : নানা কারণে সমাজভুক্ত সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও নির্ভরতার দ্রুত ও ক্রম-বর্ধমান প্রয়োজন, সমাজের উপরের স্তরে পরাক্রান্ত, যোদ্ধৃশ্রেণীর কিছু মানুষের অবস্থিতি, স্থাবর বা ভূসম্পত্তির মালিকানার শ্রেণীবিন্যাস (যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনধারণের প্রশ্ন ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত), এবং রাষ্ট্রের অক্ষমতা ও সংহতির অভাবের জন্য ঐসব উচ্চশ্রেণীর মানুষের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। এই ধরনের সমাজব্যবস্থা দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের খণ্ডিত অংশগুলিতে — ফ্রান্স, জার্মানি, বারগান্ডি, আর্লেস, ইতালী এবং ইংলন্ডে, স্পেনের খ্রিস্টানশাসিত অঞ্চলে, নিকট প্রাচ্যের লাতিন প্রিন্সিপ্যালিটিগুলিতে পূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হয়েছিল। ভিন্ন সময়ে এবং অন্যত্র প্রায় একই ধরনের সমাজ ব্যবস্থারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কেউ কেউ এ জন্য প্রাচীন মিশর, ভারতবর্ষ, বাইজানটাইন সাম্রাজ্য, আরব দেশসমূহ, তুরস্ক সাম্রাজ্য, রাশিয়া ও জাপানে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। কিন্তু যে সব সাদৃশ্যের জন্য তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সেগুলি, বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায়, আপাতমাত্র। সে কারণে ঐতিহাসিক মার্ক ব্লখ (Marc Bloch)

---

1. "The precise admixture of once Roman And German elements in the pure feudal mode of production is of much less importance than their respective distribution in the varient social formations which emerged in medieval Europe." Perry Anderson : 'From Antiquity to Feudalism.'

Scanned by CamScanner

এবং ক্যালমেটি (Calmette) সামন্ততন্ত্র শব্দটির পরিবর্তে ব্যাপকতর সংজ্ঞাবহ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ (feudal society) কথাটির ব্যবহারের পক্ষপাতী।

সামন্ততন্ত্রের সঙ্গো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত প্রতিষ্ঠান ও বিধি-বিধানগুলির সঠিক উৎস সন্ধান দুরূহ হয়ে গেছে পূর্ববর্তী যুগের সমাজে সেগুলির অধিকাংশের (ভিন্ন নাম ও চেহারায়) অবস্থিতির ফলে। রোমান আমলের শেষের দিকে ভূমিস্বত্ব বিষয়ে Precarium নামক একটি প্রথা গড়ে উঠেছিল। বহু কৃষিজীবী বিধিসম্মতভাবে ভূস্বামীর

ভূস্বামী কর্তৃক সার্ফকে ভূমি দান

কাছে কৃষিযোগ্য জমি প্রার্থনা (Precarium) করে ভূমিস্বত্ব লাভ করত। লিখিত দলিলপত্র ছাড়াই এবং বিনা রাজস্বে এই বন্দোবস্ত করা হলেও ভূস্বামী জমি থেকে প্রার্থীকে উৎখাতের অধিকারী রয়ে যেতেন। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য রাজস্ব দেওয়া না দেওয়ার উপর কৃষকের ভূমিস্বত্ব ভোগ নির্ভর করত এবং ভূস্বামীকে তা নিয়মিত দিতে পারলে আজীবন, এমনকি বংশানুক্রমিকভাবে সে ভূখণ্ড ভোগ-দখলের অধিকার পাওয়া যেত। অধঃস্তন ব্যক্তির যথাবিহিত প্রার্থনা ছাড়াও ভিন্ন উপায়ে কৃষিযোগ্য জমির বন্দোবস্ত করার প্রথা রোমান সমাজে প্রচলিত ছিল। ঋণভারে জর্জরিত ক্ষুদ্র ভূস্বামী বহু ক্ষেত্রে ঋণদাতাকে তাঁর জমির স্বত্বদান করে মূল ভূখণ্ডের একটি অংশ নিয়মিত রাজস্ব দানের শর্তে ভোগ দখল করার অনুমতি লাভ করতেন। আবার ক্ষেত্র বিশেষে, নিরাপত্তার আশায় ছোট ক্ষেতমালিক পরাক্রান্ত প্রতিবেশীর শরণাপন্ন হতেন জমির স্বত্ব তাঁর কাছে হস্তান্তরিত করে। রাজস্বদানের বিনিময়ে সেই জমিতে কৃষি উৎপাদন করার অধিকার তিনি পেলেও জমি থেকে তাঁকে উচ্ছেদ করা না-করা

Scanned by CamScanner

সম্পূর্ণরূপেই লর্ডের ইচ্ছাধীন হয়ে যেত। অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে এভাবে ভূমিস্বত্ব ত্যাগ করা সত্ত্বেও সাধারণত প্রজাদের জমিচ্যুত করার ঘটনা বিরল ছিল। এই জাতীয় প্রথার ফলে ভূস্বামী ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি এবং কৃষি উৎপাদনকে লাভজনক করার সুযোগ পেতেন। রোমান আমলের শেষের দিকে "Precarium" প্রথা দ্বারা চার্চের ভূসম্পত্তি বৃদ্ধির ঘটনা অবিরল হয়ে উঠেছিল। জমি প্রার্থনা অথবা জমির স্বত্ব ত্যাগ উভয় পদ্ধতিই ভূসম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে দ্রুত এবং উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছিল এ ছাড়া শর্ত সাপেক্ষে জমির বন্দোবস্ত করার ফলে চার্চের অধীনস্থ, সাধারণত বিশাল ভূসম্পত্তিতে সহজতরভাবে কৃষি উৎপাদনের সম্ভাবনার কথাও বাদ দেওয়া চলে না। আর চার্চকে ভূসম্পত্তির মালিকানা অর্পণ করে 'Precarium' হিসেবে তা আবার গ্রহণ করাটা যে অতিশয় পুণ্য কাজ — সে তথ্য প্রচারেও চার্চের তৎপরতা কিছু কম ছিল না।

আবার ব্যক্তিবিশেষের উপর সাধারণ মানুষের নির্ভরতার যে প্রথা সামন্ততন্ত্রে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তার উৎসও রোমান আমলে নিহিত আছে। ধনাঢ্য ও পরাক্রান্ত রোমানরা কিছু সংখ্যক বাধ্য অনুচরবেষ্টিত হয়ে থাকতে চাইতেন। এঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল পৃষ্ঠপোষক (Patronus) ও দাক্ষিণ্যপুষ্ট অনুগামীর (clientes), আর প্রথাটি পরিচিত ছিল Patrocinium নামে। রোমান শাসনের অন্তিম লগ্নে সমাজে অনিশ্চিয়তা বৃদ্ধির ফলে এই প্রথা ব্যাপক হয়ে ওঠে। ভূমিহীন কৃষক অথবা বেকার 'জনে'রাও আশ্রয় ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের আশায় সর্বতোভাবে তাঁর 'সেবা' করার অঙ্গীকার করে স্থানীয় কোনো 'লর্ড'-এর শরণাপন্ন হতেন। এই 'সেবা' (Service) লর্ডের ক্ষেত্রখামারে অন্যান্য ক্রীতদাস এবং অধীনস্থ কৃষক (coloni)-দের সঙ্গে কৃষি উৎপাদনে রত হওয়া অথবা তাঁর অনুচর বাহিনীতে যোগ দিয়ে সামরিক কাজে অংশ নেওয়া — যে কোনো রূপ নিতে পারত। এ ছাড়াও ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তির মালিকরা প্রায়ই কোনো শক্তের অবিচারের প্রতিকার মানসে, রাজস্ব ফাঁকি দেবার আশায় বা অন্য কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের জন্য প্রতিপত্তিশালী ভূস্বামীকে 'Patronus' রূপে মেনে নিতেন।

অবশ্য ঐতিহাসিক কারণে রোমান সমাজ ছাড়াও পৃথিবীর বহু দেশে এমন অনেক প্রথা, প্রতিষ্ঠান এবং রীতিনীতির সৃষ্টি হয়েছিল, যেগুলির সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের একাধিক বৈশিষ্ট্যের বিস্ময়কর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। জাপানের দাইমও (daimio), বুশি (bushi) ও সামুরাই (Samurai)-দের সঙ্গে ভ্যাসালদের (প্রাক্-সামন্ততন্ত্র অধ্যায়ে জার্মানদের comitatus ও রোমান-গলদেশের clientela) মিল ছিল অনেক এবং পূর্বোক্তগণ প্রভুর কাছ থেকে শর্ত সাপেক্ষে যে ভূমিস্বত্ব লাভ করত 'ফিফ্'-এর সঙ্গেও তার খুব বেশি তফাৎ ছিল না। আরব দেশ ও তুরস্কের ইক্‌তা (iqta) সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। ত্রয়োদশ ও ষোড়শ শতকে রাশিয়াতেও শর্তাধীন ভূমিস্বত্ব

Scanned by CamScanner

লাভের বহু দৃষ্টান্তের খোঁজ পাওয়া যায়। আর পশ্চিম ইউরোপে মেরোভিঞ্জীয় শাসনাধীন ফ্রাঙ্করাজ্যে সামন্ততন্ত্র প্রথম স্পষ্ট আকার নিতে আরম্ভ করলেও, বিধিসম্মত, পারিভাষিক অর্থে একদা-ক্যারোলিঞ্জীয়-সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ল্যয়র ও রাইন নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলেই সামন্ততন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিছু দূরবর্তী এলাকা— দক্ষিণ ফ্রান্স বা রাইনের পূর্বতীরস্থ স্থানগুলিতে যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান মানবজীবন নিয়ন্ত্রণ করত তার প্রকৃতি ছিল কিছু আলাদা। তবে দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত যে কালসীমা তার মধ্যেই ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সামন্ততন্ত্রকে পূর্ণ বিকশিতরূপে দেখা যায় এবং এই পর্বকেই ঐতিহাসিক গ্যানশফ (F. L. Ganshof) 'ক্লাসিক্যাল এজ অফ ফিউড্যালিজম্' রূপে অভিহিত করেছেন।

৮৪৩ খ্রিঃ ভার্দুনের সর্বনাশা বন্টনের পরই ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের খণ্ডিত অংশগুলির উপর স্থলপথে এবং সমুদ্র ও নদীপথে দীর্ঘস্থায়ী ভাইকিং, ম্যাগিয়ার ও স্যারাসেন দস্যুদলের আক্রমণের অভিঘাতে কাউন্ট-নির্ভর এবং অপূর্ণাঙ্গ সাম্রাজ্যিক শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এই বর্বর আক্রমণের প্রতিরোধের মতো উপযুক্ত সামরিক ব্যবস্থা শাসকদের ছিল না, আর ফ্রাঙ্ক অভিজাতদের মধ্যে যাঁরা দক্ষ ও অসামান্য ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই নিহত হয়েছিলেন বিগত অন্তর্দ্বন্দ্বের সময়। ফলে এই অনিশ্চিত ও অত্যন্ত দুঃসময়ে সম্রাট শার্লমান প্রবর্তিত কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবহমান ও সক্রিয় রাখার মতো কেউই ছিলেন না। রাজশক্তির এ স্পষ্ট অধোগামিতার সুযোগ ৮৫০ খ্রিঃ মধ্যে বৈধানিকতা তুচ্ছ করে ক্যারোলিঞ্জীয় শাসনাধীন ভূখণ্ডে 'বেনিফিস' গুলিকে বংশানুক্রমিক করে তোলেন পরাক্রান্ত ভূস্বামীরা, পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে কেন্দ্রীয় শাসন সচল রাখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীবৃন্দ — মিসিডোমিনিসিগন বিলুপ্ত হয়ে যান, আর রাজকীয় ভ্যাসাল (vassi dominici)-রা রাজস্বার্থ উপেক্ষা করে আঞ্চলিক স্বার্থের সঙ্গে হাত মেলাতে শুরু করেন। এই দুরবস্থা ও অরাজকতার সুযোগে নবম শতকের শেষ পাদে কাউন্টগণও নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন রাজন্যবর্গের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। বর্বর আক্রমণজাত এই দুর্দিনের পটভূমিকাতেই দেখা যায় পূর্বতন ক্যারোলিঞ্জীর সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশ আত্মরক্ষা ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য — কিন্তু অবৈধভাবে নির্মিত — ডিউক ও কাউন্টদের দুর্গে আকীর্ণ হয়ে উঠেছে। গ্রামীণ সমাজে এই দুর্গগুলি একই সঙ্গে আশ্রয় ও কারাগারের প্রতীক হয়ে ওঠে। আকস্মিক আক্রমণের সময় বিপন্ন কৃষককুলের সেখানে মিলত নিরাপদ আশ্রয় কিন্তু দুর্গাধিপতি ভূস্বামীরা ক্রমশ নবপ্রবর্তিত 'ফিফ্' ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে, ম্যানরভিত্তিক কৃষি উৎপাদনের পত্তন করে, যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, ক্রমশ তা স্বাধীন কৃষকের অস্তিত্ব মুছে দিয়ে পরবর্তী দুশো বছরে প্রায় গোটা মহাদেশে সামন্ততন্ত্র রূপে অগণিত মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করে। তবে এই প্রক্রিয়া

Scanned by CamScanner

নবম শতকের শেষে আরম্ভ হলেও নিকট অতীতের বহু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও বিধিবিধানের মধ্যে এর পূর্বাভাস খুঁজে পাওয়া দুরূহ নয়।

মেরোভিঞ্জীয় শাসনাধীন গলে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা সম্পূর্ণরূপে শাসকের ব্যক্তিত্ব-নির্ভর হওয়ায় সে রাজ্যে অরাজকতা প্রায়ই দুঃসহ হয়ে উঠত। শাসক পরিবারের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ফ্রাঙ্ক রাজপরিবারে পিতৃসম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে সমভাবে বন্টনের প্রথাও শাসন বিভাগের স্থায়িত্বের অন্তরায় ছিল। পরবর্তীকালে অস্ট্রেসিয়া (Austrasia), নিউস্ট্রিয়া (Neustria) ও বার্গান্ডি (Burgundy)-র স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে রাজপরিবারের গৃহযুদ্ধের সঙ্গো আঞ্চলিক স্বার্থরক্ষার অশুভ প্রয়াস যুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। ষষ্ঠ শতকে রাজা ক্লভিসের পুত্র-পৌত্রদের অন্তর্দ্বন্দ্বকে বন্য হিংস্র জন্তুদের আচরণের সঙ্গো তুলনা করা যায়। এই দীর্ঘ সময়ে শাসকবর্গের পক্ষে প্রজাদের নিরাপত্তা বিধানের স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়নি। সংখ্যায় অল্প এবং প্রাথমিক কর্তব্য পালনে অমনোযোগী রাজকর্মচারীদের অদক্ষতাও শাসনযন্ত্রকে জীর্ণ এবং অকেজো করে দিয়েছিল। এই ধরনের সমাজেই ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে সশস্ত্র অনুচর বাহিনী গড়ে ওঠে এবং সন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষ এঁদেরই শরণাপন্ন হয়। আর পরাক্রান্ত নেতৃস্থানীয় অভিজাতরা রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কামনায় অনুগত ও বাধ্য জনবল বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হতেন। একজন স্বাধীন প্রজা অন্য কোনো স্বাধীন প্রজার কাছে এভাবে নিরাপত্তার আশায় আত্মসমর্পণ করলে তাঁদের বলা হতো ingenui in obsequio বা দায়বদ্ধ স্বাধীন প্রজা। সমাজে সাধারণ মানুষের এ জাতীয় অবস্থান্তরের ঘটনা অতি প্রাচীন। এর মধ্যে অভিনবত্ব এখানেই যে মধ্যযুগের গলে ব্যাপকভাবে, সংখ্যাতীত ক্ষেত্রে মানুষ শর্তসাপেক্ষে অন্যের শরণাগত হতে বাধ্য হয়েছিল। আর গলে প্রাচীন একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব — bucellarii (সশস্ত্র অনুচরবাহিনী) মানুষের সামাজিক অবস্থার এই পরিবর্তন সহজতর করে দেয়। Bucellarii নামধেয় রক্ষীবাহিনী সাধারণত বিশিষ্ট অভিজাতবর্গের দেহরক্ষী হিসেবে নিযুক্ত হতেন এবং 'বর্বর' আক্রমণের পর্ব সমাপ্ত হলেও বিশেষ বিশেষ এলাকায় — যেমন ল্যয়র নদীর দক্ষিণাঞ্চলে — এই প্রথা যে থেকে গিয়েছিল তা ভিসিগথ-শাসক ইউরিখ-এর আইনাবলী থেকে জানা যায়। ফ্রাঙ্কদের মধ্যে প্রচলিত এ ধরনের প্রথা comitatus (জার্মান ঐতিহাসিকগণ যাকে বলেছেন gefolgschaft) অনুযায়ী কিছু সংখ্যক স্বাধীন যোদ্ধা স্বেচ্ছায় কোনো দলনেতার অধীনে তাঁর স্বার্থ সিদ্ধ করার জন্য একতাবদ্ধ হয়ে যুদ্ধবিগ্রহে অংশ নিত। ঐতিহাসিক পেরী অ্যান্ডারসনের মতে এই comitatus এবং প্রাচীনতর রোমান প্রতিষ্ঠান patrocinium-এর মধ্যেই vassalage-এর উৎপত্তি নিহিত আছে, যদিও এই প্রথাদ্বয়ের আনুপাতিক গুরুত্ব নির্ণয় দুঃসাধ্য।

Scanned by CamScanner

ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে ingenui in obsequio বা দায়বদ্ধ প্রজাগোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ নিয়ে। যেসব প্রজা রাজার শরণাগত হতো তাদের বলা হতো antrustiones অথবা trustis ভুক্ত মানুষ। (Trustis — একটি ফ্রাঙ্ক শব্দ যার শেষাংশ এসেছে লাতিন একটি শব্দ থেকে যা comitatus-এর সমার্থক।) সুতরাং antrustiones-দের রাজানুচর রূপে বর্ণনা করা যায় এবং এই সম্প্রদায়ভুক্তরা তিনটি বিশেষ অধিকার বা wergeld ভোগ করত : এদের কেউ নিহত হলে ঘাতককে নিহত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে সাধারণ নরহত্যার শাস্তিস্বরূপ দেয় জরিমানার তিনগুণ বেশি দিতে হতো (রাজার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকায় তার এই বিশেষ সম্মান) ; যে কোনো স্তর থেকে এলেও সমাজে এদের স্থান হতো উঁচুতে এবং রণকুশলতার জন্য সে রাজার দেহরক্ষী রূপে বিশেষ মর্যাদা লাভ করত। অবশ্য antrustiones-দের নিযুক্ত করতে পারতেন একমাত্র রাজা বা রাজমহিষী। অন্যান্য স্বাধীন প্রজাও ব্যক্তিগতভাবে রাজা বা অন্য কোনো পরাক্রান্ত অভিজাতের অধীনতাপাশে বদ্ধ হলে তাদের পরিচয় হতো gasundi রূপে। যেহেতু এদের অধিকাংশ সমাজের নিচের স্তর থেকে আসত সেজন্য ক্রীতদাস সম্পর্কে ব্যবহৃত শব্দ — vassus* বা puer এদের সম্পর্কেও প্রয়োগ করতে কেউ দ্বিধা করতেন না, এবং ভবিষ্যৎকালের জন্য টিকে গেল vassus শব্দটি, আর এতে সংযোজিত হলো নতুন অর্থ এবং ব্যঞ্জনা। অবশ্য মেরোভিঞ্জীয় যুগেও vassus শব্দটি সঙ্কীর্ণ অর্থেই ব্যবহৃত হতো, কিন্তু অষ্টম শতকে পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী প্রভুর উপর সর্বাংশে নির্ভরশীল প্রজা সম্পর্কে শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে।

মধ্যযুগীয় সমাজে একজন স্বাধীন প্রজার উপর অপর একজনের রক্ষণাবেক্ষণের সর্বপ্রকার দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ার প্রথাকে লাতিনে বলা হতো patrocinium, জার্মান ভাষায় mundium অথবা memdeburdis আর ফরাসিতে maimbour। শব্দটিতে নিরাপত্তা বিধানের সঙ্গে সঙ্গে আধিপত্য প্রতিষ্ঠারও একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। যে বিধিসম্মত উপায়ে একজন স্বাধীন প্রজা নিজেকে অন্যের আশ্রয়ে সমর্পণ করত তাই পরিচিত ছিল Commendatio বা commendation রূপে। ক্যারোলিঞ্জীয় যুগে শব্দটির বহুল ব্যবহার হলেও পঞ্চম শতকের গলে প্রথাটি যে অপরিচিত ছিল না তা ভিসিগথ-শাসক ইউরিখ-এর আইনাবলীর থেকে এবং ষষ্ঠ শতকে রচিত তুর্-এর (Tours) গ্রেগরীর Historia Francorium থেকে জনা যায়। মেরোভিঞ্জীয় আমলে Formalae Turonenses নামক বিধানেও commendation সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যায়। এই মূল্যবান দলিলটিতে দেখা যায়, কোনো বিশেষ প্রভুর উদ্দেশ্যে

---

* Vassus শব্দটির উৎপত্তি celtic শব্দ givas (বালক ভৃত্য) থেকে, আর লাতিনে এর পরিবর্তিত রূপ হয় Vassus।

Scanned by CamScanner

জনৈক স্বাধীন প্রজার স্বীকারোক্তি : জীবিকার্জনে ব্যর্থ হওয়ায় সে সদাশয় ও মাননীয় প্রভুর (dominus) শরণাপন্ন হচ্ছে এবং গ্রাসাচ্ছাদনের নিশ্চিত ব্যবস্থার বিনিময়ে শক্তি এবং সাধ্যমতো প্রভুর সেবা করার অঙ্গীকার করছে। সে এই শপথও গ্রহণ করছে যে জীবদ্দশায় প্রভুর সেবা থেকে বিরত হবে না। স্বাধীন প্রজা কর্তৃক dominus বা লর্ডকে সেবা ও সম্মানদানের অঙ্গীকার কিন্তু নিঃশর্ত ছিল না। এ জাতীয় প্রথায় আত্মসমর্পণেচ্ছুর স্বাধীন সত্তা নষ্ট হতো না, আর লর্ডও আশ্রিতের অন্নবস্ত্র ও নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হতেন। তুর্ (Tours)-এর দলিলে এ কথাও স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে ভ্যাসালের মৃত্যুতে এ জাতীয় চুক্তি বাতিল বলে গণ্য করা হবে। 'Commendation' তখন পর্যন্ত ছিল একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। ঠিক কি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ ব্যবস্থা কার্যকর হতো তার আভাস পাওয়া যায় পারীর কাছে প্রাপ্ত একটি দলিলে (Marculf)। আক্ষরিক অর্থেই রাজার হাত স্পর্শ করে আশ্রয়প্রার্থী বা antrustio সেবা ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতেন। ঐ সময়ে এ জাতীয় অনুষ্ঠান সার্বজনীন না হওয়াই সম্ভব এবং এর জন্য কোনো পূর্ব-নির্ধারিত ছক ছিল না। বিভিন্ন অবস্থা ও পরিবেশের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই এই অনুষ্ঠানের উপর এসে পড়ত। আর ভ্যাসালের কাছে প্রভু ঠিক কি ধরনের সেবা দাবি করতেন তার আভাসও তুর্-এর দলিল থেকে পাওয়া যায় না। সম্ভবত গৃহস্থালীর কাজে, অথবা কৃষি উৎপাদনে কিংবা সামরিক প্রয়োজনে আবার ক্ষেত্র বিশেষে এই তিন ধরনের কাজেই তাকে ব্যবহার করা হতো। অপর পক্ষে লর্ড কিভাবে আশ্রিতের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন তারও কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। সাধারণত গৃহকাজে নিযুক্ত করে বা সামান্য বৃত্তি দিয়ে এ দায়িত্ব পালন করা হতো, আবার একখণ্ড কৃষিযোগ্য জমি দিয়ে আশ্রিতের ভরণপোষণের ঘটনাও বিরল নয়। বিশেষ করে যে সমাজে কৃষিই ছিল মানুষের প্রধান জীবিকা এবং সম্পদের উৎস, সেখানে ভূমিদান বা বন্দোবস্ত করে আশ্রিতের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। ভূমিস্বত্ব সমেত জমি দান করার ঘটনা বিরল না হলেও আশ্রয়প্রার্থীর সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে জমির বন্দোবস্তই ছিল সাধারণ রীতি। এই ব্যবস্থানুযায়ী ভূ-সম্পত্তির মালিক ছোট বা বড় জমি, দীর্ঘকালের জন্য এমনভাবে বন্দোবস্ত করতেন যে অধীনস্থ-প্রজা তা ভোগদখল করার অধিকার (real right) লাভ করতেন। রোমান আইন অনুসারে একে বলা হতো ius in re aliena। রোমান শাসনের অন্তিম পর্যায়ে এবং ফ্রাঙ্ক আমলে জমির এ ধরনের বন্দোবস্ত বহুল-প্রচলিত হয়ে উঠেছিল। বিশাল ভূসম্পত্তির (villae) অংশ (mansi)-তে ভূম্যধিকারীরা স্বয়ং কৃষিকাজ করতেন না, নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে বা বিনা পারিশ্রমিকে কৃষিকাজ করার শর্তে coloni বা laeti বা ক্রীতদাসদের হাতে তা তুলে দেওয়া হতো। যাবজ্জীবনের জন্য এই বন্দোবস্ত হলেও কার্যত তা বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়াত। জমির এ জাতীয় বিলি-বন্দোবস্ত সর্বাধিক প্রচলিত হলেও এর অসুবিধাও ছিল একাধিক।

Scanned by CamScanner

জমির মূল্য বা মান অনুযায়ী রাজস্ব বা বেগার খাটুনির পরিমাণ নির্ধারিত হতো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা দায়বদ্ধ প্রজার পক্ষে অত্যধিক হয়ে উঠত। তবে সম্পূর্ণ নিষ্কর জমি এবং বাধ্যতামূলক শ্রমদানের শর্তবিহীন জমির বন্দোবস্তও বিরল ছিল না। ক্রমশ প্রজার পক্ষে সুবিধাজনক শর্তাধীন জমির বন্দোবস্ত থেকেই 'বেনিফিসিয়াম' (beneficium — benefice বা benefit) শব্দটির উৎপত্তি। মেরোভিঞ্জীয় আমলের বহু দলিলে এ জাতীয় বিলি বন্দোবস্তের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই সময়ে এক ধরনের চুক্তি — precaria-র উদ্দেশ্যই ছিল সুবিধাজনক শর্তে অথবা বিনা শর্তে কৃষিযোগ্য-ভূমির বন্দোবস্ত করা। এ জাতীয় ব্যবস্থায় জমির উপস্বত্ব ভোগের অধিকার লাভ করতেন গ্রহীতা। বন্দোবস্তের সময় চুক্তি-সম্বলিত দুটি দলিল তৈরি হতো — দাতা এবং গ্রহীতা-প্রজার জন্য। Precaria শব্দটি চুক্তি এবং দলিল দুই-ই বোঝালেও অনুগৃহীত প্রজার উপস্বত্ব বোঝাতেই বেশি ব্যবহৃত হতে থাকে। Precaria অনুযায়ী এক বিশেষ ধরনের জমির বন্দোবস্ত চালু হলো যায় শর্তানুযায়ী উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমি বিনা বা নামমাত্র রাজস্বের বিনিময়ে যাবজ্জীবনের জন্য প্রজাকে দেওয়া হতো কৃষি উৎপাদনের জন্য। এ ধরনের বন্দোবস্তে ভূস্বামীদের রাজী হওয়ার পিছনে অনাবাদী জমিতে কৃষি উৎপাদনে কৃষককে উৎসাহিত করা অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তি-বিশেষকে অনুগৃহীত করার উদ্দেশ্য থাকাও অসম্ভব নয়।

মেরোভিঞ্জীয় আমলে যে এই বিশেষ ধরনের বন্দোবস্ত প্রচলিত ছিল তার প্রাণ পাওয়া যায় আল্‌সেস-এর অ্যাডাল্‌বার্টের পুত্র এবারহার্ডের ৭৩৫ খ্রিঃ একটি দলিলে। ম্যারব্যাকের অ্যাবিকে ভূসম্পত্তি দানের অভিপ্রায় ঘোষণার সঙ্গো সঙ্গো বেনিফিসিয়াম হিসেবে তিনি যেসব জমির বন্দোবস্ত করেছিলেন তারও একটি তালিকা দিয়েছেন। অবশ্য এই দৃষ্টান্ত থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক হবে না যে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে ব্যবস্থাটি ব্যাপক হয়ে উঠেছিল।

ম্যানর (বা বিশাল, স্বয়ংসম্পূর্ণ ভূসম্পত্তি coloni বা অধীনস্থ কৃষক দ্বারা যার মধ্যে কৃষি উৎপাদন পরিচালিত হতো এবং উৎপন্ন শস্যের প্রায় সবটাই ম্যানর-প্রভু বা লর্ডের প্রাপ্য বলে বিবেচিত হতো) কিন্তু একান্তই রোমান-গলদেশীয় প্রতিষ্ঠান যার বীজ ছিল 'fundus' অথবা 'villa'-র মধ্যে। জার্মানদের মধ্যে এ জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল না বলেই মনে করা হয় আর ধ্রুপদী অধ্যায়ে রোমান সমাজে কলোনাসদের অবস্থিতি এবং একদা-স্বাধীন জার্মান কৃষককুলের প্রায় বাধ্যতামূলক commendation প্রথার মধ্যে দিয়ে সামরিক নেতৃবর্গের অধীনস্থ হয়ে যাওয়ার মধ্যেই ভূমিদাস প্রথার ('Serfdom') উৎপত্তি। মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের মতো বিচার বিভাগীয় ও শাসন সংক্রান্ত বহু প্রথা প্রতিষ্ঠানই ছিল সঙ্কর (hybrid)। বিচার ব্যবস্থায় আঞ্চলিক এবং বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে শাসক ও শাসিতের যৌথ দায়িত্বের ঐতিহ্য এবং লিখিত

Scanned by CamScanner

ও সুবদ্ধ রোমান আইনের প্রভাব সামন্ততন্ত্রাধীন বিচার ব্যবস্থার উপর ছায়াপাত করেছিল। এ ছাড়াও মধ্যযুগীয় সমাজে কিছুটা নির্বাচন সাপেক্ষ ও ধর্মনিরপেক্ষ জার্মান সমর নেতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সামন্ততন্ত্র-নির্ভর রাজতন্ত্রের মধ্যে রোমান সাম্রাজ্যিক, স্বৈরাচারী, পবিত্র শাসকের আদর্শ ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল।

ক্যারোলিঞ্জীয় আমলে সামন্ততন্ত্রের এই সব অর্ধস্ফুট বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট আকার নিতে শুরু করে। অষ্টম শতকের শেষার্ধে 'ভ্যাসালেজ' (বিনতি স্বীকার) এবং 'বেনিফিস' (ভূমিস্বত্বদান) প্রথা ধীরে ধীরে পরস্পর সংলগ্ন হতে থাকে, আর নবম শতকের মধ্যে বেনিফিস অতি দ্রুত 'অনার' (honor, honour) (শাসন বিভাগীয় পদ ও পদাধিকার)-এর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। রাজা কর্তৃক ভূসম্পত্তি দান আর শুধুমাত্র বদান্যতা-প্রসূত 'দান' হিসেবে বিবেচিত হতো না, সেগুলি নির্দিষ্ট কতকগুলি দায়দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে ভ্যাসাল কর্তৃক অর্জিত শর্তাধীন ভূমিস্বত্বে পরিণত হয়। ভ্যাসাল সৃষ্টি এবং ভ্যাসালদের বেনিফিস দানের প্রথা ক্যারোলিঞ্জীয় শাসকবৃন্দ কর্তৃক একটি নীতি হিসেবেই পরিচালিত হতে দেখা যায়। তাঁরা এই প্রথা দ্বারা আপন শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি এবং ক্যারোলিঞ্জীয় শাসনের পরিধি বৃহত্তর করার আশা পোষণ করতেন। ফলে বিভিন্ন সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ও বিধি অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্র-যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তৃতীয় পিপিন দ্বারা সূচিত হলেও শার্লমান এবং লুই দ্য পায়াসের রাজত্বকালে এই প্রবণতা নীতি হিসেবে অনুসৃত হতে আরম্ভ করে। সম্রাট শার্লমানের সময়ে ফ্রাঙ্ক রাজ্যের অসামান্য বিস্তার এবং এই বিপুল ভূখণ্ড শাসনের জন্য যথোপযুক্ত কর্মচারীর অভাব ভ্যাসাল প্রথার প্রচলন দ্বারা মেটাতে উৎসাহিত করেছিল সম্রাট ও তাঁর পরামর্শদাতাদের। তাঁরা আশা করেছিলেন রাজা এবং বিশপ, অ্যাবট ও কাউন্টদের ভ্যাসাল ও সহভ্যাসালদের নিয়ে একটি সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী গড়ে তুলে তার সঙ্গে আধা-সামরিক ব্যক্তিদের যুক্ত করতে পারলে সংখ্যায় ও দক্ষতায় এবং অস্ত্রশস্ত্রের যথোপযুক্ততায় তা সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। বিচার বিভাগীয় কাজে কাউন্ট প্রভৃতি কর্মচারীদের সহায়তা করার জন্যও এঁদের নিয়োগ করা হতো। বিভিন্ন বিভাগের রাজকর্মচারীদের উপর সম্রাটের আধিপত্য দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে রাজকীয় ভ্যাসালদের সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়াও শার্লমান কাউন্ট এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের তাঁর ভ্যাসালে পরিণত করে রাজশক্তির প্রতি তাঁদের আনুগত্য অটল রাখার প্রয়াসী হয়েছিলেন। ৮৪৩ খ্রিঃ ভার্দুনের বন্টনের পরেও ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের খণ্ডিত অংশগুলিতে এ প্রথা চালু রাখার চেষ্টা হয়। প্রধান রাজকর্মচারীদের অধঃস্তনরাও যে প্রথমোক্তদের ভ্যাসালে পরিণত হতেন তার নজির ওয়েস্ট ফ্রান্সিয়ার ঐ সময়ের ইতিহাসে সহজলভ্য। সামাজিক মর্যাদার ইতর বিশেষ সত্ত্বেও সমসাময়িক দলিলপত্রে এঁদের vassi dominici সম্প্রদায়ভুক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া কাউন্ট, মারগ্রেভ এবং ডিউকরা কখনো কখনো রাজার কাছ থেকে এমন 'বেনিফিসে'র দায়িত্ব

লাভ করতেন যার অবস্থিতি ছিল তাঁদেরই শাসনাধীন অঞ্চলের মধ্যে। নবলব্ধ এইসব বেনিফিসের সঙ্গে তাঁদের পদ (honor)-গুলিকেও 'বেনিফিস' হিসেবে মনে করার একটা প্রবণতা এঁদের মধ্যে দেখা দিতো। রাজাও, বলাবাহুল্য, এ জাতীয় অপব্যাখ্যার কোনো বিরোধিতা করতেন না। গ্যানশফ্ মনে করেন যে ঐসব উচ্চপদে কর্মচারীদের নিযুক্ত করার সময় রাজা স্বয়ং তাঁর কর্তৃত্বের অংশ হস্তান্তরিত করার প্রতীক হিসেবে কোনো বস্তু তাঁদের দান করতেন এবং এই ইন্‌ভেস্টিচ্যর অনুষ্ঠান লর্ড কর্তৃক ভ্যাসালকে বেনিফিস দানের অনুরূপ ছিল। সেন্ট বার্টিনের কাহিনীতে (Annals of St Bertin) হিন্‌কার (Hincar) 'honor' অর্থে প্রদেয় ভূ-সম্পত্তি ও পদ (কাউন্ট বা বিশপের) দুই-ই উল্লেখ করেছেন। সমস্ত নবম শতক ধরে বেসামরিক পদগুলি এ জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত (beneficial character) হতে থাকে। সাধারণ ভ্যাসাল যেমন তাঁদের বেনিফিসগুলিকে বংশানুক্রমিক করার চেষ্টা করতেন তেমনি প্রয়াস দেখা যেত 'honor' বা উচ্চপদগুলির ক্ষেত্রেও। ৮৭৭ খ্রিঃ মধ্যেই 'honour' এবং 'beneficium'-কে বৈধানিক স্বীকৃতি ছাড়াই অভিন্ন ও সমার্থক করার চেষ্টা প্রায় সার্বজনীন হয়ে উঠেছিল। এই প্রক্রিয়া পূর্ব ফ্রান্সিয়াতে দ্রুততর এবং ব্যাপকতর হয়েছিল বলে মনে হয়। নবম শতকে শুধুমাত্র অযাজক গণ্যমান্যরাই যে তাঁদের পদগুলিকে রাজশক্তির নিকট প্রাপ্ত 'বেনিফিসে' রূপান্তরিত করেছিলেন তাই নয়, লুই দ্য পায়াসের সময় থেকে বিশপ এবং অ্যাবটরাও (যাঁরা তখনও রাজকর্মচারী রূপেই বিবেচিত হতেন) রাজসমীপে বিধিসম্মতভাবে নতি স্বীকার করতেন এবং তাঁদের 'episcopatus' অথবা 'abbatia' বেনিফিস রূপেই পরিগণিত করা হতো। ট্রয়স (Troyes)-এর বিশপ প্রুডিনাস (Prudinus)-এর একটি বিবরণ থেকে জানা যায় যে ৮৩৭ খ্রিঃ সেইন নদী ও ফ্রিসিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলের সমস্ত বিশপ সম্রাট কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন তরুণ রাজা চার্লস দ্য বল্ডের শরণাগত হয়ে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার জন্য। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ঐ সময়ে বিশপ, অ্যাবট এবং কাউন্ট, মারগ্রেভ প্রভৃতি অন্যান্য রাজকর্মচারীর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করা হতো না। এই প্রথা যে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে অনুসৃত হতো বা বিশপ ও অ্যাবটগণ কর্তৃক গৃহীত শপথ-বাক্য অন্যান্যদের থেকে যে পৃথক ছিল না সে বিষয়ে বোধহয় সন্দেহের অবকাশ নেই।

কিন্তু ক্যারোলিঙ্গীয় শাসকরা যে আশায় এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রসারে ব্রতী হয়েছিলন তা সিদ্ধ হয়নি। ভ্যাসাল প্রথাকে সার্বজনীন করে তাকে শাসনযন্ত্রের অঙ্গীভূত করা এবং অকাতরে বেনিফিস দানের ফলে রাজশক্তি দ্রুত হীনবল হতে থাকে। সম্রাট শার্লমানের শাসনের অবসানকালে এ তথ্য প্রকট হয়ে গিয়েছিল যে, যে বন্ধন (bona) লর্ড ও ভ্যাসালকে সংযুক্ত করত তা প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অবিলম্বে কার্যকর হওয়ায় রাজানুগত্যের অনুভূতির থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং রাজানুগত্য

Scanned by CamScanner

ও প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকায় কর্তব্যের মধ্যে সংঘাত বাধলে ভ্যাসালদের উর্ধ্বতন প্রভুর পক্ষ বেছে নিতে দেরি হতো না। ৮১১ খ্রিঃ সামরিক প্রয়োজনে আহূত একটি সম্মেলনে এ তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল যে রাজকীয় বাহিনীতে বহু প্রজা যোগ দেয়নি কারণ তাদের 'প্রভুদের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হতে আহ্বান জানানো হয়নি'। উর্ধ্বতন প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং তাঁকে অনুসরণ করাই তারা শ্রেয় বলে বিচার করেছিল। এমন কি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা (যাঁরা রাজার প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিরূপে গণ্য হতেন তাঁরাও) রাজার বিপক্ষীয় দলের কাছ থেকে আরও বেশি ও লাভজনক বেনিফিস পাবার লোভে নিজেদের কর্তব্য ও দায়দায়িত্ব অগ্রাহ্য করতেন। ভ্যাসাল প্রথার সঙ্গে জড়িত প্রাচীন বিধিনিষেধগুলি এভাবেই পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থায় অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় আর বেনিফিসের অস্তিত্ব রাজশক্তির বিকাশের এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পথরোধ করতে শুরু করে। নবম শতকে, বিশেষ করে পশ্চিম ফ্রান্সিয়াতে বেনিফিস ভোগের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিকতা অধঃস্তন কর্মচারীদের উপর রাজার অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে থাকে এবং এ জাতীয় বিপজ্জনক ধারণারও সৃষ্টি হয় যে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের রাজার প্রতি কর্তব্য পালন তাঁদের প্রতি রাজার যথাযথ কর্তব্য পালনের উপর নির্ভরশীল। তা ছাড়া ভ্যাসাল প্রথা অতি ব্যাপক হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের প্রয়োজন সাধনের জন্য প্রায় কোনও 'মুক্তমানুষ'কেই (freeman) পাওয়া যেত না, যদিও ব্যক্তি বিশেষের ভ্যাসালে পরিণত হওয়া তার রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনের অন্তরায় সৃষ্টি করার কথা নয়। ভ্যাসালরা উর্ধ্বতন প্রভুর সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতেন, এবং বিচারালয়ে ভ্যাসালের পক্ষেই প্রভুকে অবতীর্ণ হতে দেখা যেত। এ জাতীয় প্রথা বন্ধ করার ব্যাপারে রাজশক্তির অসহায়তার একটি প্রমাণ পাওয়া যায় ৮৫৩ খ্রিঃ একটি অনুশাসনে (Capitulary of Servais) যাতে রাজা চার্লস দ্য বল্ড দস্যু-তস্করদের দমন করার জন্য মিসি (Missi)-দের আদেশ দিয়ে ঘোষণা করেছেন যে যদি কেউ এই সব দুর্বৃত্তদের আশ্রয় দেয় তবে আশ্রয়দাতার প্রভুর কর্তব্য হবে তাঁর ভ্যাসালকে রাজাদেশ লঙ্ঘন করার অপরাধের শাস্তির জন্য রাজসমীপে হাজির করা। অনুশাসনটিতে এই সত্যই প্রকারান্তরে পরিস্ফুট হয়েছিল যে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার জন্য রাজাকেও ভূস্বামী-প্রভুর শরণাপন্ন হতে হতো। নবম শতকের মধ্যেই ভ্যাসালরা এভাবেই কেন্দ্রীয় শাসনের আওতার বাইরে চলে গিয়েছিলেন। অবশ্য রাজশক্তির এই অভাবনীয় অধঃপতনের জন্য 'ভ্যাসালেজ' প্রথার কেন্দ্রাতিগ্ প্রবণতাকেই এককভাবে দায়ি করা অনুচিত। রাজশক্তির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নবম ও দশম শতকে ফ্রান্স, ইতালী ও জার্মানির ডিউকদের কাছে হস্তান্তরিত হওয়ার জন্য সামন্ততন্ত্র ছাড়া অন্যান্য বহুবিধ কারণ দায়ি ছিল। তবে এই সব সুবিশাল ভূসম্পত্তিগুলি (principalities ও duchies) যে সামন্ততন্ত্র ও ভ্যাসাল প্রথার সহায়তাতেই গড়ে উঠেছিল তাও তর্কাতীত।

Scanned by CamScanner

এই প্রসঙ্গে রাজার প্রত্যক্ষ অধীনস্থ ভ্যাসালদের ভূমিকাও আলোচিত হওয়ার যোগ্য। রাজকীয় ভ্যাসালরা 'honores' দ্বারা ভূষিত না হলেও রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বেনিফিস ভোগ করতেন এবং এঁরা রাজানুগত হওয়ায় দুঃসময়ে রাজা এঁদের উপরেই নির্ভর করতে বাধ্য হতেন। অবশ্য দশম শতকের শুরুতেই এঁদেরও চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। সমস্ত দেশে অরাজকতা ও কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে কাউন্ট, মারগ্রেভ এবং ডিউকরাও এঁদের স্বীয় প্রভাবাধীনে আনতে সমর্থ হন। নবম শতকের শেষে অথবা দশমের শুরুতে ওভারেন (Auvergne)-এ গেরুল্ড (Geruld of Aurillac) রাজানুগত থাকতে চেয়েছিলেন কিন্তু অ্যাকুঁতার উইলিয়ম দ্য পায়াসের আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত স্বয়ং রাজার বশংবদ থাকতে সমর্থ হলেও নিজ ভাগিনেয় রেনল্ডকে সানুচর উইলিয়মের ভ্যাসালে পরিণত করেন। জার্মানিতে এই সময়েই রাজার বশবর্তী ভ্যাসালরাই স্যাক্সনী, ফ্রাঙ্কোনিয়া, সোয়াবিয়া ও ব্যাভেরিয়ার পরাক্রান্ত ডিউকদের বিরুদ্ধে রাজশক্তির প্রধান সহায় রূপে বিবেচিত হতেন। ৯৩৬ খ্রিঃ প্রথম অটো রাজপদে বৃত হলে রাজশক্তির পুনরুদ্ধারের আশায় তিনি এই সব প্রতাপান্বিত ডিউকদের রাজকীয় ভ্যাসালে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন। ঐতিহাসিক উইডুকাইন্ড লিখেছেন যে এঁদের অনেকে রাজার প্রতি বিশ্বস্ততার শপথ নিয়েছিলেন এবং রাজশত্রুর বিরুদ্ধাচরণের প্রতিশ্রুতিও রাজাকে দান করেছিলেন। এই সময়ে ভ্যাসাল প্রথার কুশলী ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগ দ্বারা রাজশক্তিকে সম্পূর্ণ নিঃস্বতা ও শক্তিহীনতার অভিশাপ থেকে যে রক্ষা করা সম্ভব ছিল সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যেই সামন্ততন্ত্রকে ব্যাপকতম রূপ পরিগ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন ঐতিহাসিক মার্ক ব্লখ, আর আর গ্যানশফও মোটামুটি এই কাল-সীমাকেই সামন্ততন্ত্রের 'ক্ল্যাসিকাল এজ' রূপে বিবেচনা করেছেন। এই অধ্যায়ে ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষের উপর যেসব রাজ্য গড়ে উঠেছিল শুধু সেখানেই নয়, ইউরোপের অন্যত্রও সামন্ততন্ত্রের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা বাস্তব ঘটনা হয়ে গিয়েছিল। ১০৬৬ খ্রিঃ নরমাঁদি (Normandy)-র ডিউক উইলিয়ম কর্তৃক ইংলন্ড বিজিত হবার ফলে ঐ দ্বীপপুঞ্জ এবং স্পেন, খ্রিস্টান জাতিগুলি কর্তৃক আংশিকভাবে পুনরাধিকৃত হলে, সেখানে সামন্ততান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার পত্তন হয়। জার্মানি ও তার পার্শ্বস্থ শ্লাভ অধ্যুষিত দেশগুলিতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে যদিও ঐ অঞ্চলের ভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে সামন্ততন্ত্রকে কিছুটা পরিবর্তিত রূপে দেখা গিয়েছিল। আর ক্রুশেডারদের মাধ্যমে সুদূর জেরুসালেম রাজ্যে, সিরিয়ার খ্রিস্টান অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে, চতুর্থ ক্রুশেডের ফলে লাতিনজাতি অধিকৃত বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষে (যদিও এ অধিকার ছিল স্বল্পায়ু) ও গ্রীসের লাতিন প্রিন্সিপ্যালিটিগুলিতে সামন্ততন্ত্র প্রবর্তিত হয়। বলা বাহুল্য পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সামন্ততন্ত্র ছিল ভিন্নধর্মী। ক্রুশেডার-বিজিত দেশগুলিতে প্রবর্তিত সামন্ততন্ত্রকে 'colonial' বা

Scanned by CamScanner

ঔপনিবেশিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন এই সব এলাকায় সামন্ততান্ত্রিক বিধানাবলী এমন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট একটি আকৃতি পেয়েছিল যা অন্যত্র দুর্লভ বলেই মনে হয়। অ্যাসাইজেস অফ জেরুজালেম (Assizes of Jerusalem) থেকে জানা যায় যে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হওয়ার জন্যই হয়ত এই সব অঞ্চলে ভ্যাসালদের অধিকারগুলি অনেক বেশি গুরুত্ব লাভে সমর্থ হয়েছিল। বার্সিলোনা প্রদেশ (স্প্যানিশ মার্চ রূপে যা ক্যারোলিঞ্জীয় আমল থেকে ১২০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ফরাসিরাজের অধিকারভুক্ত বলে মনে করা হতো) ছাড়া স্পেনের অন্যান্য অংশে সামন্ততান্ত্রিক বিধি বিধানগুলিকে ভিন্ন চরিত্র গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল। ইতালী, ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলেও মধ্যযুদের ইতালীর বিভিন্ন রাজ্য ও প্রিন্সিপ্যালিটিগুলিতে বিচিত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাবে এবং উত্তর ও মধ্য ইতালীতে এবং পোপ-শাসিত অঞ্চলে সামন্ততন্ত্রের চরিত্র ছিল ভিন্ন। সিসিলির নর্মান রাজ্যেও সামন্ততন্ত্রের চেহারা ছিল আলাদা। কিন্তু ফ্রান্স, বার্গান্ডি-আর্লেস রাজ্যে, জার্মানির পশ্চিমাঞ্চলে এবং দক্ষিণ জার্মানিতে দশম ও একাদশ শতকে সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল প্রায় অভিন্ন। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় সামন্ততন্ত্র এমনই সার্বিক হয়ে উঠেছিল যে কোনো স্বাধীন প্রজা (যার সংগ্রহে একটি অশ্ব ছিল, সমাজে যার কিছু মান মর্যাদা ছিল এবং যুদ্ধ-বিদ্যাকে যে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিল) কোনো পরাক্রান্ত ভূস্বামীর ভ্যাসালে পরিণত হতে দ্বিধা করত না। তার নিজস্ব কিছু জমি থাকা সত্ত্বেও লর্ডের কাছ থেকে 'ফিফ্' হিসেবে কিছু ভূ-সম্পত্তি তার প্রাপ্য হতো। অঞ্চল বিশেষে সামান্য কিছু হেরফের হলেও এটাই হয়ে উঠেছিল সাধারণ প্রথা। যে সব এলাকায় ম্যানরভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি — যেমন ফ্রিসিয়া ও স্যাক্সনী — সেখানে অবশ্য ভ্যাসাল প্রথা অতি সীমাবদ্ধ ছিল। একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সম্রাট চতুর্থ হেনরীর বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তাকে ম্যানরপ্রথা প্রবর্তনের চেষ্টা ও সমাজের উপরের স্তরে সামন্ততন্ত্রের প্রসারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলে মনে করা হয়।

ফ্রান্সের নরমাঁদিতে সামন্ততন্ত্র যেসব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছিল ইংলন্ডে সেগুলিই চালু হয়। নরমাঁদি ছিল ফ্রান্সের সেই বিরল এলাকাগুলির অন্যতম যেখানে একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সেই ঐতিহ্যের কিছু প্রভাব ইংলন্ডে বাহিত হয়েছিল উইলিয়ম কর্তৃক। তাছাড়া সাগর পারে সমাজতন্ত্র পৌঁছেছিল এক ভ্যাসাল বাহিনীর নেতার দ্বারা। এই দুই কারণে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে সামন্ততান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাওয়া যায়। নর্মান বিজয়ের পর ইংলন্ডে 'অ্যালোডিয়াল' (allodial) বা নিঃশর্ত ও নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়, এবং কৃষিযোগ্য সমস্ত ভূমিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজশক্তির অধীনে

Scanned by CamScanner

আনা হয়। পূর্ব অভিজ্ঞতাই বিজেতা উইলিয়ামকে তাঁর নতুন রাজ্যে সামন্ততন্ত্রকে রাজশক্তির সহায়করূপে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল।

উল্লিখিত অঞ্চলগুলিতে স্থান ও পরিবেশের পার্থক্যের জন্য সামন্ততান্ত্রিক বিধিবিধানে বহু বৈচিত্র সত্ত্বেও প্রায় সমগ্র মহাদেশ প্রতিষ্ঠিত এই ব্যবস্থার মধ্যে এমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম সক্রিয় ছিল যেগুলি সর্বত্র লর্ড ও ভ্যাসালের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করত। ফিফ্‌গুলিতে উৎপাদন ব্যবস্থাও এ কারণে অবিঘ্নিত ছিল। ক্যারোলিঞ্জীয় আমলে পশ্চিম ইউরোপের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় রাজানুশাসন (royal capitularies) গুলি থেকে; কিন্তু 'ক্লাসিকাল এজ্‌'-এর সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে তথ্যের জন্য শুধু রাজকীয় আইনাবলীর উপর নির্ভর করলে চলে না। অবশ্য এ বিষয়ে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম কাউন্ট দ্বিতীয় উইলিয়ম কতর্কক প্রবর্তিত প্রভাঁস-এর Forcalquier এর জন্য বিধানাবলী ১১৬২ খ্রিঃ, 'দ্য অ্যাসাইজ অফ কাউন্ট জিওফ্রেয়', (ব্রিটানী সম্পর্কে প্রযোজ্য) এবং এনো (Hainault)-র জন্য প্রবর্তিত Charte feodale (১২০০ খ্রিঃ)। এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ সনদ, বর্ণনাত্মক রচনা এবং আইন শাস্ত্রের উপর ভাষ্য ও মৌলিক রচনা (treatises)-গুলিও এই অধ্যায়ের সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে আলোকপাত করে।

সামন্ততন্ত্রে ভূ-সম্পত্তির ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব সত্ত্বেও এই কাঠামোতে একমাত্র মানবিক উপাদান হিসেবে ভ্যাসাল প্রথাই বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। বেনিফিস ব্যতিরেকেও এ সময়ে অসংখ্য ভ্যাসালের সৃষ্টির কথা জানা যায় এবং ভ্যাসালের সংজ্ঞা ক্যারোলিঞ্জীয় যুগের মতো থাকলেও বিভিন্ন অঞ্চলে তা ভিন্ন-ভিন্ন নামে (যেমন vassus, vassllus, homos, fideli, miles ইত্যাদি) পরিচিত ছিল। ১১০৭ খ্রিঃ সম্রাট পঞ্চম হেনরী ফ্লাঁদরের কাউন্ট সম্পর্কে miles শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন, পরে অবশ্য শব্দটি অপ্রচলিত হয়ে যায়। লর্ড বোঝাতে সাধারণত senior শব্দটি ব্যবহৃত হতো, dominus সুপ্রচলিত ছিল না। 'Seigneur' প্রথাসিদ্ধ হলেও suzerain শব্দের ব্যবহার দেরিতে হলেও, অঞ্চল বিশেষে বেশি চালু হয়। জার্মান ভাষায় Herr শব্দটিও ব্যবহৃত হওয়ার কথা জানা যায়।

Commendation অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই লর্ড এবং ভ্যাসালের সম্পর্ক গড়ে উঠত। এই সময়ে উভয় পক্ষের দায়দায়িত্ব এবং অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য নির্ধারণ করে প্রণীত চুক্তিগুলির অসংখ্য নিদর্শন সহজলভ্য। নরম্যাঁদির শাসক উইলিয়ম লঙ্গাসউড কিভাবে ৯২৭ খ্রিঃ চার্লস দ্য সিম্পল-এর ভ্যাসালে পরিণত হয়েছিলেন তার বিবরণ দিয়েছেন ঐতিহাসিক Richer। ১০০২ খ্রিঃ নবঅভিষিক্ত রাজা দ্বিতীয় হেনরীর জার্মানির পূর্বাঞ্চলে আগমনের পর যাঁরা পূর্ববর্তী রাজার বশংবদ ছিলেন তাঁরা কেমন করে নতুন রাজার হাতে নিজেদের হাত রেখে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে তাঁকে সেবা ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করলেন, তার বর্ণনা পাওয়া যায়

Scanned by CamScanner

মার্সিবার্গের থিয়েটমারের লেখায় (Thietmar of Merseburg)। ১১২৭ খ্রিঃ কাউন্ট ক্লিটোর কর-গ্রহণ ও চুম্বন দ্বারা ভ্যাসালরা তাঁর প্রতি সর্বাবস্থায় বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকার করেন।

হোমেজ (Homage, Fr. Hommage, Lat. Hominium, Ger. Maunschaft, Dutch. Mauchap) বা বিনতি-প্রদর্শন অনুষ্ঠানটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভ্যাসালরা নিরস্ত্র ও শিরস্ত্রাণ-বিহীন অবস্থায় নতজানু হয়ে প্রভুর কর নিজেদের করদ্বয়ের মধ্যে গ্রহণ করে আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা ঘোষণা করতেন। সাধারণত তাঁরা "Sire, je devien Vostre hom" ('I become your man') এই বাক্যটি আবৃত্তি করতেন, আর প্রভু এর উত্তরে বলতেন, "Je vos recoif et pran a home" ('I accept you') অবশ্য এই ঘোষণা থেকে কর-গ্রহণ করার প্রথাটি আরও গুরুত্বপূর্ণ, কেন না মধ্যযুগে, প্রাচীনকালের মতোই, শারীরিক ভঙ্গিমার মূল্য ও ব্যঞ্জনা মুখের কথার থেকে অনেক বেশি ছিল। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই ছিল আত্মসমর্পণ ও শরণাগতকে আশ্রয় ও আশ্বাস দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা। 'প্রভুর' কর নিজের হাত দুটিতে গ্রহণ করে সর্বসমক্ষে ভ্যাসাল তাঁর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় জানাতেন, আর ভ্যাসালের হাত গ্রহণ করে 'প্রভু'ও শরণাগতের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করার সম্মতি জানাতেন।

'হোমেজ' যেহেতু স্বাধীন প্রজার আত্মসমর্পণের প্রতীক সেজন্য জার্মানিতে দ্বাদশ শতকের আগে ministerialis (পরাধীন নাইটরা) এই অনুষ্ঠান করার অধিকারী ছিলেন না। অবশ্য পরবর্তীকালে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির পর তাঁদেরও বিনতি স্বীকার অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা যেত। আর এই এই অনুষ্ঠানের পর ভ্যাসালের আর স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত সত্তা বজায় রাখা সম্ভব হতো না বলে হোমেজ অনুষ্ঠানের আয়োজন ভ্যাসালদের স্বেচ্ছায় ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করতে হতো। কিন্তু ক্ষেত্র ও কাল বিশেষে প্রজাদের ওপর প্রভুর কর্তৃত্ব খুব বেশি হলে, ভ্যাসালদের এই অনষ্ঠানে অংশ নিতে বাধ্য করার ঘটনাও ঘটত। অরডেরিকাস্ ভিটালিস্ (Ordericus Vitalis)-এর কাছ থেকে জানা যায় যে ১১০৫ খ্রিঃ নরমাঁদির ডিউক রবার্ট তাঁর ভ্যাসাল এভ্রেয়ুক্স (Evreux)-এর কাউন্টকে ইংলন্ডের রাজা প্রথম হেনরীর কাছে সমপর্ণ করেছেন 'যেমন করে অশ্ব বা বৃষ হস্তান্তরিত হয়।'

বিনতি জ্ঞাপন (homage) অনুষ্ঠানের পর উচ্চারিত হতো শপথবাক্য (Fealty, Lat. Fides, Ger. Treue, Fr. Feaute অথবা foi)। দণ্ডায়মান অবস্থায় ভ্যাসাল ধর্মগ্রন্থ বা পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন স্পর্শ করে এই শপথ নিতেন। প্রভুর প্রতি আজীবন বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার গ্রহণ সমাপ্ত হতো শপথ বাক্য উচ্চারণের দ্বারা। ফ্লাঁদরে এই প্রথা যে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত চালু ছিল তার প্রমাণ মেলে ইংলন্ড-রাজ প্রথম হেনরীর উদ্দেশ্যে কাউন্ট দ্বিতীয় রবার্টের আনুগত্য স্বীকার ও শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে। ১০৪১

Scanned by CamScanner

খ্রিঃ জার্মানির সম্রাট তৃতীয় হেনরীর প্রতি বোহেমিয়ার ডিউক প্রথম ব্রিটিশ্লাভের আনুগত্য-স্বীকারোক্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তিনি প্রভুর প্রতি ভ্যাসালের যথাবিহিত বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার করে প্রতিজ্ঞা করছেন যে, রাজার সুহৃদদের প্রতি বন্ধুত্ব ও বৈরীদের প্রতি বৈরিতা প্রদর্শনেও তিনি অটল থাকবেন। ১২৩৬ খ্রিঃ জনৈক

ইনভেস্টিচ্যার অনুষ্ঠান

ভ্যাসাল গৃহীত একটি শপথ বাক্য পাঠ করলে দেখা যায় যে তা ঈশ্বরের-নাম উচ্চারণ এবং পবিত্র-চিহ্ন স্পর্শ করে কায়মনোবাক্যে প্রভুর প্রতি বশংবদ থাকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধতার দ্বিধাহীন ঘোষণা। সাধারণত এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হতো প্রভুর বাসগৃহে বা 'ফিফ্'-এর প্রধান কার্যালয়ে, কখনো কখনো বিশাল ফিফের অধিকারীরা প্রভুর ভূ-সম্পত্তি ও নিজস্ব জমির সীমানা-নির্ধারক কোনো স্থানে এই আয়োজন করতেন। যাজক ভূম্যধিকারীর ভ্যাসালরাও এভাবে শপথ নিতেন। এ ছাড়া মাঝে মাঝে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হতো চুম্বন দানের মধ্য দিয়ে। হস্তস্পর্শের মতো চুম্বন দানও দৃশ্যমান বলে তা দর্শকদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করত এবং এর দ্বারা সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে আন্তরিকতার সুরটুকু পরিস্ফুট হয়ে উঠত। ঐতিহাসিক মার্ক ব্লখ এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে এই অনুষ্ঠানে উচ্চারিত শপথ বাক্যের বহু শব্দের উৎস বিজয়ী (জার্মান) ও বিজিত (রোমান)-দের ভাষার মধ্যে নিহিত আছে, যদিও কোনো কোনো শব্দের (যেমন homage) সৃষ্টি হয়েছিল সে সময়ের প্রয়োজন অনুসারে।

Scanned by CamScanner

এই তথ্য দ্বারা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ওপর বিগতকালের সংখ্যাতীত রীতিনীতির প্রভাব যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি তা যে একান্তই যুগ প্রয়োজনের উত্তর হিসেবে সৃষ্ট হয়েছিল তাও স্পষ্ট করে দেয়।

মধ্যযুগীয় আইন অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত বা বণ্টিত হবার সময় গ্রহীতা কর্তৃক শপথ বাক্য উচ্চারণ ও সম্মান প্রদর্শনের পর দাতা প্রথমোক্তের হাতে সম্পত্তির প্রতীক স্বরূপ কোনো বস্তু তুলে দিতেন। সামন্ততান্ত্রিক বিধি অনুসারেও 'ফিফ্' দানের সময় বিনতি জ্ঞাপন ও শপথ গ্রহণের পর লর্ড ও ভ্যাসালের মধ্যে সম্পাদিত এই অনুষ্ঠানটিই 'ইনভেস্টিচ্যর' (Lat. investitura, Ger. Lehnung) নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। ক্ষেত্র বিশেষে এই উদ্দেশ্যে রাজদণ্ড, আংটি, ছুরি, মৃত্তিকাখণ্ড, বল্লম (সামরিক কর্তৃত্বের প্রতীক), দস্তানা বা প্রশাসনিক ক্ষমতার নিদর্শন-সূচক দণ্ড ও পতাকা ব্যবহারের প্রথা ছিল। ভ্যাসালকে এভাবে 'ইনভেস্ট' করার পরে 'ফিফে'র উপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতো এবং এই অধিকার রক্ষার দায়িত্ব বর্তাতো লর্ডের উপর। 'ফিফে'র উপর অধিকার ত্যাগের সময়েও ভূ-সম্পত্তির প্রতীকটি লর্ডের হাতে প্রত্যর্পণ ছিল আবশ্যিক।

সম্রাট শার্লেমান তাঁর অন্যতম ভ্যাসাল বেরার্ড (Berard) কর্তৃক বিনতি জ্ঞাপন ও আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণের পর কীভাবে তাঁকে 'ফিফ্' দানে অনুগৃহীত করেছিলেন এবং শাসন ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিয়েছিলেন তার বর্ণনা পাওয়া যায় বোডেল-এর লেখাতে। ইনভেস্টিচ্যর অনুষ্ঠানের সমস্ত অনুপুঙ্খই আইনের চোখে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে সহজ, সরল এই অনুষ্ঠানটির সঙ্গে ক্রমশ অসংখ্য আঞ্চলিক প্রথা এবং আইনজ্ঞকৃত ব্যাখ্যা যুক্ত হওয়ায় তা জটিল হয়ে ওঠে। ভ্যাসাল-প্রথা মূলত দুটি মানুষকে একটা বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ করত। সুতরাং ইনভেস্টিচ্যর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যাবজ্জীবন 'ফিফ্' ভোগ দখলের বৈধ অধিকার পেতেন ভ্যাসাল। এ কারণে ভ্যাসালের মৃত্যুর পর অথবা লর্ডের লোকান্তরের পর তাঁদের উত্তরাধিকারীর পক্ষে 'ইনভেস্টিচ্যর' অনুষ্ঠান পুনরায় সম্পাদন করা অত্যাবশ্যক বলেই বিবেচিত হতো।

সামন্ততান্ত্রিক বিধান-অনুসারে যাজক-ভূস্বামীদের ক্ষেত্রেও ইনভেস্টিচ্যর অনুষ্ঠান পালিত হতো। কোনও প্যারিশ, ডায়োসেস, বা মঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব (অবশ্যই এগুলির অধীনস্থ ভূ-সম্পত্তিসহ) গ্রহণ করার সময় অযাজক ভূম্যধিকারীর কাছ থেকে গ্রহীতা-যাজক একটা প্রতীক লাভ করতেন। ক্যারোলিঞ্জীয় আমলে একজন বিশপের হাতে ইনভেস্টিচ্যর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাজকীয়-দণ্ড তুলে দেওয়াই ছিল প্রথা। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে একটি আংটিও দেওয়া হতো। বলা বাহুল্য যাজকত্বে দীক্ষাদান অনুষ্ঠানের উপর এই প্রতীকদান-প্রথার সামান্যতম প্রভাবও ছিল না। কিন্তু 'কমেন্ডেশন' বা ভারার্পণের অনুষ্ঠানটি সামগ্রিকভাবে প্রতিপালিত না হলে ইনভেস্টিচ্যর অনুষ্ঠানটি

Scanned by CamScanner

একটা তাৎপর্যহীন প্রথা মাত্র হয়ে থাকত। সে জন্য রাজা বা রাজন্যবর্গ বিশপ বা অ্যাবটদের কাছ থেকেও বিনতি ও আনুগত্যের অঙ্গীকার লাভের এবং তাঁদের হাতে প্রতীক তুলে দেওয়ার অধিকারী ছিলেন। গ্রামাঞ্চলে প্যারিশ-এর যাজকদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রথা-পদ্ধতি প্রয়োগের দাবি করতেন লর্ডরা। এর দ্বারা সমাজে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতিনিধিরা লৌকিক ক্ষমতার প্রতিভূদের অধীনতা স্বীকার করতেন। পরবর্তীকালে এই ইনভেস্টিচ্যর প্রথাটিকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছিল মধ্যযুগের এক প্রলম্বিত, ক্লান্তিকর ও অবক্ষয়ী সংগ্রাম যার নায়ক ছিলেন পোপ এবং সম্রাট।

ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইংলন্ডে বিনতি জ্ঞাপন ও আনুগত্য স্বীকার গৃহী এবং যাজক — উভয় শ্রেণীর ভ্যাসালের পক্ষে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে বিবেচিত হলেও দ্বাদশ শতকে চার্চে সংস্কার আন্দোলনের ফলে এই অনুষ্ঠান ক্রমশ যাজক ভ্যাসালদের 'ইনভেস্টিচ্যর'-এর সময় আর অপরিহার্য থাকেনি। এমন কি বার্গান্ডি-আর্‌লেস অঞ্চলে ত্রয়োদশ শতকে সাধারণ ভ্যাসালদের ক্ষেত্রেও homage বা বিনতি জ্ঞাপন ছাড়া শুধু বিশ্বস্ততার শপথ গ্রহণই প্রথা হয়ে ওঠে। হয়ত মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের থেকে সম্পত্তির মূল্য ইত্যাদি অধিকতর গুরুত্ব পাওয়ার ফলেই এই সব প্রথা সংক্ষিপ্ত হতে আরম্ভ করে। প্রভাঁস, লোম্বার্ডি প্রভৃতি স্থানে দ্বাদশ শতকে উর্ধ্বতন প্রভুর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণই ভ্যাসালরা যথেষ্ট বলে মনে করতেন। তবে পোপের রাজ্যে, সিসিলিতে এবং ফ্রান্সের নরমাঁদিতে হোমেজ প্রথার আয়ু ছিল দীর্ঘতর।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ এই আনুগত্য স্বীকার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ছিল মৌখিক ; তবে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত হলে বা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজন থাকলে লিখিত দলিল তৈরি হতো। (১১০১ খ্রিঃ ইংলন্ডের প্রথম হেনরী ও ফ্লাঁদরের কাউন্টের মধ্যে এবং লিজ-এর বিশপ ও এনোর (Hainault) কাউন্টেস রিচিল্ডার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দলিল রচিত হয়েছিল)। এ জাতীয় বিশেষ দলিল ছাড়াও এমন বহু লিখিত চুক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে ভ্যাসাল লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি কোনো বিশেষ উর্ধ্বতন প্রভুর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ আর অঙ্গীকার পালনে অক্ষম হলে কি শাস্তি তাঁর প্রাপ্য। দ্বাদশ শতকের শেষে এবং ত্রয়োদশ শতকে ফরাসিরাজ তাঁর কিছু ভ্যাসালকে লিখিত দলিলের বাধ্যবাধকতার মধ্যে নিয়ে যেতেন এবং রাজনৈতিক স্বার্থে সেগুলি ব্যবহার করতেন।

বিনতি স্বীকার ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পরই ভ্যাসালের উপর উর্ধ্বতন প্রভুর প্রত্যক্ষ এবং তাৎক্ষণিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতো। অবশ্য আইনত এই অধিকার অবাধ বা নিরঙ্কুশ ছিল না। ভ্যাসালের স্বাধীন সত্তা বিনষ্ট হয় অথবা তাঁর রাজানুগত্য বিঘ্নিত হয় এমন কিছু করা লর্ডের পক্ষে অবৈধ ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই বৈধানিক নিষেধ সম্মানিত হতো না, বিশেষে করে 'বেনিফিস' পাননি এমন ভ্যাসালদের উপরে

Scanned by CamScanner

অথবা প্রচণ্ড পরাক্রান্ত ভূ-স্বামীদের পক্ষে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগই রীতি হয়ে উঠেছিল। ভ্যাসালের আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিভিন্নভাবে সম্মান প্রদর্শন, যেমন — প্রভুর অশ্বারোহণের সময় রেকাব ধরা, বিশেষ বিশেষ স্থানে পার্শ্বচর রূপে প্রভুকে সঙ্গদান করা — আবশ্যিক বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু এ ছাড়াও যে সংখ্যাতীত উপায়ে উর্ধ্বতন প্রভু ভ্যাসালের উপর অধিকার প্রয়োগ করতেন তা উপলব্ধি করা যায় ফ্লাঁদরের কাউন্টের উপর তাঁর উর্ধ্বতন প্রভু ইংলন্ডেশ্বরের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপকতা বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত বাক্যটি 'soon he became his' থেকে।

দ্বিপাক্ষিক শর্তাধীনেই হতো ভ্যাসাল পদের সৃষ্টি এবং উর্ধ্বতন প্রভু ও ভ্যাসাল উভয়ের যথাবিহিত দায়দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সক্রিয় থাকত এই প্রথা। একাদশ শতকের প্রথমার্ধে শার্ত্রে (Chartres)-র বিশপ ফুলবার্ট (১০২০ খ্রিঃ) অ্যাকুঁতার ডিউক পঞ্চম উইলিয়মকে লেখা এক পত্রে ভ্যাসাল পদ সৃষ্টির ফলে যে সমস্ত দায়দায়িত্ব সৃষ্ট হতো তার এক বিশ্লেষিত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে ভ্যাসালদের ছ'টি দায়িত্ব সম্পর্কে সদা সচেতন থাকা কর্তব্য : প্রভুর নিরাপত্তা রক্ষা, বিশ্বাসী ও সৎ এবং সহজলভা হওয়া ও সেবার মনোবৃত্তি সজাগ রাখা। অর্থাৎ ভ্যাসালের কর্তব্য প্রভুর শারীরিক নিরাপত্তা, তাঁর বিষয়-আশয় রক্ষা করা, দুর্গ সম্পর্কিত তথ্য সংগোপন রাখা, বিচারকার্য সম্পর্কিত অধিকার প্রয়োগে প্রভুকে সাহায্য করা, তাঁর সম্পত্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ও নিজেকে উর্ধ্বতন প্রভুর সেবায় সদা সর্বদা নিয়োজিত রাখা। শুধু ক্ষতির হাত থেকে রক্ষাই নয় সর্বপ্রকারে তাঁর উপকার করাও ভ্যাসালের কর্তব্য। অনুরূপভাবে উর্ধ্বতন প্রভুও তাঁর ভ্যাসালের প্রতি এ জাতীয় মনোভাব প্রদর্শন করবেন এবং কর্তব্য পালনে উদাসীন থাকবেন না — এটাই সকলে আশা করত। শার্ত্রের ফুলবার্ট এবং ত্রয়োদশ শতকের খ্যাতনামা আইনজ্ঞ ফিলিপ দ্য রেমি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে সাধারণভাবে অঙ্গীকার পালন ছাড়াও উর্ধ্বতন প্রভুকে কতকগুলি নির্দিষ্ট দায়িত্ব বহন করতে হতো। ভ্যাসালের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা ও তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা ছিল তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য। ব্রাকটন নির্দ্বিধায় লিখেছেন যে সর্বপ্রকার শত্রুর হাত থেকে শরণাগতকে রক্ষা করা এবং তাঁর জীবিকা নির্বাহে সাহায্য করা 'হোমেজ' অনুষ্ঠানের তাৎপর্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রয়োজন হলে সামরিক সাহায্য দিয়েও উর্ধ্বতন প্রভুকে ভ্যাসালের স্বার্থ রক্ষা করতে হতো। ১০৭১ খ্রিঃ রবার্ট দ্য ফ্রিসিয়ণের হাত থেকে ফ্লাঁদরের কউন্টেস রিচিল্ডা ও তাঁর পুত্র তৃতীয় আর্নুল্ফকে রক্ষার জন্য তাঁদের উর্ধ্বতন প্রভু ফরাসীরাজ প্রথম ফ্রান্সিসের সামরিক সাহায্য প্রেরণ একটি সুবিদিত ঘটনা। যে কোনো বিচারালয়ে ভ্যাসালের পক্ষ অবলম্বনও প্রভুর পক্ষে আবশ্যিক বলে মনে করা হতো। তা ছাড়া ভ্যাসালকে সর্বাবস্থায় সুপরামর্শ দান ও তাঁর প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শন শুধুই উর্ধ্বতন প্রভুর মানবিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হতো না, এর মধ্যে বাধ্যবাধকতার অনুচ্চারিত সুরটি অগ্রাহ্য করা যায়

Scanned by CamScanner

না। আর, কোনও ভ্যাসালকে 'ফিফ্' দান করার অলিখিত শর্তই ছিল বেহাত হয়ে যাওয়া থেকে তাকে রক্ষা করা।

ভ্যাসালকে নিজ রাজসভায় অথবা পরিবারে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত রাখা অথবা তাঁকে 'ফিফ্' দান করা — এই দ্বিবিধ উপায়েই 'maintenance' বা ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতেন উর্দ্ধতন প্রভু। কখনো কখনো তাঁকে এলড্ (allod / নিষ্কর জমি) দানেও উপকৃত করা হতো। আবার বহু ক্ষেত্রে ভ্যাসালকে 'ফিফ্' দানে অস্বীকৃত হতেন ভূস্বামী। 'Beneficed Vassal'-এর সঙ্গে 'domestic vassal'-এর মৌলিক পার্থক্য জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইংলন্ডে অতি স্পষ্ট ছিল। অবশ্য 'ফিফ্' লাভের জন্য আগ্রহ সর্বদেশের ভ্যাসালদের মধ্যেই তীব্র থাকাই স্বাভাবিক। ক্ষেত্র বিশেষে অনেকে 'বেনিফিস' ছাড়াই ভ্যাসাল হতে স্বীকৃত হতেন এবং কয়েক বছর বিশ্বস্ততার প্রমাণ দেওয়ার পর ফিফ্ লাভের সৌভাগ্য তাঁদের হতো। আবার শুধুমাত্র 'ফিফ্' দান করেই উর্দ্ধতন প্রভুর কর্তব্য শেষ হতো না। কোনো অঞ্চলে ভ্যাসালকে বাৎসরিক পোশাক দানও প্রথা হয়ে গিয়েছিল। লিজ্-এর বিশপ প্রতি বছর খ্রিস্ট জন্মোৎসবের সময় এনো (Hainault)-র কাউন্ট ও তাঁর তিন প্রধান অমাত্যকে পরিচ্ছদ দানে আপ্যায়িত করতেন বলে জানা যায়।

ফুলবার্ট তাঁর পত্রে দুটি শব্দ — auxilium এবং concilium — ব্যবহার করেছেন। সামন্ততন্ত্রের পূর্ণবিকাশের যুগে auxilium শব্দটি সামরিক সাহায্য দানই বোঝাত। কিন্তু ইংলন্ডে auxilium ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হতো আর সামরিক সাহায্য প্রসঙ্গে servitum militis বা militare servitium শব্দ প্রয়োগ করার প্রথা ছিল। অবশ্য এই যুগে সামরিক সাহায্যের প্রশ্নটিই ভ্যাসালেজ প্রথার পত্তনে মূল ভূমিকা নিয়েছিল। তবে এই সাহায্যের প্রকৃতি সর্বত্র এক রকমের ছিল না। কোথাও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভ্যাসালকে বহন করতে হতো, কোথাও বা আংশিক। আর ক্ষুদ্র ফিফ্-এর মালিকদের (সংখ্যায় যাঁরা ছিলেন অসংখ্য) কাছ থেকে এ জাতীয় সাহায্যের প্রত্যাশা করা হতো না। তবে এঁদের অনেকেই উর্দ্ধতন প্রভুর ব্যক্তিগত সেবায় নিযুক্ত থাকতেন। অনেক সময় শর্ত অনুযায়ী ভ্যাসালকে নির্দিষ্ট সংখ্যক নাইট (knight) সহ লর্ডের সাহায্যে ব্রতী হতে হতো। একাদশ শতক থেকেই দেখা যায় ফিফ্-এর গুরুত্ব বা আয়তন যোদ্ধাদলের সংখ্যা নিরূপিত করার মানদণ্ড হয়ে উঠেছিল। দ্বাদশ শতকে দেখা যায় জার্মানির শাসক রোমে সম্রাট পদে অভিষিক্ত হবার জন্য যাত্রা করলে তাঁর সহযাত্রীরূপে যাওয়া ভ্যাসালদের পক্ষে বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত হতো। ফ্রান্সে একাদশ শতাব্দী থেকে এই প্রথা চালু হয় যে ভ্যাসালদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য — সাধারণত চল্লিশ দিন উর্দ্ধতন প্রভুর 'সেবা' করতে হবে। কখনো কখনো দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রও নির্ধারিত করে দেওয়া হতো। তবে এ ব্যবস্থা ছিল

Scanned by CamScanner

ব্যক্তিগত। কি কি কারণে ভ্যাসালের দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার অজুহাত গ্রাহ্য হবে তাও বিবেচিত হতো লর্ডের ইচ্ছানুসারে। সামরিক সাহায্য দান ছাড়া ভিন্ন ধরনের সেবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সমসাময়িক কালের বিভিন্ন সূত্র থেকে। ম্যানরের পরিদর্শন ব্যাপারে, ঊর্ধ্বতন প্রভুর গৃহস্থালীর প্রয়োজনে, সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য, অন্যত্র গমনের সময় প্রভুকে সাহচর্য দান — সেবার ('Servitum') অন্তর্ভুক্ত ছিল। পারীর বিশপের ভ্যাসালদের একটি বিচিত্র দায়িত্ব পালন করতে হতো। নতুন বিশপ নির্বাচিত হলে শোভাযাত্রা সহকারে নবাগতকে তাঁর ক্যাথিড্রালে বহন করে নিয়ে যাওয়া তাঁদের 'Servitum'-এর অন্তর্গত বিষয় বলে মনে করা হতো। কখনো কখনো নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে (স্কুটেজ, Fr. ecuage, Lat. Scutagium) ভ্যাসলরা সামরিক কর্তব্য পালনের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করতেন। ইংলন্ডে, বিশেষ করে সাধারণ ভ্যাসালদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা গ্রহণ ছিল বেশ পুরোনো প্রথা। প্লান্টাজেনেট বংশীয় শাসকরা নিয়মিতভাবে ছোট বড় সব শ্রেণীর ভ্যাসালদের ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রয়োগ করতেন। এইভাবে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা রাজকর্তৃত্বাধীন স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হতো। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে ফ্রান্স ও জার্মানিতে এই প্রথার প্রচলন হলেও ঊর্ধ্বতন প্রভুকে ভ্যাসালদের সামরিক সাহায্য দানই রীতি রয়ে গিয়েছিল।

সামরিক সাহায্য দান ছাড়া প্রভুর প্রয়োজনে ভ্যাসালদের আর্থিক সাহায্য দানেও বাধ্য করা হতো। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে এই জাতীয় সাহায্য (ত্র্যাদ্ / aid) দান প্রচলিত হলেও অঞ্চল বিশেষে উপলক্ষ্য ও পরিমাণ ভিন্ন হতে দেখা যায়। নরমাঁদিতে তিনটি এবং ফ্রান্সের বাকি অংশে চারটি কারণে এই 'ত্র্যাদ্' আদায় করার প্রথা চালু ছিল। [ঊর্ধ্বতন প্রভুর বন্দিত্ব মুক্তির জন্য, জ্যেষ্ঠ পুত্রের 'নাইট' রূপে অভিষেকের সময়, জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহকালে এবং প্রভুর ক্রুশেডে অংশ নেবার প্রাক্কালে] ইংলন্ডে এ প্রথা চালু থাকলেও জার্মানিতে তা ছিল সীমাবদ্ধ।

শার্ত্রের ফুলবার্ট 'auxilium'-এর সঙ্গে 'concilium' বা প্রভুকে সুপরামর্শ দানের দায়িত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন। ঊর্ধ্বতন প্রভুর আহ্বানে তাঁর সমীপে উপস্থিত হওয়া এবং জরুরি বিষয়ে মতামত দেওয়া ভ্যাসালের পক্ষে আবশ্যিক বলেই বিবেচিত হতো। ফ্রান্স ও জার্মানিতে (একাদশ শতকের শেষার্ধে) বৎসরে কতবার এই উদ্দেশ্যে প্রভুর কাছে ভ্যাসালের উপনীত হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল তা পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে থাকত। জার্মানিতে হোয়েনস্টফেন বংশীয় শাসকরা সর্বস্তরের প্রজার পক্ষে এই কর্তব্য (Hoffahrt) অবশ্য পালনীয় বলে ঘোষণা করেন। অধঃস্তন ভ্যাসালদের এই কারণে ঊর্ধ্বতন প্রভুর পরিষদে (Curia, Curtis) উপস্থিত হয়ে রাজা বা লর্ডকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দান, তথ্যাদি সরবরাহ, সমস্যা সমাধানের উপায় বলে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করতে হতো এবং কালক্রমে এই পরিষদ concilium রূপেই পরিচিত হয়ে ওঠে।

Scanned by CamScanner

ফ্রান্সের বার্গান্ডি-আর্‌লেস (Burgandy-Arles)-এর কোথাও কোথাও, রোণ নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে, লাঙ্গাদকের এলাকা বিশেষে এবং পীরেণিজ পর্বতমালার কোনো কোনো উপত্যকায় সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ববিহীন ভ্যাসালদের কথা শোনা যায়। উর্দ্ধতন প্রভুর প্রয়োজন কখনো কখনো নিজেদের দুর্গ ছেড়ে দেওয়া বা কিছু কালের জন্য তাঁদের আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা ছাড়া এঁদের নির্দিষ্ট কোনো কর্তব্য-পালন আবশ্যিক ছিল না। এই শ্রেণীর ভ্যাসালদের franc flef (feudum francum) বলা হতো। এঁদের অস্তিত্ব এই তত্ত্বই প্রমাণ করে যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পর্কের মতো সম্পত্তির ভূমিকাও ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ।

বিনতি জ্ঞাপন ও আনুগত্য স্বীকার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার হওয়ায় তা উর্দ্ধতন প্রভু ও ভ্যাসালের মধ্যেই সীমিত থাকত। লর্ডের সঙ্গে sub-vassal-এর কোনো যোগাযোগ গড়ে ওঠা সম্ভবপর ছিল না। জ্যাঁ দ্য ব্লানো (Jean de Blanot)-এর একটি উক্তির মধ্যেই এই সাধারণ ও সার্বজনীন নিয়মের প্রতিফলন দেখা যায় — 'The vassal of my vassal is not my vassal.' যে কোন ভ্যাসাল তাঁর অধীনস্থ ভ্যাসালদের উর্দ্ধতন প্রভুর কাজে নিয়োগ করতে পারতেন কিন্তু তার দ্বারা 'প্রভুর প্রভু'র সঙ্গে অধঃস্তন ভ্যাসালদের কোনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তবে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভূ-সম্পত্তির মূল্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণে পরবর্তীকালে এই প্রথা চালু হয়েছিল। যে কোনো উর্দ্ধতন প্রভুর উত্তরাধিকারী-বিহীন অবস্থায় মৃত্যু হলে তাঁর ভ্যাসালরা মৃতব্যক্তির উর্দ্ধতন প্রভুর ভ্যাসালরূপে পরিগণিত হবেন, যতদিন না প্রয়াত লর্ডের আইনানুমোদিত উত্তরাধিকারী স্থিরীকৃত হচ্ছে। তবে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় জটিলতা সৃষ্টি হতো যখন একই ব্যক্তি বিভিন্ন 'লর্ডে'র 'ফিফ্' গ্রহণ করতেন। এই ক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্ব পালন, বিশ্বস্ততা রক্ষা, উর্দ্ধতন প্রভুর প্রতি যথাবিহিত কর্তব্য পালনের ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দিত। এ জাতীয় অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়িয়ে যাবার জন্য ভ্যাসালরা কোনো বিশেষ প্রভুর প্রতি আনুগত্য স্বীকারে ইতস্তত করতেন। অবশ্য দশম শতকে অরিল্যাক-এর জেরাল্ড (Gerald of Aurillac) এবং এভ্রয়ুক্স-এর উইলিয়ম-এর আচরণ ছিল এর ব্যতিক্রম। উইলিয়ম ঘোষণা করেছিলেন "আমি রাজা (ইংলন্ডের প্রথম হেনরী) এবং ডিউক (নরমাঁদির রবার্ট) উভয়েরই অনুরক্ত, কিন্তু আমি এঁদের মধ্যে একজনেরই ভ্যাসল হবো।" জার্মানিতে একাদশ শতকে একই সঙ্গে একাধিক প্রভুর ভ্যাসালে পরিণত হওয়া অপ্রচলিত থাকলেও দ্বাদশ শতকে তা পূর্ণমাত্রায় শুরু হয়ে যায়। ব্যাভেরিয়ার ফ্যালকেনস্টেইন-এর কাউন্ট সিবোটো (Siboto) একই সময়ে কুড়িজন প্রভুর ভ্যাসাল ছিলেন। যে পারস্পরিক সম্পর্ক, আনুগত্য ও পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে 'ভ্যাসালেজ প্রথা' গড়ে উঠেছিল এই প্রবণতা তা বিনষ্ট করবে আশঙ্কা করে একে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা হয়। ৮৯৫ খ্রিঃ এক দলিলে দেখা যায় যে উর্দ্ধতন প্রভুর কাছে বেশি পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি

Scanned by CamScanner

অনুগ্রহ-দান হিসেবে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকত বলে ভ্যাসালরা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ততা ঘোষণা করতে আগ্রহী হতেন। একটি দলিলে দেখা যায় জনৈক প্যাটোরিকাস উর্দ্ধতন প্রভু হিসেবে রবার্টকেই বেছে নিয়েছেন, কেননা বেরেঙ্গারের (Bernger) থেকে প্রথমোক্তের কাছে বেশি পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি পাবার আশা ছিল। কোথাও কোথাও অবশ্য প্রাচীনতম বন্ধনকেই নিবিড়তম জ্ঞান করা হতো।

একাদশ শতকে ফ্রান্সে আরও একটি প্রথা সৃষ্টি হয় — Liegeancy (Fr. ligesse) এবং সেটি ক্রমশ লথারিঞ্জিয়া, দক্ষিণ ইতালী এবং ইংলন্ডেও ছড়িয়ে পড়ে। একজন ভ্যাসালের একাধিক উর্দ্ধতন প্রভু সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে স্থির হয়, লর্ডদের মধ্যে এমন একজনকে মনোনীত করা প্রয়োজন যাঁর প্রতি ভ্যাসালপ্রথার সমস্ত বিধিবিধান অবাধে প্রযুক্ত হবে। এই লর্ড পরিচিত হবেন dominus ligious বা liege lord রূপে। ইনি ছাড়া ভ্যাসালরা অন্য কোনো উর্দ্ধতন প্রভুর কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন না। কিন্তু এই নতুন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে ফ্রান্স, লথারিঞ্জিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে পরাক্রান্ত ভূ-স্বামীরা কয়েকজন লর্ডের 'লিজম্যান' রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জনে সচেষ্ট হন, নতুন শর্তবন্ধনও সৃষ্টি হতে থাকে। এই প্রথার বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে দ্বাদশ শতকের শুরুতে ফরাসিরাজ স্বীয় কর্তৃত্বাধীন সমস্ত ভ্যাসাল যাতে রাজানুগত্যে অটল থাকেন তার দিকে দৃষ্টি দেন। ১১০১ খ্রিঃ ফ্লাঁদরের কাউন্ট ইংলন্ডের প্রথম হেনরীর ভ্যাসালে পরিণত হলেও ফরাসিরাজের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার কথা ঘোষণা করেন। ইংলন্ডে প্রথম হেনরীর সময় থেকে প্রতিটি চুক্তিতেই ভ্যাসালের রাজানুগত্যের আবশ্যকীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপিত হতো এবং 'লিজ হোমেজ' একমাত্র রাজার প্রতি প্রযুক্ত করার বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন রাজপক্ষীরা। জার্মানীতে রাজন্যবর্গ ও পরাক্রান্ত ভূস্বামীদের নিয়ন্ত্রণাধীন Serf-Knight বা ministeriales-রা কালক্রমে অন্যান্য লর্ডদের কাছ থেকে ফিফ্ গ্রহণ করতে আরম্ভ করলে সেখানেও 'লিজ হোমেজের' বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হন উর্দ্ধতন প্রভুরা। সম্রাট বার্বারোসা এই প্রথা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন যে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক রাজন্য এবং মুখ্য ভূস্বামী কেবলমাত্র সম্রাটের প্রতি 'লিজ-হোমেজ' জ্ঞাপন করবেন। উর্দ্ধতন প্রভু ও ভ্যাসালের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের সময় তার মধ্যে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকারের কথাও যাতে উল্লিখিত থাকে সে বিষয়েও তাঁর দৃষ্টি ছিল। কিন্তু সমসাময়িক কালের এই প্রবণতার বিরুদ্ধাচরণে তিনি সফল হতে পারেননি।

সামন্ততন্ত্রের প্রচলিত বিধান অনুসারে কোনও ভ্যাসালের পক্ষে এককভাবে চুক্তিভঙ্গ করার উপায় ছিল না। উর্দ্ধতন প্রভু স্বেচ্ছায় তাঁকে অব্যাহতি না দেওয়া পর্যন্ত তিনি আনুগত্যে অটল থাকতে বাধ্য ছিলেন। জার্মানীর বেশির ভাগ অঞ্চলে এই নিয়মই চালু ছিল। উর্দ্ধতন প্রভু পরিবর্তনে আগ্রহী ভ্যাসালের পক্ষে প্রথমোক্তের অনুমতি সাপেক্ষে আদি চুক্তি বাতিল করে নতুন চুক্তির ব্যবস্থা করা সম্ভব হতো।

Scanned by CamScanner

কিন্তু দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেখা যায় (বিশেষ করে ফ্রান্সে ও জার্মানীর পশ্চিমাঞ্চলে) যদি কোনো ভ্যাসাল স্বেচ্ছায় 'ফিফ্'-এর উপর অধিকার পরিত্যাগ করে' উর্ধ্বতন প্রভুর প্রতি দায়দায়িত্ব পালনের থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য প্রকাশ্যে আবেদন করতেন তাহলে তা মঞ্জুর হতো। কিন্তু এক্ষেত্রেও ভূ-সম্পত্তির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের ভূমিকাই ছিল সর্বাধিক। 'ফিফের' উপর অধিকার ত্যাগ না করে প্রভুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বিরত থাকা বিশ্বাসঘাতকতা বা বিদ্রোহ রূপে বিবেচিত হতো। অবশ্য বিশ্বাসভঙ্গের কারণ ঘটলে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শাস্তি দান ছাড়া বিকল্প কোনো ব্যবস্থা কার্যকর হতো না। ভ্যাসাল অন্য কোনো গুরুতর অপরাধ করলে তাঁকে ফিফ্চ্যুত করার প্রথা ছিল। ১০৩৯ খ্রিঃ একটি দলিলে দেখা যায় কাউন্ট জেফ্রে মার্তেল-এর হত্যাপরাধে অভিযুক্ত ওয়াল্টার নামক জনৈক ভ্যাসালের ভূ-সম্পত্তি উর্ধ্বতন প্রভু কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ১১৭৬ খ্রিঃ এনোর (Hainault) কাউন্টের হাতে দুর্গের অধিকার সাময়িকভাবে তুলে দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় অনুরূপ শাস্তি দেওয়া হয়েছিল জ্যাক দ্য ভ্যান (Jacques d' Avesnes)-কে। দুর্বিনীত ভ্যাসালকে ফ্রান্সে এভাবেই শাস্তি দেওয়া হতো। তবে উর্ধ্বতন প্রভুর কর্তব্যচ্যুতিও ফিফ্-এর উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত। এই সব ক্ষেত্রে ভ্যাসাল তাঁর উর্ধ্বতন প্রভুর প্রতি আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য থাকতেন না এবং সুবিধা হলে ফিফের উপর আপন কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করার চেষ্টা করতেন। আর উর্ধ্বতন প্রভু ও তাঁর ভ্যাসালের সম্পর্ক ব্যক্তিগত হলেও 'ফিফ্'কে বংশানুক্রমিক করা, বা ভূ-সম্পত্তি তাঁর নিজ পরিবারে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা প্রত্যেক ভ্যাসালের পক্ষেই নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল। এ কারণে, বিধিসঙ্গত না হলেও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় বংশানুক্রমিকতার অনুপ্রবেশ ঘটে। অবশ্যই এ জাতীয় ঘটনা ঘটা ভূ-সম্পত্তির আকৃতি-প্রকৃতি, মূল্য ও গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল।

সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা : ম্যানর

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে প্রধানত সামরিক সাহায্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে স্বাধীন মানুষের মধ্যে যে ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস রচিত হয়েছিল তার প্রকাশ সীমাবদ্ধ ছিল অপেক্ষাকৃত উপরের স্তরে। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্যে সমাজের নিম্নতম স্তরে প্রভু ও অধীনস্থ প্রজার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে যে প্রাচীনতর ও দীর্ঘায়ু প্রতিষ্ঠান সামন্ততন্ত্রের কাঠামোতে স্বাভাবিকবাবেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তা পরিচিত হয়ে ওঠে ম্যানর (ফ্রান্সে সেঁইন্যরি, Seigneurie) নামে। ভ্যাসাল এবং হোমেজ-প্রথাজাত কর্তৃত্ব উর্ধ্বতন প্রভুকে বিচিত্র এবং বিভিন্ন লাভের (Profit) অধিকারী করে তুলত, কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতির বিভিন্ন ব্যবহারিক দিকের প্রতি দৃষ্টি রেখেই

Scanned by CamScanner

পরিচালিত হতো ম্যানর। মার্ক ব্লখের বিচারে ম্যানর ছিল প্রধানত 'এস্টেট' (estate, লোট) যার সীমানার মধ্যে বসবাস করতেন লর্ডের প্রজারা (subjects), আর লর্ড বা ভূ-স্বামীর জমিতে প্রজা কর্তৃক উৎপাদিত খাদ্যশস্যের ভাগীদার হওয়াই ছিল কর্তৃত্ব প্রয়োগের মূল লক্ষ্য। অধীনস্থ প্রজাবৃন্দের উপরে ভূ-স্বামীর অধিকারের মাত্রা ও ব্যাপকতার বিচারে ম্যানর বা ম্যানর অন্তর্গত গ্রাম অথবা গ্রামগুলিকে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আঞ্চলিক বা স্থানীয় বিভাগ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।*

মধ্যযুগের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য শুধুমাত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ, জমির উর্বরতা শক্তিই দায়ি ছিল না, সামাজিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার, জমির পূর্বতন মালিকদের রীতিনীতি, জন্ম-মৃত্যুর হার — ইত্যাদির প্রবল প্রভাবও অনুভূত হতো অর্থনীতির রূপ পরিগ্রহণের মধ্যে। ক্রমে এই সবকিছুই প্রতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়ে বিশেষকালের মানুষের আচর-ব্যবহার, বিধিবিধান, একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে শুরু করে, এবং দায়দায়িত্ব, অধিকার, কর্তব্যের যথাবিহিত বন্টনের একটা প্রথা গড়ে তোলে। মধ্যযুগীয় সমাজের এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ম্যানর ছিল অতি বিশিষ্ট। ম্যানরের মূল কাঠামোটা এক এবং অভিন্ন থাকলেও অঞ্চল বিশেষে এবং বিভিন্ন সময়ে তার বহিরঙ্গে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল।

সাধারণত আকারে বিশাল, স্বনির্ভর এই প্রতিষ্ঠান ইউরোপের সর্বত্র একই ভাবে বা একই সময়ে গড়ে ওঠেনি। কোথাও কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণরূপে ম্যানর নিয়ন্ত্রিত, কোথাও বা অসংখ্য ছোট ছোট ক্ষেত-মালিক বিচ্ছিন্নভাবে কৃষিকাজ সম্পন্ন করত। জার্মানী ও ইংলন্ডের বহু আগেই ফ্রান্স ও ইতালীর অঞ্চল বিশেষে ম্যানরের দেখা পাওয়া যায়। সম্রাট শার্লমানের রাজত্বকালেই ল্যয়র ও ম্যেজ নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিশাল ক্ষেতখামার গড়ে উঠেছিল, আর নবম শতকের মধ্যেই গলদেশের উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, প্রায় সমস্ত ইতালী, ক্যাটালোনিয়া, রাইনল্যান্ড, মধ্য ও দক্ষিণ জার্মানীতে ম্যানরই হয়ে ওঠে মধ্যযুগীয় উৎপাদন ব্যবস্থার মূল উৎস। ইংলন্ড ও ডেনমার্কে এই ব্যবস্থার পত্তন হয় দশম শতকে। গল দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ এবং স্যাক্সনীর সমতল ভূমিতে অন্যান্য অঞ্চলের মতো ম্যানরের আবির্ভাব হয়নি, কারণ এই এলাকায় কয়েক সহস্র একর জুড়ে গড়ে-ওঠা ক্ষেতখামারের পাশে পাশেই ছোট ছোট ক্ষেতখামার ছিল যেগুলির মালিকেরা রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোনো প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়নি। স্বাধীন কৃষকের এই ভূ-সম্পত্তি অ্যালড (allod) নামে পরিচিত ছিল আর অ্যাকুইতাঁতে এগুলির অস্তিত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ফ্রিসল্যান্ডে, উত্তর

* "The manor, or rather the manorial village — for there were sometimes more than one village on a large manor — was the local unit of feudal government." Thompson & Johnson.

Scanned by CamScanner

হল্যান্ডে এবং এইডার (Eider) ও এল্‌ব নদীর মুখে কিয়েল খালের পশ্চিমাংশে, নরওয়ে, এবং সম্ভবত সুইডেনে ম্যানরের পত্তন কোনো সময়েই হয়নি।

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ম্যানর ছিল জমিদারের ভূ-সম্পত্তি। আকারে খুব ছোটো, এমন কি সাধারণ একজন নাইটের জীবিকা নির্বাহের পক্ষে অনুপযুক্ত ম্যানরও সম্পন্ন কৃষকের ক্ষেতখামারের থেকে বৃহদায়তন হতো। ম্যানরের সীমানার মধ্যে শুধুমাত্র ভূ-স্বামীর ক্ষেতখামার, বাসগৃহই থাকত না, এখানকার কৃষিযোগ্য জমি-খন্ড কৃষক প্রজাদের (subjects) মধ্যে বিলিবন্দোবস্ত করে দেওয়া হতো। ম্যানরে যে পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদন হতো তার মধ্যে কর্ষণযোগ্য ভূমি এবং প্রকৃতিগত বা স্বাভাবিক অর্থনীতিরই ছিল মুখ্য ভূমিকা। এই ব্যবস্থায় শ্রম বা শ্রমলব্ধ উৎপাদনকে পণ্য হিসেবে গ্রাহ্য করা হতো না। আর, উৎপাদনে যার ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ — সেই কৃষক ছিল উৎপাদনের মাধ্যম এবং ভূমির সঙ্গে সে আবদ্ধ ছিল একটি নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্ক-সূত্র দ্বারা। এই সম্পর্কের চরিত্র বহুল পরিমাণে এবং প্রায় সর্বত্র নিয়ন্ত্রিত হতো ভূমিদাস প্রথা বা Serfdom-এর রীতিনীতি দ্বারা। ম্যানরের মধ্যে যে জমিতে কৃষকেরা বাসবাস করত বা যেখানে কৃষিকাজ সম্পন্ন হতো, বলা বাহুল্য, তার উপর তাদের মালিকানা বর্তাত না। এই ভূ-সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপেই ছিল ম্যানর-প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁরা তাঁদের আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভিল্যন-সার্ফ (villien-Serf)-দের কাছ থেকে উৎপন্ন শস্যের বেশির ভাগটাই ভোগ করতেন। শুধুমাত্র কৃষি উৎপাদন ছাড়াও ভিল্যনসার্ফরা ম্যানর প্রভুর জন্য বিভিন্নভাবে শ্রমদানে বাধ্য থাকত এবং তাঁর খাস-জমিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৃষি উৎপাদনে নিযুক্ত থাকাও ছিল তাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। অধীনস্থ ভিল্যন-সার্ফদের উপর ম্যানর প্রভুর এই নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ক্রমশ অর্থনৈতিক শোষণ ও সর্বপ্রকার শাসন-সম্পর্কিত ক্ষমতা প্রয়োগের রূপ নেয়। তাছাড়া ম্যানরের এই দ্বিধা-বিভক্ত ভূসম্পত্তি থেকে ভূস্বামীর আয়ও হতো দ্বিবিধ — ভূস্বামীর নিজস্ব বা খাস জমি-খামার থেকে এবং অদীনস্থ প্রজাদের [পারিভাষিক অর্থে যারা ভিল্যন-সার্ফ ('Villien Serf') রূপে পরিচিত ছিল] দেয় রাজস্ব থেকে। খাস জমিতে শস্য উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য ভূস্বামী নির্ভর করতেন কৃষক প্রজাদের শ্রমের উপর। তাই ক্ষেত্র বিশেষে প্রজাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বহুলাংশে নিরূপিত হতো ভূস্বামীর (লর্ড অফ দ্য ম্যানর) কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য শ্রমের চাহিদার উপর। এর ফলেই সামাজিক দিক থেকে কৃষক-প্রজার স্বাধীনতা লুপ্ত হয়েছিল। জীবিকা নির্বাহের জন্যে কৃষক প্রজারা ম্যানরের জমিখণ্ডে আবদ্ধ এবং ভূস্বামীর প্রাপ্য রাজস্ব এবং শ্রমদানে (বেগার খাটায়) অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে বাধ্য হতো। কোনো লিখিত বা আলোচনা-নির্ভর চুক্তিপত্রের উপর তাদের বেগার খাটার প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারিত হতো না, তা সব সময়েই ঠিক হতো ম্যানরের নিজস্ব রীতিনীতির উপর এবং ম্যানর প্রভু কর্তৃক

সেই রীতিনীতির ব্যাখ্যা ও তার প্রয়োগের সাফল্য-অসাফল্যের উপর। কৃষক-প্রজার এই অধীনতা বা দায়বদ্ধতা অন্যভাবেও ভূস্বামীকে লাভবান করত। সাধারণভাবে যে সমস্ত অধিকার মানুষ জন্মগত বলে মনে করে, যেমন স্থানান্তরে বসতি স্থাপন, বিবাহ করা, পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়া, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঠিক করা, জমি বা গবাদি পশু বিক্রয় করা অথবা রাজকীয় বিচারালয়ের দ্বারস্থ হওয়া — এই কৃষক প্রজা ভোগ করতে পারত কেবলমাত্র ম্যানর-প্রভুর সম্মতি সাপেক্ষে এবং এ সম্মতি পাওয়া যেত উপযুক্ত পরিমাণ 'অর্থদন্ড' দিয়ে। প্রজাদের এই অধীনতা এবং অর্থদন্ড দেওয়ার পর কিছু অধিকার ভোগ করার প্রথা বলবৎ থাকায় ভূস্বামী প্রভু তাদের উপর বহুবিধ শাসন ও বিচারের ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের বিশুদ্ধ স্বৈরাচারী আচরণ করতে দেখা যেত। স্থানীয় শান্তিরক্ষা, ফৌজদারী আইন প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করত এঁদের উপরে। ফলে নিয়মিত বিচারালয়ের অধিবেশন এবং জুরী নিয়োগের দায়িত্ব বহন করতেন ম্যানর-প্রভু। সুতরাং প্রয়োজন অনুসারে জুরী হিসেবে কাজ করা বা আদালতে হাজিরা দেওয়াটাও প্রজাদের বাড়তি কাজ হয়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, বিচারে জরিমানা বাবদ আয়ের সবটাই ম্যানর-প্রভুর ঘরে জমা পড়ত।

ম্যানর ছিল সম্পূর্ণরূপেই একটি মধ্যযুগীয় প্রতিষ্ঠান এবং সে যুগের বিশিষ্ট সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতি এর সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু এ তথ্য স্মর্তব্য যে ম্যানরের বহু বৈশিষ্ট্যই এমন এক অর্থনৈতিক মূল ব্যবস্থা (root-stock) থেকে আহরিত হয়েছিল যাকে বিশেষভাবে মধ্যযুগীয় বলা যায় না, যার দেখা ভিন্ন যুগে, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও পাওয়া যেত। অতি বিশাল ভূ-সম্পত্তিকেই এই অর্থনৈতিক মূল ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করা যায়। কিভাবে এই অতি বৃহৎ ভূ-সম্পত্তি সৃষ্ট হয়েছিল এবং কেমন করে এগুলির আকৃতি-প্রকৃতির তারতম্য ঘটেছিল এবং কেমন করেই বা এগুলি একান্তরূপে মধ্যযুগীয় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অর্জন করে ম্যানরে রূপান্তরিত হয়েছিল — তার ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে ঐতিহাসিক মহলে।

সামাজিক বিবর্তনের আদিপর্বে জমি, বিশেষ করে কৃষিযোগ্য ভূমিই ছিল শক্তি সম্পদের একমাত্র উৎস এবং এই জমির মালিকানাই সৃষ্টি করেছিল সামাজিক বৈষম্য। কিন্তু অতি উচ্চ এবং পরাক্রান্ত এবং অতি দীন এবং সাধারণ মানুষ — মধ্যযুগের প্রারম্ভে এই দুই স্তরে বিভক্ত সামাজের অস্তিত্বের সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ ঘটেনি। উনবিংশ শতকের জার্মান ঐতিহাসিক চর্চার কাছে পরিত্যক্ত হয়েছে এই দুই স্তরে বিভক্ত সমাজের চিত্র। জার্মান ঐতিহাসিকরা টিউটনিক সমাজে আদিম সাম্য এবং গণতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের প্রবল উপস্থিতির দিকে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে মধ্যযুগের সূচনায় ইউরোপীয় সমাজের ইতিহাস

Scanned by CamScanner

কতকগুলি গোষ্ঠির উত্থান-পতনের কাহিনী এবং এই সমাজে ব্যক্তির পরিবর্তে জমির মালিক ছিল 'ট্রাইব্যাল-কমিউন'। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় এই প্রকৃতিই সমাজে গণতন্ত্রসম্মত শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে চলেছিল।

সুতরাং মধ্যযুগের আদিপর্বে, যাকে বহু ঐতিহাসিক 'ডার্ক এজ' (Dark Age) আখ্যা দিয়েছেন, রোমান ভিলা (Villa)-র মতো সুবিস্তৃত জমিদারী, ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলের মানুষের জীবনের অতি পরিচিত, এবং স্বাভাবিক অঙ্গ হয়ে

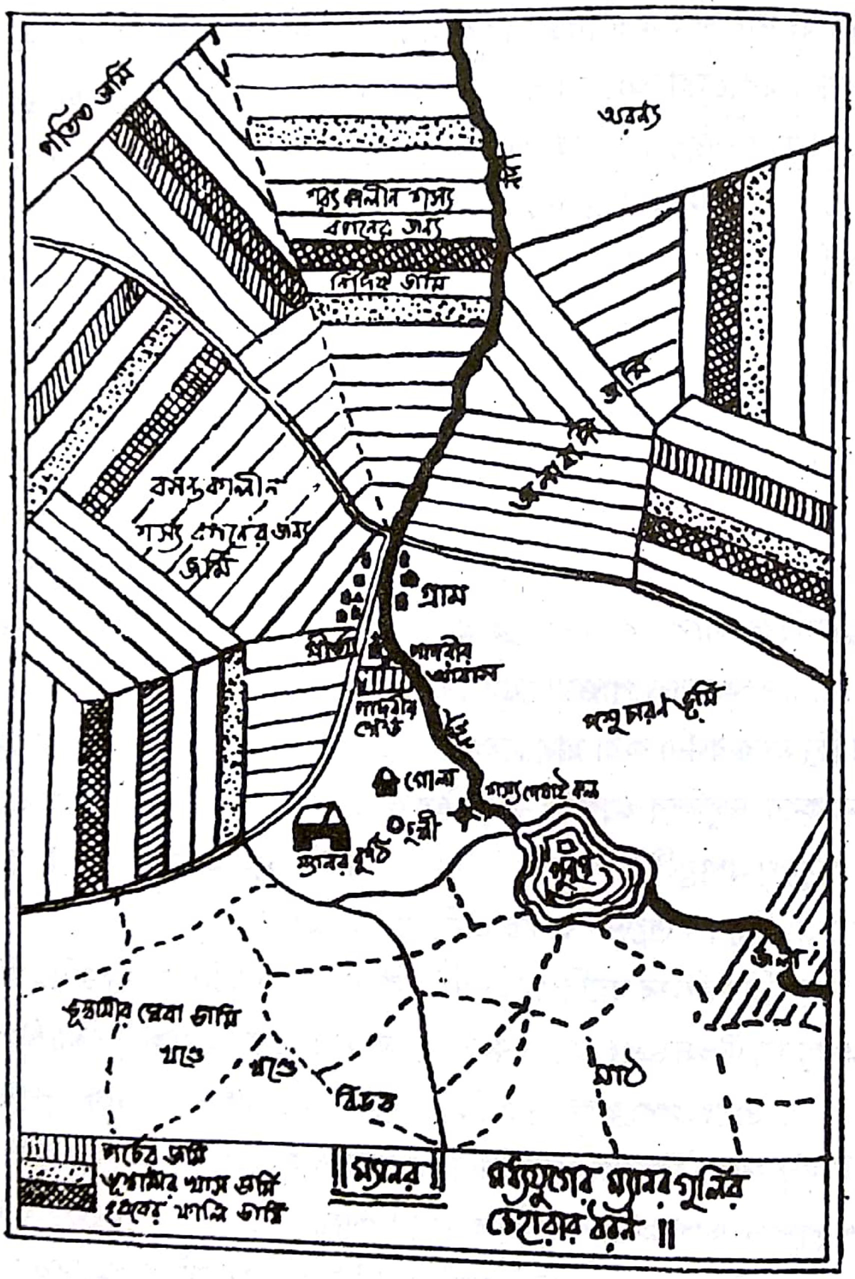

মধ্যযুগের ম্যানরগুলির চেহারার ধরন ।।

উঠেছিল। আর এর পত্তনের পিছনে কোনো আকস্মিকতা ছিল না। অষ্টম ও নবম শতকে এ ধরনের বিশাল ভূসম্পত্তির অস্তিত্ব বিষয়ে প্রচুর প্রমাণও সহজলভ্য। মেরোভিঞ্জীয় এবং ক্যারোলিঞ্জীয় আমলে রাজকর্মচারী ও অনুচরদের মধ্যে তাদের

Scanned by CamScanner

কাজকর্ম বা 'সেবা'র বিনিময়ে রাজকীয় ভূসম্পত্তি 'ফিফ্' হিসেবে বণ্টিত হতো। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যার্থেও বিশালাকৃতির ভূসম্পত্তি দানের প্রথা প্রচলিত হয়। ক্রয় বা জবল-দখলের মাধ্যমে এই জাতীয় সম্পত্তি স্ফীততর হতে থাকে। যে সব এলাকায় কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হয়ে পড়েছিল বা ভাইকিং এবং ম্যাগিয়ার আক্রমণের ফলে স্থায়ী অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে পরবর্তী কালে সুপরিচিত 'ফিউড্যাল এস্টেট' বা সামন্ততান্ত্রিক ভূসম্পত্তি গড়ে উঠতে থাকে নবম শতক থেকেই। এভাবে বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন কারণে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র বৃহদায়তন জমিদারীর সৃষ্টি হয়। ব্রিটেনেও অ্যাংলো-স্যাক্সন বিজেতারা 'রোমানো-ব্রিটিশ' আমলে সৃষ্ট সামাজিক স্তর-ভেদের সুযোগ গ্রহণ করে এবং 'ভিলা' গুলির মালিক হয়ে ব্রিটেনের গ্রামাঞ্চলে বড়ো বড়ো ম্যানরের প্রতিষ্ঠা করে। আর ইউরোপের অন্যত্র যেমন ঘটেছিল, এ ব্যবস্থা পত্তন হবার সঙ্গো সঙ্গো তা ইংলন্ডের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গো পরিণত হয়।

কিন্তু এভাবে সৃষ্ট হলেও ম্যানররূপে সক্রিয় এবং ম্যানরের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে কতকগুলি সামাজিক এবং রাজনৈতিক গুণ অর্জন করতে হয়েছিল। এবং এই গুণগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই অন্যযুগের ভূসম্পত্তির সঙ্গো ম্যানরের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বেশির ভাগ ঐতিহাসিক এই মতের সমর্থক যে, মধ্যযুগীয় ম্যানরগুলি তাদের বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল শাসন কাজে তাদের ভূমিকার জন্য এবং সমাজে ম্যানর-লর্ডের প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির জন্য। অর্থাৎ মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থায় ম্যানরের বিশিষ্ট ভূমিকার উৎস হচ্ছে এই ঘটনা যে এই ভূসম্পত্তিগুলি লর্ড বা ম্যানর-প্রভুরা শাসকের কাছ থেকে 'ফিফ্' হিসেবেই গ্রহণ / ধারণ করতেন — অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহ, আপৎকালে শাসককে সাহায্য দেওয়ার এবং শাসনব্যবস্থা সচল রাখার শর্তাধীনে এই সম্পত্তির স্বত্ব লাভ করতেন ভূম্যধিকারীরা। যতদিন এই ভূমিকা বা কর্তব্যপালনে তাঁরা সক্ষম ছিলেন ততদিনই এ জাতীয় ভূসম্পত্তি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার অচ্ছেদ্য অঙ্গারূপে থেকে গিয়েছিল।

দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভিল্যান-সার্ফই (Villien-serf) ছিল ইউরোপের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। এদের কেউ কেউ ছিল প্রাচীনকালের ক্রীতদাসদের উত্তরপুরুষ, আবার কারো কারো পূর্বপুরুষ ছিল স্বাধীন প্রজা। এই দুই পৃথক শ্রেণীর মানুষের সন্তান-সন্ততিদের উন্নয়ন ও অবনমনের মধ্য দিয়ে একই সামাজিক স্তরে স্থিত হওয়ার পর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে শুরু হয়ে নবম শতকের শেষার্ধে এবং দশম শতকের সূত্রপাতেই সমাপ্ত হয়। ক্রীতদাসত্বের স্তর থেকে যারা সার্ফ বা ভূমিদাসের পদে উন্নীত হয়েছিল তাদের অবস্থান্তর আরম্ভ হয় খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। এই সময়েই ভূস্বামীরা সচেতন হয়ে ওঠেন যে বৃহৎ আকারের ক্ষেতখামার (latifundia) শুধুমাত্র ক্রীতদাস-শ্রমের উপর নির্ভরশীল হলে তা মোটেই লাভজনক হয় না। অধিক ফসল উৎপাদনে দাসেদের

Scanned by CamScanner

কোনো আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক এবং তত্ত্বাবধানের অসুবিধা থাকলে তাদের দিয়ে ক্ষেতখামারের কাজও বিঘ্নিত হয়। অবশ্য সে সময়ে ক্রীতদাসদের সংখ্যাধিক্য ও সহজলভ্যতার জন্য ক্ষেতখামারে খুব বেশি মূলধন বিনিয়োগ না করলেও চলত। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী 'অগাস্টাসের শান্তির' ফলে ক্রমশ ক্রীতদাস সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয় এবং মোটামুটি দ্বিতীয় শতক থেকে ভূস্বামীরা এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে ওঠেন যে বৃহদায়তন এই সব ক্ষেতখামারের উৎপাদন ব্যবস্থাকে লাভজনক রাখার জন্য

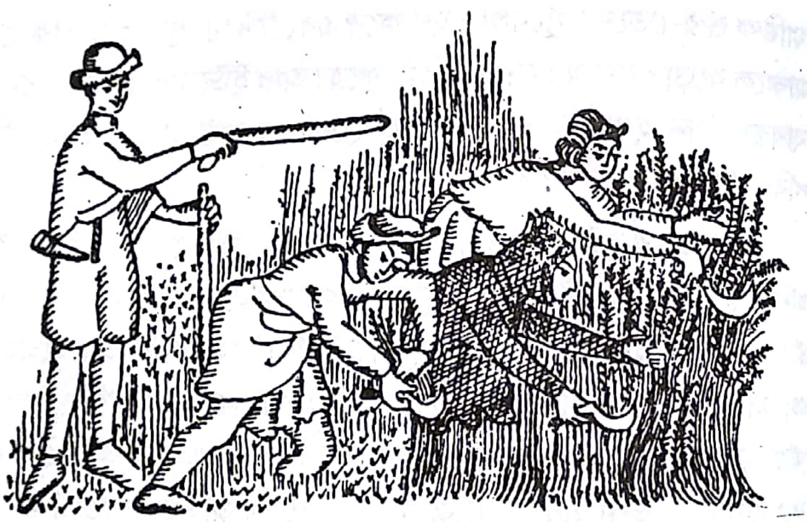

শস্য কর্তনরত ভূমিদাস

বিকল্প ব্যবস্থা চালু করা অত্যাবশ্যক। তাছাড়া খ্রিস্টের আদর্শে প্রভাবিত হবার আগে থেকেই ইউরোপীয় সমাজে ক্রীতদাসদের মুক্তি দেওয়াটা পুণ্য কাজ বলে বিবেচিত হতে শুরু করেছিল। তৃতীয় শতকের খ্রিস্টান প্রচারকদের প্রভাবে এই জাগ্রত মানবতাবোধ প্রবলতর হয়। সদ্যোমুক্ত এই সব দাসরা 'ল্যাটিফুন্ডিয়া'র ছোটখাটো অংশে কৃষিকাজে নিযুক্ত হলেও পূর্বতন প্রভুর বহুবিধ কাজ-কর্ম (তাঁর খাসজমিতে কৃষি উৎপাদন ছাড়াও) করে দিতে বাধ্য ছিল। তাছাড়া রোমান সাম্রাজ্যের সায়াহ্ন-লগ্নে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে ভূম্যধিকারীরা যে কোনো উপায়ে তাঁদের ক্ষেতখামারের কাজ অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট হন। এই প্রয়োজনের তাগিদেই আবির্ভূত হয় কলোনি ('Coloni') নামক বিশেষ এক শ্রেণীর কৃষকের যারা ভূ-স্বামীদের কাছ থেকে শর্তসাপেক্ষে জমি নিয়ে কৃষিকাজ করত। এইভাবেই ল্যাটিফুন্ডিয়া বা ভিল্লা (Villa)-র উৎপাদন ব্যবস্থা দ্রুত পাল্টাতে থাকে। ক্ষেত-খামারের কাজ সচল রাখার এই পরিবর্তিত পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে এই সদ্যোমুক্ত দাস এবং '(Coloni)' কলোনিদের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করার জন্য শাসন বিভাগকেও অবস্থানুযায়ী নতুন এবং নির্দিষ্ট নিয়মকানুন

Scanned by CamScanner

তৈরি করতে হয়েছিল। এখন থেকে 'servi casati' বা গৃহস্থদাস এবং স্বাধীন কৃষকদের কৃষিকাজের সঙ্গো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ করা রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। ৩৭৫ খ্রিঃ একটি আইনে করদাতাদের তালিকায় যাদের নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে তাদের দাস হিসেবে বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। যে জমির সঙ্গো কৃষিজীবীরা যুক্ত কেবলমাত্র সেই জমির সঙ্গো তাদের বিক্রয় আইনসম্মত বলে ঘোষিত হল। পরবর্তীকালে এই মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের কৃষিকাজ ভিন্ন অন্য কাজে নিয়োগও সমর্থন করা হতো না। তবে তারা যে সম্পূর্ণরূপেই ভূস্বামীদের নিয়ন্ত্রণাধীন তা নতুন করে বোঝাবার জন্যে তাদের আইনের আশ্রয় নেওয়া বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান অবৈধ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে রোমান সাম্রাজ্যের এই স্বাধীন প্রজা বা 'Coloni'-দের সামাজিক অবস্থান কিন্তু পরবর্তীকালে জার্মান জাতিসমূহের বিজিত স্থানগুলিতে সমর-নায়কেরা কৃষিকাজ সম্পন্ন করার জন্য যে সব জার্মান জাতি-উদ্ভূত স্বাধীন প্রজাদের নিযুক্ত করেছিলেন তাদের থেকে আলাদ ছিল। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকেই অর্থনৈতিক কারণে রোমান শাসন বিভাগ 'Coloni' সম্প্রদায়ভুক্তদের কৃষিকাজের সঙ্গো নিবিড়তরভাবে জড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিল। একই কারণে শিল্পজীবীদেরও নিজ নিজ বৃত্তির সঙ্গো এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের কর্মীদের নির্দিষ্ট অঞ্চলের সঙ্গো যুক্ত রাখা অত্যাবশ্যক বলে মনে করা হতো। এরই ফলে ভূস্বামীরা ইজারার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কৃষকদের বন্দোবস্ত-করা পুরোনো ক্ষেতখামারে কৃষি উৎপাদনে বাধ্য করতেন। অবৈধ হলেও সাধারণ দীন প্রজাদের এ প্রচেষ্টায় বাধা দান সম্ভব ছিল না। শাসনকর্তৃপক্ষও এ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন কেন না সাম্রাজ্যের সামরিক প্রয়োজনে ভূস্বামীরা 'coloni' শ্রেণীভুক্ত প্রজাদেরই সেনা হিসেবে ব্যবহার করতেন এবং এদের কাছ থেকে কর আদায়ের দায়িত্ব তাঁরাই বহন করতেন। ক্রমশ যে সব স্বাধীন প্রজা বা 'coloni' তিরিশ বছর বা তার বেশি কাল একই কৃষিক্ষেত্রে কর্মকত ছিল তারা সেই জমির অচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হলো। জমি ছেড়ে অন্যত্র যাবার চেষ্টা হয়ে দাঁড়াল অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কৃষিজীবীরা শুধুমাত্র এই সুবিধাটুকু লাভ করলেন যে জমি থেকে তাদের আর উৎখাত করা সম্ভবপর রইল না যদিও ভূ-সম্পত্তির একাংশ থেকে দূরবর্তী অন্য অংশে তাদের স্থানান্তরিত করায় কোনো বাধা ছিল না। 'কলোনাস' সম্প্রদায়ভুক্তদের স্বাধীনতার বিনিময়ে নিরাপত্তা অর্জন এভাবেই ঘটেছিল। অবশ্য রোমান সাম্রাজ্যের শেষদিনগুলির নিঃসীম অনিশ্চয়তার মধ্যে এই বিধিভঙ্গোর ঘটনা অবিরল হয়ে উঠেছিল, আর মেরোভিঞ্জীয় গলদেশে এবং লোম্বার্ড-অধীন উত্তর ইতালীতে বৃত্তি পরিবর্তন আইনানুমোদিত হওয়ায় কৃষক-প্রজার জমি পরিত্যাগ করা প্রায় স্বাভাবিক ছিল বলে অনুমিত হয়। রাষ্ট্রীক এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীরা স্বার্থরক্ষার জন্য নিজেদের হাতেই আইন তুলে নিতে বাধ্য হন। অবাধ্য ক্রীতদাসদের

Scanned by CamScanner

কারারুদ্ধ করার ক্ষমতা তাদের হাতে আর না থাকলেও দাসেদের উপর যে সব অধিকার তাঁরা প্রয়োগ করতেন সেগুলি স্বাধীন কৃষকদের উপরেও তাঁরা নির্বিচারে ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। পঞ্চম শতকের শেষার্ধে আরলে (Aries)র 'সৎবিশপ' রূপে পরিচিত ভূ-স্বামীও তাঁর অধীনস্থ দুর্বিনীত প্রজাদের (কলোনাস ও মুক্ত-দাস) বেত্রাঘাতের আদেশ দিতেন বলে জানা যায়। জাস্টিনিয়ানের সুখ্যাত আইনাবলীতেও এ জাতীয় অধিকারের বৈধতা স্বীকৃত হয়। ফলে 'colonus' বা স্বাধীন প্রজাদের সামাজিক অবস্থা হীনতর হয়ে থাকে এবং আইনের চোখে তখনও তারা স্বাধীন বলে স্বীকৃত হলেও মুক্ত-দাসদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য ক্রমশ মুছে যেতে থাকে।

রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপনের সময় জার্মানরা সকলেই স্বাধীন ও সমমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন বলে যে ধারণা ঐতিহাসিক মহলের একাংশে বলবৎ ছিল তা ভ্রান্ত বলে বহু পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে। 'ফ্রাঙ্ক' শব্দটির অর্থ যে 'স্বাধীন' তাও কেউ আর স্বীকার করেন না। ট্যাসিটাসের রচনা থেকেই জানা যায় যে জার্মান সমাজে কৃষিকাজে নিযুক্ত বহু মানুষই ছিল ক্রীতদাস। রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণকারী বিভিন্ন জার্মান গোষ্ঠিগুলির সঙ্গে যে অনুচরবাহিনী এসেছিল, পরিবর্তিত পরিবেশে দলপতিদের উপর তাদের নির্ভরশীলতার মাত্রা এত বেশি ছিল যে তাদের স্বাধীন অস্তিত্বও ক্রমশ বিলীন হয়ে যেতে থাকে। তা ছাড়া পরাক্রান্ত সমর-নায়কদের অধীনে বহু অর্ধ-স্বাধীন কৃষিজীবীকে কাজ করতে দেখা যেত। স্যাক্সনদের মধ্যে ল্যাটেন (Laten), ফ্রাঙ্কদের মধ্যে লিটেন (Liten) রূপে পরিচিত এই শ্রেণীর কৃষকেরা পরবর্তীকালে সামগ্রিকভাবে 'লেইটস' (Laets) নামে অভিহিত হতে থাকে। অবশ্য জার্মান-অধিকৃত বিভিন্ন স্থানে এই সামাজিক স্তর বা শ্রেণী বিভাগ সত্ত্বেও জার্মানদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই যে স্বাধীন ছিল সে সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু শক্তিশালী দল-নেতাদের ক্ষমতার প্রতি আসক্তি এবং দীনহীন ক্ষুদ্র কৃষিজীবীর নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের জন্য আকুলতাই শেষোক্তদের সামাজিক অধঃপতনের কারণ বলে মনে করা যেতে পারে। তাছাড়া অষ্টম থেকে নবম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে সংহতি এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষিত হলেও তার আগের এবং পরের অধ্যায়ে রাজশক্তির অসহায়তার সুযোগে প্রজাপুঞ্জের উপর শক্তিশালী ভূস্বামীদের অধিকার দৃঢ়তর হতে থাকে। নতুন করে দুর্দ্ধর্ষ 'বর্বর' আক্রমণের আঘাত এ প্রক্রিয়া দ্রুততর ও সম্পূর্ণতর করে দেয়। রাষ্ট্র দুর্বলকে আশ্রয় দানে অসমর্থ হওয়ায় সবলের হাতে আত্মসমর্পণ ছাড়া তাদের উপায়ান্তর ছিল না।

ফরাসি পণ্ডিত মার্ক ব্লখ এই মত পোষণ করেন যে, পরাক্রান্ত কোনো ভূ-স্বামীর কাছে স্বাধীন ক্ষেত-মালিকের জমি সমর্পণ করে তা শর্তসাপেক্ষে এবং অনুগ্রহ-দান রূপে গ্রহণ করার পিছনে অর্থনৈতিক কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে মধ্যযুগীয় অর্থনীতির গবেষক রূপে সুখ্যাত অধ্যাপক হটেজ লিখেছেন যে এ তথ্য

Scanned by CamScanner

অনস্বীকার্য যে মধ্যযুগের সূচনায় ছোট ক্ষেত-মালিকদের পক্ষে রাজস্ব ও অন্যান্য কর দেওয়ার অক্ষমতা ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া নতুন জমিতে চাষ আবাদের উদ্যোগ শুরু হয় এই সময় থেকেই এবং আর্থিক সংগতিহীন স্বাধীন কৃষকের পক্ষে তাতে অংশগ্রহণের অক্ষমতা পরিণামে তার দুর্গতি ও অনটনের হেতু হয়ে দাঁড়ায়। আর অজন্মা ও গৃহপালিত পশুদের মধ্যে মহামারী মাঝেমাঝেই তাদের অবস্থা দুঃসহ করে তুলত। এ জাতীয় চরম আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে তাদের পক্ষে গৃহী অথবা যাজক শ্রেণীভুক্ত ভূম্যধিকারীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকত না। ভূস্বামীরাও বিনাশর্তে, শুধু পরোপকার করার জন্য কৃষকদের ত্রাণ করতেন না। অভাব মোচনের দায়দায়িত্ব গ্রহণের বিনিময়ে তাঁরা নিরন্ন কৃষকদের কাছ থেকে বহুবিধ সুবিধা এবং অধিকার আদায় করে নিতেন। এ ভাবেই অসংখ্য স্বাধীন ছোটখাট ক্ষেত-মালিকরা ধনী ভূস্বামীদের অধীনস্থ প্রজায় পরিণত হয়ে পড়ত।

তাছাড়া ধর্মীয় কারণে অনেকে চার্চকে ভূসম্পত্তি দান করতেন। এই সময় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিপত্তি ছিল ক্রমবর্ধমান এবং খ্রিস্টান সন্তদের পুণ্যস্মৃতি শ্রদ্ধায় অবনত করে রাখত বহু মানুষকে। দীন-দরিদ্র কৃষকের পক্ষেও বৎসরান্তে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে সম্পত্তি বা উপঢৌকন দানে আগ্রহান্বিত হওয়া ছিল অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। আনুমানিক ৯০০ খ্রিঃ ব্রেসিয়াতে সান্তা জিউলিয়ার ভূসম্পত্তি-সম্পর্কিত দলিলে দেখা যায় যে চোদ্দজন স্বাধীন কৃষক তাদের ক্ষেতখামার প্রতিষ্ঠানটির কাছে তুলে দিয়ে শর্তসাপেক্ষে তা পুনর্গ্রহণ করে সেখানে কৃষিকাজ অব্যাহত রেখেছিল। ভূ-সম্পত্তির এ জাতীয় বন্দোবস্ত করার পিছনে সতত সক্রিয় ছিল অনটন, অশান্তি ও অনিশ্চয়তার আতঙ্ক, আর ক্ষেত্র বিশেষে, শুধু ধর্মীর প্রেরণা।

ভূস্বামী প্রভুরা শুধুমাত্র নবার্জিত অধিকার লাভেই সন্তুষ্ট থাকার পাত্র ছিলেন না। প্রাচীন জার্মান প্রথা ব্যান (ban)-এর মতো বহু রীতিনীতির সুযোগ গ্রহণ করে তাঁরা শরণাগত প্রজাদের উপর নিত্য নতুন অধিকার প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করেছিলেন। নবম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্ষেতখামারের শস্য-উৎপাদন চালু রাখার এই নতুন ব্যবস্থায় লাভবান পরাক্রান্ত ভূ-স্বামীরা কখনো স্বার্থান্ধ ও নির্মম উপায়ে, কখনো-বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের অক্ষমতা ও ঔদাসীন্যের সুযোগে অপরিসীম ক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে উঠলেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে। প্রভুর খাস জমিতে বেগার খাটা ছাড়াও কৃষিজীবীদের উপর আরোপিত দায়দায়িত্বের মধ্যে (ফরাসি ভাষায় banalites) ছিল প্রভুর যাঁতাকলে শস্যাদি চূর্ণ করা, তাঁর রুটি তৈরির কারখানায় নিজেদের রুটি তৈরি এবং তাঁর 'winepress'-এ দ্রাক্ষা পেষাই করতে বাধ্য থাকা এবং এজন্য প্রভুকে অর্থ দেওয়া, এমন কি গৃহপালিত পশুদের প্রজননের জন্যও তারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে প্রভুর গৃহপালিত পশু ব্যবহার করতে বাধ্য ছিল। Banalites ছাড়া শ্যাভাজ (Chevage) বা 'তেই' (taille) নামক করের প্রবর্তন আরম্ভ হয় ক্যারোলিঞ্জীয় অধ্যায়ের শেষ

Scanned by CamScanner

লগ্নে। শ্যাভাজ (বার্ষিক মাথাপিছু কর) পূর্বে শুধুমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত দাসেদের পক্ষেই দেয় ছিল, এর সঙ্গে পরে 'রিলিফ' নামক কর যুক্ত হয়ে ভিল্যান-সার্ফদের উপর প্রবর্তিত হয়। ক্যারোলিঞ্জীয় শাসন শেষ হওয়ার পর ভূ-স্বামীরা, বিশেষ করে ফ্রান্সে, বিভিন্ন খাতে রাজস্ব গ্রহণ না করে স্যঁ (Cens) বা বার্ষিক রাজস্বরূপে অর্থ গ্রহণ করতেন। জার্মানীর তুলনায় ফ্রান্সে এইসব করের চাপ দ্বাদশ শতকের মধ্যেই সহ্যাতীত হয়ে ওঠে। তবে বেগার খাটানোর অজুহাতের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলেও জনসংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য পরিবার পিছু দায়দায়িত্বের সামান্য হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে।

তাছাড়া ম্যানরগুলি সব সময়েই এক বা একাধিক গ্রামের সবটুকু নিয়েই গড়ে উঠত না, একটি ম্যানরের মধ্যে বিভিন্ন গ্রামের কিছু কিছু অংশ বা একটি গ্রামের অংশ বিশেষের উপর একটি ম্যানরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এই অবস্থায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে ম্যানর-প্রভুদের আনুগত্য সেবা ইত্যাদির সম্পর্ক অতি জটিল হয়ে দাঁড়াত। শাসন ক্ষমতা এভাবে ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়ায় বা ক্ষেত্র বিশেষে তার অধিক্রমণ হওয়ায় প্রজাদের দায়দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে অসংখ্য বাস্তব অসুবিধা দেখা দিত। আবার এ সমস্ত কিছুর উপরে কোথাও কোথাও দেখা যেত পুরোনো শাসন বিভাগীয় কর্মচারীদের অধিকার-ক্ষেত্র যা ভূ-সম্পত্তির সীমানার ভিত্তিতে নয়, শুধুমাত্র ভৌগোলিক ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কর্তৃত্বের এই পরস্পর-বিরোধী দাবি-দাওয়ার সঙ্গে ম্যানরের মধ্যে এজমালী জমি, অ্যালড এবং ভিরগেট (virgate)-এর অবস্থিতি গ্রামীণ সমাজে শাসনতান্ত্রিক অবস্থা অতি গ্রন্থিল করে তোলে। ভিল্যান-সার্ফদের সমস্যা বৃদ্ধি ছাড়াও এই প্রাতিষ্ঠানিক বৈচিত্র্য সামন্ততন্ত্রের বিকাশের উপর যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল তা সন্দেহাতীত।

ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই যে সুবিশাল ভূসম্পত্তি গড়ে উঠেছিল এবং যেখানে প্রতিদিন ভূস্বামী-প্রভু বা ম্যানর-লর্ডের অধীনে সহস্র সহস্র মানুষ কর্মরত ছিল সেগুলির চরিত্র অবশ্যই সর্বত্র অভিন্ন ছিল না। ভৌগোলিক, রাষ্ট্রনৈতিক কারণে, ভূসম্পত্তির আকৃতি-প্রকৃতির বৈসাদৃশ্যের জন্য এগুলির পরিচালন ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য গড়ে ওঠে। এ জাতীয় ভূমিগুলি সাধারণত তিনটি ভাগে বিভক্ত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখা হতো : ম্যানর প্রভুর খাস-জমি (demesne), ভিল্যান-সার্ফদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে দেওয়া জমি এবং কমনল্যান্ড বা অনাবাদী এজমালী জমি ও অরণ্য। এই সমগ্র অঞ্চলের কৃষি এবং খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ব্যবস্থা (খামার, গোলা, খাটাল, কামার, ছুতোর প্রভৃতির কর্মশালা, যাঁতা কল ইত্যাদি) ভূ-স্বামী প্রভুর বাসগৃহ (manor-house) থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো। ম্যানর হাউস প্রায় সর্বত্রই প্রাকার বেষ্টিত হওয়ায় সুরক্ষিত থাকত (লাতিনে এগুলিকে বলা হতো Curtes, এবং ইতালীতে ও জার্মানীতে এরা যথাক্রমে পরিচিত ছিল Corte এবং Hof নামে)। ভাইকিংরাই প্রথম 'manoir' শব্দটি ভূ-স্বামী প্রভুর বাসগৃহ বোঝাতে ব্যবহার করতে শুরু করে, কালক্রমে সমগ্র

Scanned by CamScanner

ভূসম্পত্তিটিই ঐ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। খাস-জমিতে কৃষি উৎপাদন সাধারণত ভিল্যান-সার্ফ দ্বারাই পরিচালিত হলেও প্রায়ই দাসদের বা মজুরি দিয়ে অতিরিক্ত 'জন' নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিত। অবশ্য নবম শতক থেকে দেখা যায় যে প্রজাদের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত করার সময় খাস জমিতে অধীনস্থ প্রজাদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্ষেতখামারের কাজ করাটা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বেগার খাটুনীর

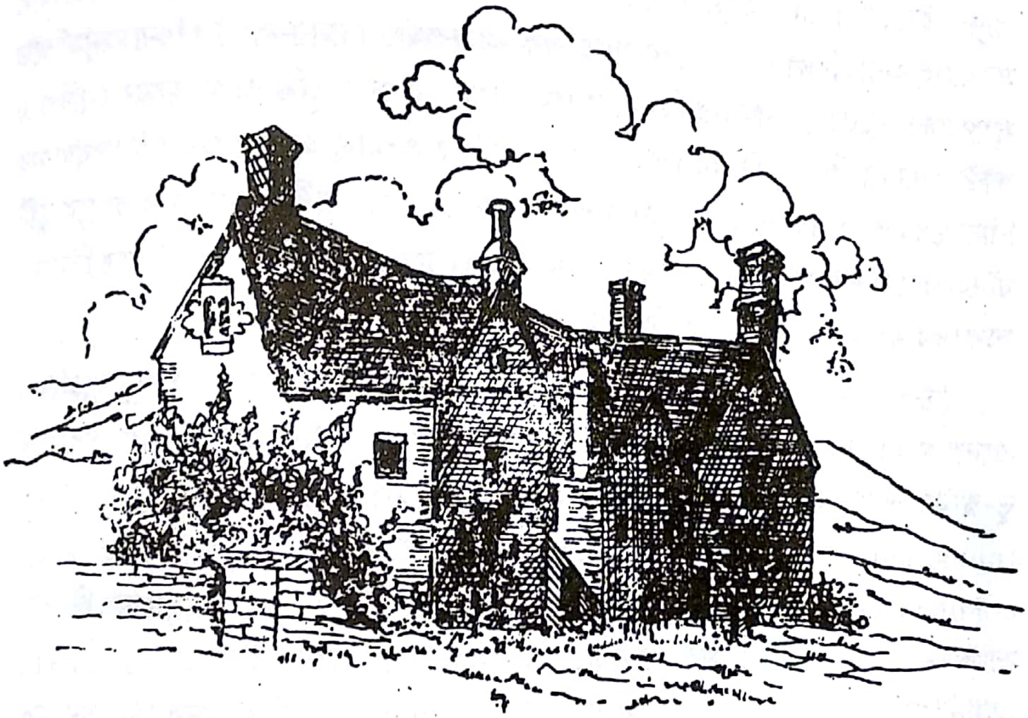

ম্যানর হাউস,—ত্রয়োদশ শতক

সময় সর্বত্র একই ছিল না। কোথাও সপ্তাহে তিন দিন, কোথাও তারও বেশি দিন প্রভুর জমিতে কৃষিকাজ করতে বাধ্য হতো অধীনস্থ প্রজারা। এ ছাড়া শস্য সংগ্রহের কালে অতিরিক্ত লোকজনের প্রয়োজন হওয়ায় কৃষক-পরিবারের একাধিক মানুষকে বিনা পারিশ্রমিকে খাস-জমিতে পরিশ্রম করতে হতো। নর্মান-বিজয়ের আগে ইংলন্ডে 'famuli' শ্রেণীভুক্তদের দিয়ে (এদের সামাজিক অবস্থা প্রায় দাসেদের মতোই ছিল) এই জাতীয় সমস্ত কাজ করানোর প্রথা ছিল বলে জানা যায়। তবে মহাদেশে কৃষিকর্মরত দাস শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা এই সময়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গিয়েছিল। 'ফার্ফা' (Farfa) ম্যানরে দায়বদ্ধ প্রজার সংখ্যা ছিল ১৪০০, দাসের ৯৩। আবার এই দাসের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল লর্ডের পারিবারিক কাজকর্মে নিযুক্ত। সান্তা জিউলিয়ার বিশাল ভূ-সম্পত্তিতে ৪৭৪১ জন প্রজার মধ্যে দাস ছিল ৭৪১ জন। অঞ্চল বিশেষে একাদশ শতকের পর দিন-মজুরি দিয়ে 'জন' নিয়োগই প্রথা হয়ে উঠেছিল।

Scanned by CamScanner

ভিল্যান-সার্ফদের দায়দায়িত্ব কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষেতখামারের কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না। ম্যানর-লর্ডের নানাবিধ প্রয়োজন মেটাতেও বাধ্য ছিল তারা। তাঁর পশুবাহিত শকটগুলি সচল রাখা, কাঠ এবং কাঠের যন্ত্রাদি সরবরাহ করা, চাক থেকে মোম সংগ্রহ করার কাজ প্রায় সর্বত্রই তাদের দিয়েই করানো হতো। মুক্তিপ্রাপ্ত দাস এবং তাদের আত্মীয় পরিজনকে নিযুক্ত করা হতো প্রভুর কর্মশালায় (workshop)। তাঁত-ঘরে কাপড় বোনা বা পশম ব্যবহারযোগ্য করা, ধাতু নির্মিত যন্ত্রাদি তৈরিও (কোদাল, লাঙল ইত্যাদি) বাদ যেতো না। এ সব ক্ষেত্রে লর্ডের দায়িত্ব ছিল শুধুমাত্র কাঁচামাল সরবরাহ করা। ভিল্যান-সার্ফদের সামাজিক কাজকর্মও ম্যানর-লর্ডের বিনা অনুমতিতে সম্পাদিত হতো না। কন্যার বিবাহ অথবা পুত্রের যাজক-বৃত্তি অবলম্বনের (যদিও এ জাতীয় ঘটনা ছিল অতি বিরল) পূর্বে ভূ-স্বামীর সম্মতি লাভ (অবশ্যই অর্থদানের বিনিময়ে) আবশ্যকীয় ছিল। কৃষক পরিবারস্থ কোনো রমণীর আচার-ব্যবহারে ত্রুটি ঘটলে তাঁকে জরিমানা দিতে হতো। এ জাতীয় অসংখ্য নিয়মকানুন প্রতিনিয়ত ভিল্যান-সার্ফদের ম্যানর-লর্ডের প্রতি নিঃসীম বশ্যতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

ভিল্যান-সার্ফশ্রেণীভুক্তদের মধ্যেও স্তর বিভাগ দ্বাদশ শতক থেকে শুরু হয়েছিল। এদের মধ্যে সব থেকে সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল সেই সব প্রজারা যারা পরাক্রান্ত ভূ-স্বামীর শরণাপন্ন হয়েও নিজেদের ক্ষেতখামার সমর্পণ করেনি। জার্মানীতে মান্টমেন (muntmen) নামে পরিচিত এই শ্রেণীর প্রজারা যথেষ্ট মর্যাদা ভোগ করত। ফ্রান্সে commendes শ্রেণীভুক্তরা মান্টমেনদের সমগোত্রীয় হলেও কালক্রমে সাধারণ ভিল্যান-সার্ফদের সঙ্গে তাদের সব পার্থক্যই অবলুপ্ত হয়ে যায়। ইংলন্ডে 'socman', জার্মানীতে 'landasse', এবং ফ্রান্সে 'libre vilain'-দের নিজেদের উর্দ্ধতন প্রভু নির্বাচনের স্বাধীনতা ছিল এবং বন্দোবস্ত করা জমিতে কৃষি উৎপাদন ছাড়া ম্যানর প্রভুর অন্য কোনো ব্যক্তিগত কাজে তাদের বেগার খাটানো ছিল অবৈধ। এদের থেকেও বেশি সৌভাগ্যবান ছিল এলডের (allod) মালিকরা। এদের আনুগত্য নিবেদিত হতো সরকারের উদ্দেশ্যে, কোনো সামন্ত-প্রভুর নিয়ন্ত্রণ এই শ্রেণীভুক্তদের উপর প্রযুক্ত হতো না। কোথাও কোথাও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূসম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত কৃষক-প্রজারা নিজেদের ক্ষেতের উৎপন্ন শস্য ভোগ করতে পারত, তবে প্রধান প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় তাদের গীর্জা বা মঠে মোম সরবরাহ করতে হতো।

আল্পসের দক্ষিণে বেশ কিছু অঞ্চলে লিখিত চুক্তি-অনুযায়ী স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী জমি বন্দোবস্তের কথা জানা যায়। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন জনিত বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও এই জাতীয় কিছু লিখিত দলিলপত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। Livello নামক চুক্তি অনুযায়ী জমির বন্দোবস্ত করা হতো ২৯ বছরের জন্য এবং চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হলে নতুন করে আবার তা চালু করা সম্ভব ছিল। কিন্তু এদের অস্তিত্ব ইতালীতে ভূমিদাস প্রথার অনুপস্থিতি প্রমাণ করে না। ক্যাটালোনিয়াতেও ইউরোপের অন্যান্য

Scanned by CamScanner

অঞ্চলের মতো ভিল্যান-সার্ফদের দ্বারাই শস্য উৎপাদনের প্রথা ছিল, যদিও কাস্টিল, গাইয়ো এবং অস্টুরিয়াতে ভিল্যান-সার্ফদের সঙ্গে ভূ-স্বামীদের সম্পর্ক ছিল শিথিলতর। অনেক ক্ষেত্রে অধীনস্থ প্রজার সঙ্গে প্রভুর সম্পর্ক নিরূপিত হতো বন্দোবস্ত করা জমির আয়তনের উপর। 'Bordiers' এবং 'Cothars' শ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষেতগুলি প্রভুর পূর্ণ অধীনতা স্বীকারের শর্তেই প্রজারা গ্রহণ করত। এ ধরনের ব্যবস্থা প্রায় সার্বজনীন হয়ে উঠলেও বেশ কিছু অঞ্চলে কিছু কিছু গ্রাম ভূ-স্বামীর কর্তৃত্বের বাইরে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে কৃষি উৎপাদনে নিযুক্ত থাকত। এই সব এলাকার কৃষিজীবীদের সামাজিক অবস্থা, বলা বাহুল্য, অনেক বেশি উন্নত হতো।

কিন্তু যে সমস্ত অঞ্চলে ম্যানর গড়ে উঠেছিল সেখানে মুষ্টিমেয় ম্যানর-লর্ড প্রাচুর্য ও বিলাসিতার মধ্যে, অসংখ্য ভিল্যান-সার্ফের নিত্য-সেবায় স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন কাটাতেন। অবসরকালে যুদ্ধবিগ্রহ করে, অধীনস্থ প্রজাদের উপর প্রভুত্ব ফলাতেই তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। সামাজিক দিক থেকে, অন্তত দ্বাদশ শতক পর্যন্ত, এই প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে অনেক দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও সময় সময় ম্যানর-প্রভু বদান্যতা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হতেন না এবং পরোক্ষভাবে বহু মানুষের জীবিকা নির্বাহের সুযোগও তাঁরা করে দিতেন।

তবে এ কারণে মধ্যযুগের সার্ফদের দৈনন্দিন জীবনে অসংখ্য দুঃখ-দুর্দশাগুলো ভুলে থাকা উচিত নয়। শোষিত এই শ্রেণীর মানুষদের জীবন প্রায়ই দুর্বিষহ হয়ে উঠত। দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও মহামারীর আবির্ভাবে মঠ ও অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠান দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল সামান্য। প্রকৃতির এই রোষের চেয়ে সামন্ততান্ত্রিক বিধান ও ম্যানর-লর্ডের দৃষ্টিভঙ্গিই সার্ফদের জীবন দুঃসহ করে তুলেছিল। আইনের চোখে সার্ফ এবং ক্রীতদাসের মধ্যে খুব বেশি তফাত ছিল না। প্রভুরা এদের অস্থাবর সম্পত্তির অংশ বিশেষ বলেই মনে করতেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সার্ফরা মনুষ্যেতর জীব বা গৃহপালিত পশুগুলির সঙ্গে অভিন্ন বলেই বিবেচিত হতো। সার্ফদের কোনো সম্পত্তি গড়ে তোলার অধিকার ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক বিধানে কেবলমাত্র এই ব্যাপারে ব্যক্তি হিসেবে সে স্বীকৃতি পেয়েছিল যে, অপর কোনো সার্ফের বিরুদ্ধে সে আদালতের শরণাপন্ন হতে পারত। তবে কোনো স্বাধীন প্রজার দ্বারা অত্যাচারিত হলেও দেশের আইনে তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা ছিল না। আর শস্য উৎপাদন ছাড়া ভিন্ন কোনো জীবিকা-গ্রহণে অক্ষমতা যে সার্ফদের অনুক্ষণ পীড়িত করত তা বলাই বাহুল্য। দিন যাপন ও প্রাণ-ধারণের গ্লানি ছাড়া আর কিছুই ছিল না মধ্যযুগের শোষিত সার্ফদের জীবনে।

ম্যানর গড়ে ওঠার আদি যুগেও কৃষকদের জীবনযাত্রার মানের কোনো সমতা ছিল না। এর প্রধান কারণ অবশ্যই তাদের ক্ষেতখামারের আয়তন, জমির উর্বরতা, অনুর্বরতা এবং ম্যানর-প্রভুর অধিকার প্রয়োগের তারতম্য। পপারিংঘি (Poperinghee)

Scanned by CamScanner

নামক স্থানে প্রতিটি কৃষক পরিবারের জমির আয়তন ছিল ১৭ থেকে ৩০ হেক্টর, আবার St Germain des Press-এর অ্যাবির অধীনস্থ চারটি গ্রামে কৃষকদের জমির আয়তন ৪·৩৫ থেকে ৯·৬৫ হেক্টরের বেশি ছিল না। তা ছাড়া কৃষকদের জীবনযাত্রার মান নিরূপণে কৃষিক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যারও একটা ভূমিকা ছিল। বিশাল ক্ষেত কর্ষণ করার জন্যে ম্যানর-প্রভু বেশির ভাগ সময়েই গো-মহিষ-অশ্বাদি সরবরাহ করতেন। কিন্তু মনুষ্যেতর কোনো প্রাণী পাওয়া যাক বা না যাক কৃষককে কোদাল বা হো (hoe)-র সাহায্যে জমি বীজবপনের উপযোগী করতে হতো। এ ছাড়া পশমী বস্ত্র তৈরির জন্য ভেড়ার লোম সংগ্রহ তার অসংখ্য বেগার খাটুনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনাবাদী অঞ্চলে, জঙ্গাল পরিষ্কার করে চাষ আরম্ভ হলে, বলা বাহুল্য, তাদের দুর্দশার অন্ত থাকত না। কৃষক পরিবারের উদ্বৃত্ত সময়টুকুর অধিকাংশই ম্যানর-প্রভুর সেবায় নিয়োজিত করতে হতো।

তবে ম্যানর-প্রভু কর্তৃক কৃষকদের জমি থেকে উৎখাতের ঘটনা এই সময়ে বিরল ছিল। সাধারণত কৃষিজীবীদের বংশানুক্রমিকভাবে একই জমিতে কৃষি উৎপাদন করতে দেখা যেত। তবে দাস বংশোদ্ভূতদের ক্ষেত্রে জ্ঞাতিদের অধিকার স্বীকারে ভূ-স্বামীরা রাজী হতেন না। এ ছাড়া উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিবিধানগুলি স্থানীয় ঐতিহ্য অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হতো এবং ভূ-সম্পত্তি অবিভক্ত রাখা ছাড়া ম্যানর-প্রভু এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন না। অবশ্য ম্যানর গড়ে ওঠার এই পর্বে কৃষিযোগ্য ভূমির প্রাচুর্য ও জনসংখ্যার স্বল্পতার জন্য পারিশ্রমিক দিয়ে জনমজুরের সাহায্যে বিশাল ভূ-সম্পত্তিতে কৃষি উৎপাদনের অসুবিধা ও ব্যয় বাহুল্যের কথা চিন্তা করেও তাঁরা ভিল্যন-সার্ফদের উত্তরাধিকার সূত্রে জমি ভোগ দখলের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন না। নিজস্ব তত্ত্বাবধানে কৃষি উৎপাদনের থেকে-নিজ-ভরণপোষণে সক্ষম দায়বদ্ধ কৃষিজীবী দ্বারা দীর্ঘ মেয়াদে কৃষিকাজ সম্পন্ন করা তাঁদের পক্ষে একই সঙ্গে লাভজনক ও স্বস্তিকর ছিল নিঃসন্দেহে।

ফরাসি ঐতিহাসিক মার্ক ব্লখ ম্যানরগুলির আয়তন বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণের কথা আলোচনা করেছেন। যাজক ও অযাজক ভূ-স্বামীদের আপন আপন নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় বিচার বিভাগীয় ও রাজস্ব সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা দানের প্রথা ফ্রাঙ্ক শাসন ব্যবস্থারই একটা অঙ্গ ছিল। এই সমস্ত ভূ-সম্পত্তি কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন ছিল এবং এগুলির সীমানার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আয়তনের অ্যালডিয়াল (allodial বা নিষ্কর ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত) ভূ-সম্পত্তির অবস্থানও বিরল ছিল না। এ জাতীয় অবস্থিতির জন্য রাজকর্মচারীদের পক্ষে এইসব নিষ্কর ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত ভূ-সম্পত্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দুরূহ, প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠায় কালক্রমে শাসকের সম্মতিতে সেগুলিও ম্যানরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। তা ছাড়া ম্যানরের আয়তন বৃদ্ধির জন্য বলপ্রয়োগের ঘটনা তো ছিলই। ডুম্স্‌ডে বুকে (Doomsday Book) প্রাক্-নর্মাণ বিজয় ও পরবর্তীকালের

Scanned by CamScanner

জমি সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্য বিধৃত আছে তার থেকে দেখা যায় যে এই অল্পকালের মধ্যে পরাক্রান্ত ভূ-স্বামী কর্তৃক প্রতিবেশী কৃষিজীবীদের ছোটখাটো ক্ষেতখামার অনায়াসে এবং বিনা বাধায় গ্রাস করা হয়েছে সংখ্যাতীত ক্ষেত্রে। স্বেচ্ছায়, চুক্তি করে নাইট (Knight) কর্তৃক 'অ্যালড' 'ফিফে' পরিণত করার মতো বহু অ্যালডের কৃষিজীবী মালিকও প্রভাবশালী ম্যানর-প্রভুর কাছে জমি সমর্পণ করে, আবার তার ভূমিস্বত্ব লাভের ফলেও ম্যানরের বিস্তার হয়েছিল। মার্ক ব্লখের ধারণা যে, যে সব অঞ্চলে ম্যানর প্রথা প্রায়-সম্পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় প্রবর্তিত হয়েছিল, সেখানে তার প্রবল ও অতি সজীব অস্তিত্বের ফলে ক্ষুদ্র ও সামান্যের পক্ষে শক্তিমানের কাছে আত্মসমর্পণ হয়ে উঠেছিল অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

রাজশক্তি ও সামন্ততন্ত্র

মধ্যযুগীয় ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের এই ক্রমোন্নত স্তরের যে কাঠামো গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে, অস্বাভাবিক মনে হলেও, শীর্ষবিন্দুতে অধিষ্ঠিত ঊর্ধ্বতম প্রভু — রাজশক্তিই ছিল দুর্বলতম। সামন্ততান্ত্রিক তত্ত্বানুযায়ী মধ্যভূস্বামীদের উপর মুখ্য ভূস্বামীদের বা ভিল্যান-সার্ফদের উপর মধ্যভূস্বামীদের অধিকারের মাত্রার হেরফের থাকলেও তার চরিত্র প্রায় সর্বত্র ছিল অভিন্ন। কিন্তু ঊর্ধ্বতম প্রভু — রাজা নিজ ভ্যাসালদের সঙ্গে আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার শপথের সূত্রে আবদ্ধ হলেও সমাজে স্তর বা শ্রেণীগত সম্পর্কের দায়দায়িত্বের অবস্থিতির জন্য এবং সেগুলি অনুক্ষণ সক্রিয় থাকায় সর্বশ্রেণীর প্রজাপুঞ্জের থেকে তিনি ছিলেন বিচ্ছিন্ন। রাজশক্তি কখনোই সামগ্রিকভাবে প্রজাদের স্পর্শ করতে পারত না, কেন না অসংখ্য মধ্যগের মধ্যে বণ্টিত হয়ে গিয়েছিল তার অধিকার। খাস ভূ-সম্পত্তিতে সর্বময় প্রভু হলেও সমগ্র দেশে সার্বভৌম ক্ষমতা-রহিত হয়ে তিনি একটি প্রতীকে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। আর এই ভূমি থেকে সংগৃহীত রাজস্বটুকুই ছিল তাঁর নিয়মিত আয়ের প্রধান উৎস। সামরিক প্রয়োজন ছাড়া তিনি তাঁর ভ্যাসালদের কাছে সেবা (Service)-র দাবি করতে পারতেন না। অবশ্য পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র রাজশক্তিকে সামন্ততন্ত্রজাত এই নিষ্ক্রিয়তা ও অসহায়তার অভিশাপ সহ্য করতে হয়নি। আপন শক্তির স্থায়িত্ব এবং রাজদণ্ডের মর্যাদা রক্ষার উপায় কোনো কোনো দেশের শাসক খুঁজে পেয়েছিলেন, যদিও তাঁদের সাফল্যের মাত্রা সর্বত্র অভিন্ন ছিল না। কিন্তু এই ধরনের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায় আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে শাসন পরিচালনা অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল, দেশ শাসনের লক্ষ্য ও পদ্ধতি গিয়েছিল সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে। ধ্রুপদীযুগের শেষ পর্বে ও মধ্যযুগের শুরুতে রাজশক্তির একান্ত বশংবদ ও সহায়ক — চার্চ রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর অন্যতম অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে আপন ভূমিকা পালন করত কিন্তু নবম শতকের শেষার্ধ থেকেই

Scanned by CamScanner

সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং এই ব্যবস্থার অলঙ্ঘনীয় বিধিবিধানের প্রভাবে তা স্বতন্ত্র ও স্বশাসিত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অবশ্য ভ্যাসালদের উপরে শাসন-সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের নতুন এই ভূমিকা সত্ত্বেও চার্চ অগণিত মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্তারূপে তার প্রভাব এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। আর ভূ-সম্পত্তির স্বার্থ বা রাজনৈতিক ক্ষমতা রক্ষার জন্য, অযাজক ভূম্যধিকারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রতিরোধের জন্য সামরিক সাহায্য-ব্যবস্থার দায়িত্ব বহন করত, তার অগণিত ভ্যাসালরা। অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেই রাজশক্তির দুর্বলতার একটি নিঃসীম, অফুরন্ত এবং স্বাভাবিক উৎস ছিল এ ধারণা পোষণ করা অযৌক্তিক। অলিভিয়ার মার্টিন (M. Olivier Martin) লিখেছেন যে ভ্যাসাল প্রথা এবং রাজশক্তির সত্তা পরস্পর বিরোধী বা একে অন্যের জাতশত্রু ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক বিধানাবলীর মধ্যে এমন বহু উপাদানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় যেগুলিকে আপন শক্তিবৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা রাজার পক্ষে সম্ভব ছিল। ফ্রান্স ও ইংলন্ডে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আপন স্বার্থ-সিদ্ধির কাজে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন শাসকবর্গ; কিন্তু জার্মানীতে ভিন্নতর পরিবেশে, পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় রাজশক্তির পক্ষে সামন্ততন্ত্রের বশীভূত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। (ফ্রান্সে কাপেতীয়রা কীভাবে সামন্ততান্ত্রিক বিধিবিধানগুলো রাজশক্তির বৃদ্ধির কাজে লাগিয়েছিলেন সে আলোচনা 'কাপেতীয় ফ্রান্স' শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।) ইতিহাসের ধারার এই বৈচিত্র্যের জন্য একই প্রতিষ্ঠানের দ্বিমুখী ভূমিকা মধ্যযুগের সামাজিক বিকাশকে নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছিল।

শিভ্যল্‌রী

মধ্যযুগীয় সমাজের বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা সমকালীন মানুষের চোখে যা অন্তহীন বলে মনে হতো, এবং যার ফলে আত্মরক্ষার্থে অভিজাতবর্গের অনুচর পরিবেষ্টিত হয়ে থাকা, ও আরও পরে, ভ্যাসাল প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ই ত্রয়োদশ শতকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে নতুন একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছিল। সম্ভ্রান্তরা উচ্চকুলজাত যোদ্ধা (Knight) দ্বারা পরিবৃত থাকার প্রবণতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল 'flower of feudalism' রূপে বন্দিত শিভ্যল্‌রী (Chivalry)। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অভিজাত বংশীয় তরুণদের অশ্বারোহণ, মৃগয়া ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলাই ছিল তাদের শিক্ষাদীক্ষার প্রধান অঙ্গ। তা ছাড়া পরাক্রান্ত কোনো লর্ডের পার্শ্বচর রূপে নিযুক্ত হয়ে তাঁর বিভিন্ন প্রয়োজনে সশরীরে উপস্থিত হওয়া বেং অধঃস্তনদের শাসনে সাহায্য করা, রাজসভা বা গণ্যমান্যের সমাবেশে পরিশীলিত আচার-ব্যবহার করা তরুণদের কর্তব্য বলে মনে করা হতো। এইসব বাস্তব প্রয়োজন সিদ্ধ করা ছাড়াও

Scanned by CamScanner

এই প্রথা বা রীতিনীতির মধ্যে মহত্তর কিছু অনুভূতির সঞ্চার করেছিল শিভ্যলরী। অল্পবয়সি এই সব শিক্ষার্থী-যোদ্ধার মধ্যে উচ্চবংশোচিত গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা করা, মহৎ আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে তোলা, ভাবী-নাইটদের নিবেদিত প্রাণ রূপে সৃষ্টি করা ছিল শিভ্যলরীর মর্মকথা। রাজসভা বা লর্ডের দুর্গের সঙ্গে যুক্ত, বংশকৌলীন্যে বিশিষ্ট প্রায় সকলকে স্পর্শ করেছিল এই নতুন আদর্শ। নাইটদের জন্য এবং তাদের কেন্দ্র করেই শিভ্যলরীর বিকাশ হলেও তার প্রভাব হয়ে উঠেছিল দূরগামী, প্রতিষ্ঠা সুগভীর।

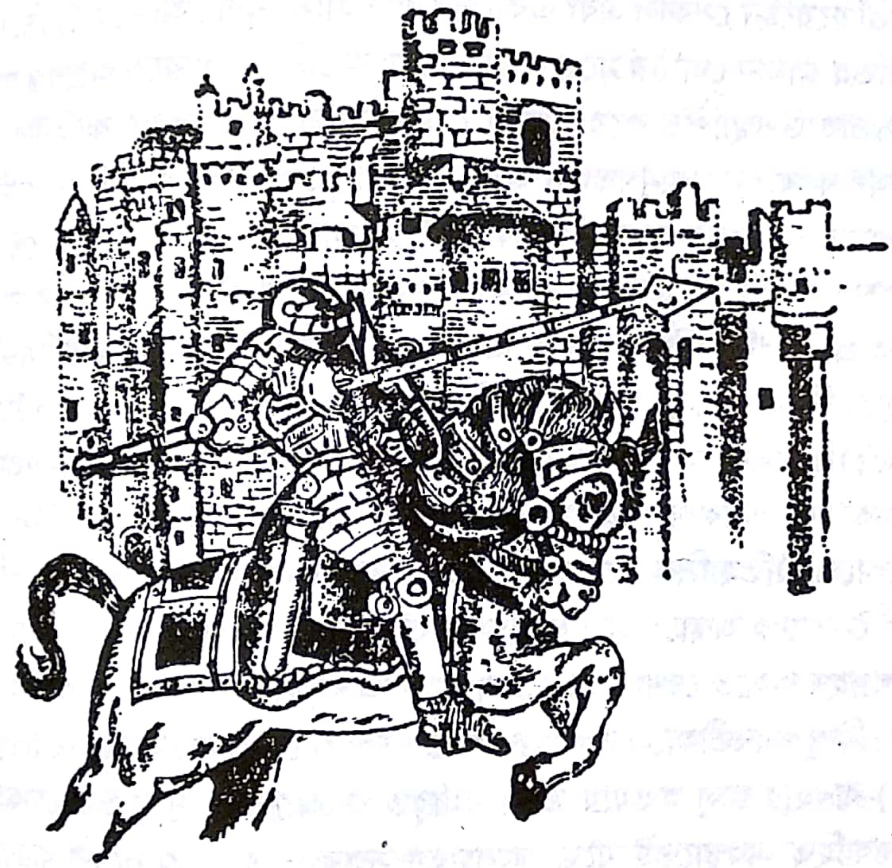

দুর্গের সামনে বর্মাবৃত অশ্বারোহী নাইট

মধ্যযুগে মানব সমাজের শুভাশুভ যে এই অঙ্গুলীমেয় নাইটদের উপর নির্ভরশীল সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন অসংখ্য মানুষ। এমন কি ধূসর অতীতেও যে অতুলনীয় শৌর্য ও প্রবল-প্রাণের নাইটদের অস্তিত্ব ছিল সে বিশ্বাসে স্থিত হয়ে জাঁ মলিনে (Jean Molinet) লিখেছেন যে দেবদূত মাইকেলের অসামান্য ও অলৌকিক কীর্তি কাহিনীর মধ্যেও নাইটদের আদর্শ প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। Froissart, Monstrelet, d' Escouchy প্রভৃতির রচনায় আছে মধ্যযুগীয় সমাজের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, অতলান্ত স্বার্থপরতা ও নৃশংসতার পরিবেশে নাইটদের স্বার্থহীনতা, শৌর্য ও বীর্যের মহত্তম প্রকাশ, আর্ত ও অসহায়ের ত্রাণে তাঁদের সদা তৎপরতার উচ্ছ্বসিত বর্ণনা। ভূর্লোক

Scanned by CamScanner

নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে শিভ্যল্‌রীর রীতিনীতি দ্বারা — এই মধুর মিথ্যাটিই হয়ত মধ্যযুগীয় রাজনীতির আবর্ত ও নগ্ন কুটিলতাকে ভুলে থাকার একমাত্র উপায় ছিল

'শিভ্যল্‌রী শব্দটি 'Cavalry'-র সমার্থক এবং উভয়ের উৎপত্তি লাতিন শব্দ 'Caballus' (horse) থেকে। শব্দটির অর্থই এ তথ্য পরিস্ফুট করে দেয় যে রুদ্ধ কক্ষে, নিরুপদ্রব পরিবেশে মস্তিষ্ক চর্চা নয়, আলস্যের শিথিল প্রহরাও নয়, কর্মচঞ্চলতাই ছিল নাইটদের জীবনের মূলকথা। সর্বসাধারণের থেকে সদা পৃথক হয়ে থাকত তাঁর সশস্ত্র, বর্মাবৃত, অশ্বারোহী মূর্তিটি। নাইটদের এই বিশেষ ধরনের জীবনযাত্রার উৎস সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন সেকাল এবং একালের ঐতিহাসিকবৃন্দ। অনেকে ট্যাসিটাসের রচনায় বিভিন্ন জার্মান গোষ্ঠির মধ্যে সমর বিদ্যায় আগ্রহী কিশোরকে অস্ত্রশস্ত্র সমেত সাধারণ সভায় উপস্থাপিত করে তাদের যোদ্ধৃসম্প্রদায়ভুক্ত করার কাহিনীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আনুগত্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে কোনো 'বিশিষ্টে'র নিত্য-সহচর হওয়ার এই প্রথার সুন্দর বিকাশ হয়েছিল আরব অধিকৃত স্পেনে। শৌর্য ও আভিজাত্যের অনুশীলন, মহৎ আদর্শকে আপন আচরণে উদ্‌ভাবিত করার সাধনা, মহিলাদের প্রতি পরিশীলিত আচরণ এবং প্রেম ও সমরের জন্য আত্মবিসর্জনের সংকল্প ইত্যাদি অসামান্য গুণাবলীর বিকাশে এই মুর (Moor)-রা প্রভাঁসের (Provence) নাইটদেরও ম্লান করে দিয়েছিলেন। এই সব প্রভাব ছাড়াও সামন্ততান্ত্রিক রণনীতির আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে শিভ্যল্‌রীর ব্যাপক প্রসার জড়িত ছিল বলে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন। একাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে সৈন্যদের অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হবার পর পদাতিক হিসেবেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেখা যেত। প্রথা ছাড়া অশ্বগুলির অনুপযুক্ততাও এর জন্য দায়ি ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে উপযুক্ত (শক্তিশালী ও বেগমান) অশ্বের (Charger, destrier) ব্যবহার চালু হওয়ায় ভারী বর্মাবৃত ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত যোদ্ধাদের পক্ষে অশ্ববাহিত অবস্থাতেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্ভবপর হয়। অনেকের ধারণা যে বাইজানটাইন "Cataphracti" শ্রেণীর অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর দৃষ্টান্তেই পশ্চিম ইউরোপের রণপদ্ধতির এই আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। যুদ্ধাশ্বের এই ব্যাপক ব্যবহার স্বাভাবিক কারণেই যুদ্ধবিগ্রহে প্রধান ভূমিকা অভিজাত যোদ্ধাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল। মূল্যবান অশ্ব ছাড়াও বর্ম, শিরস্ত্রাণ, ঢাল, তরবারি, বর্শা রেকাব, জিন ইত্যাদির ব্যয়ভার বহন সাধারণ শ্রেণীর মানুষের আয়ত্তের বাইরে ছিল। এভাবে যুদ্ধের এই অর্থনৈতিক দিকটি প্রথম থেকেই শিভ্যল্‌রীর অভিজাত চরিত্র নির্ধারিত করে দেয়।

যুদ্ধ-বিদ্যার এ জাতীয় পরিবর্তনের কথা স্মরণ রেখেই অভিজাত বংশের বালকদের কোনো সম্ভ্রান্ত সামন্ত-প্রভুর সভার সঙ্গে যুক্ত করে (তখন সে dainoiseau রূপে পরিচিত হতো) অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে উচ্চবংশীয় রীতিনীতিতেও অভ্যস্ত

গড়ে তোলার ব্যবস্থা হতো। Tournament বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও শস্ত্রক্রীড়ায় অংশগ্রহণ ছিল এ সময়ে তার নিত্যকর্ম। কিছু পরে, তরুণ বয়সে কোনো নাইটের পার্শ্বচর রূপে (Squire, ecuyer) তার যুদ্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ আসত। এর পর উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধে অংশ নিয়ে আপন যোগ্যতা ও শৌর্যবীর্যের প্রমাণ দেখাতে পারলে তরুণটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে (Ceremony of adoubement) 'নাইট' অভিধায় সম্মানিত করা হতো। 'নাইট' হয়ে শিভ্যাল্‌রীর আদর্শকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ-অধ্যবসায়ে স্বীয় আচরণে প্রকাশ করার সৌভাগ্য, বলা বাহুল্য, জন্মগত ছিল না। এই সুবদ্ধ সম্প্রদায়ের সদস্যপদ আপন যোগ্যতাবলে অর্জন করতে হতো। গুণগত বিচারে উত্তীর্ণ সার্ফদের কেউ কেউ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে নাইট রূপে স্বীকৃত হলেও তা ছিল নিতান্তই ব্যতিক্রম। তেমনি রাজকুলোদ্ভবরা এই সম্মানিত অধিকার জন্মসূত্রে লভ্য বলে দাবি করলেও তা সব সময়ে স্বীকৃতি লাভ করত না। ইংরেজ ঐতিহাসিক G. G. Coulton লিখেছেন : 'The order was the blossom of a caste-system.' শিভ্যাল্‌রী যাঁদের আচার-আচরণে, জীবনযাত্রার প্রতি মুহূর্তে বিকীরিত হতো সেই নাইটদের অসামান্য সম্মান ও মর্যাদা ভোগের সঙ্গে সুকঠিন দায়িত্ব পালনও ছিল আবশ্যিক।

নাইটরা একটি সুবদ্ধ সম্প্রদায়রূপে আবির্ভূত হবার পর এবং শিভ্যাল্‌রীর আদর্শ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হলে চার্চের দৃষ্টিও এ বিষয়ে আকর্ষিত হয়। মধ্যযুগে মানবজীবনের অন্যান্য আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টান চার্চ বহু ধর্মীয় রীতিনীতিও শিভ্যাল্‌রীর আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। অবশ্য সেকালে ধর্মকে বাদ দিয়ে কোনো আন্দোলনের পক্ষে পূর্ণতা অর্জন সম্ভবপরও ছিল না। সে কারণে পুণ্যপ্রভ ও পবিত্রাত্মাদের জীবনাদর্শ অনুসরণও নাইটদের জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের মধ্যে বিশ্বাস, দাক্ষিণ্য ও নম্রতা (faith, charity, humility) প্রভৃতি গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে চার্চ এই অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠানটিকে আপন উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহারের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে শেষ পর্যন্ত শিভ্যাল্‌রী আপন অযাজকীয় সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হলেও নাইটদের প্রায়ই চার্চের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে দেখা যেত। তাছাড়া নাইটদের একাংশ 'Knights of the Bath' — শুধুমাত্র চার্চের কাছেই আত্মনিবেদন করেছিলেন।

প্রয়াস-প্রসূত উদ্বর্তন, পুরাকালের খ্যাতকীর্তি বীরদের প্রতি-পদক্ষেপ অনুসরণ যার প্রতিটি নাইটের জীবনের ধর্ম হয়ে উঠেছিল, আর প্রতিটি নাইটের জপমন্ত্রে পরিণত হয়েছিল 'রাজা আর্থারের কাহিনী'। চার্লস দ্য বোল্ডকে গাওয়েন (Gawain) এবং ল্যান্সলটের দৃষ্টান্তের মতো আলেকজান্দার-হ্যানিবল ও সীজারের কীর্তি-কাহিনীও আচ্ছন্ন করে রাখত। তাঁদের সর্বাবস্থায় অকুতোভয় থাকা, ছলনা বা কাপট্যবর্জিত রণনীতি অবলম্বন করা, মুখ-নিঃসৃত বাক্যকে প্রাণের থেকে বেশি মূল্য দেওয়া এবং

Scanned by CamScanner

শরণাগতকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করার অগণিত এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিগতদিনের ইতিহাস থেকে আহরণ করে নাইটদের জীবনে তা প্রতিফলিত করার প্রেরণা দিয়েছিল শিভ্যল্‌রী। তা ছাড়া ভোগ-বিলাসে ও সুখে বিগতস্পৃহ এবং দারিদ্র্যে অম্রিয়মাণ থাকার আদর্শও তাঁদের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত করত। William James লিখেছেন যে ঐশ্বর্য-লুব্ধতা থেকে মুক্তি এই অভিজাতদের জীবনে একটি পরমোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। প্রাণ সম্বল করে (এবং প্রয়োজনে তাও তুচ্ছ করার মনোভাব নিয়ে) কিছুটা স্বপ্ন রাজ্যের বাসিন্দা এই নাইটদের জীবনে খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর রিক্ততা ও বিষয়াসক্তি-হীনতার স্পর্শ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। বহুক্ষেত্রে চার্চ 'নাইট'কে ধর্মধারকে রূপান্তরিত করে তাকে পবিত্র ও শ্রীমণ্ডিত করে দিয়েছিল। কিন্তু ভূর্লোকের প্রয়োজন সাধনের জন্য, পার্থিব সমাজের একটি অতি মূল্যবান অঙ্গ হিসেবে যার আবির্ভাব আধ্যাত্মিকতার গহনে তাকে আবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়নি। রণশক্তি ও ধর্মীয় অনুভূতিতে উদ্দীপিত নাইটের জীবনে পূর্ণতার সঞ্চার করেছিল একনিষ্ঠ, সর্বজয়ী প্রেম। নাইটের সকল কর্ম, সব প্রচেষ্টা, শৌর্যবীর্য প্রদর্শন ও আত্মবিসর্জনের জন্য তার সদাপ্রস্তুতি, তার ঈর্ষণীয় গুণাবলীর অনিন্দ্যসুন্দর প্রকাশের মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো প্রবহমান ছিল মনোনীতা নারীর প্রতি তার হৃদয়ের আকৃতি। মধ্যযুগীয় শিভ্যল্‌রীর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছিল এই নাইট ও তাঁর 'লেডি-লাভ' (Lady love)-এর সুমধুর সম্পর্ক। এই প্রার্থিতা নারী (যাঁকে নাইটের অদেয় কিছুই ছিল না, যাঁকে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবন উচ্ছ্বসিত হতো), কিন্তু নাইটের জায়া নন, কেন না পরিণয় ও প্রেমকে অভিন্ন করে রাখাই ছিল শিভ্যল্‌রীর রীতি। আর এই আরাধ্যা নারীই ছিলেন নাইটের সকল ত্যাগ, বীরত্ব ও মহানুভবতার মহত্তম প্রেরণা। এই প্রেমের স্বীকৃতি লাভের জন্য বা তা স্বীকৃতি লাভে ধন্য হলে নাইট তাঁর প্রেমিকার জন্য সর্বস্ব ত্যাগের, অসাধ্য সাধনের সাধনা করতেন আজীবন। শিভ্যল্‌রীর প্রধান উপজীব্য এই অসামাজিক, পরকীয়া ও চার্চ-অসমর্থিত প্রেমই সেকালের চারণ-কবিদের (উঃ ফ্রান্সের trouveres, দঃ ফ্রান্সের troubadours, জার্মানীর minnesingers) রচনার প্রধান প্রেরণা। আর বাঞ্ছিতার প্রতি শ্রদ্ধাস্নিগ্ধ আচরণই নারী জাতির প্রতি নাইটদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তাঁদের প্রতি সম্ভ্রম-বোধ, তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় অতন্দ্র মনোযোগ, জীবনের বিনিময়ে তাঁদের সঙ্কট-ত্রাণের অঙ্গীকার শুধু নাইট সম্প্রদায়ের মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাকে সমগ্র ইউরোপীয় সমাজের একটি মহৎ উত্তরাধিকারে পরিণত করে দিয়েছিল শিভ্যল্‌রী।

কিন্তু প্রতিটি খ্রিস্টানের পক্ষে যেমন নিজ জীবনের ধর্মীয় আদর্শ উদ্‌ভাবিত করা সম্ভব হয়নি তেমনি প্রত্যেক নাইটের পক্ষেও সম্ভব হয়নি শিভ্যল্‌রীর সমস্ত শর্ত পালন করে নিজ জীবন অম্লেয় রাখা। মানব জীবনের আদিম প্রবৃত্তিগুলি, অসংযম ও অহঙ্কারের পথ বেয়ে কলুষিত করে দিয়েছিল অসংখ্য নাইটের জীবন। সম্মুখ সমরে

Scanned by CamScanner

বীরত্ব ও মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পরক্ষণে নৃশংস হত্যাপরাধে অপরাধী হয়েছেন অনেকে, আত্মসম্মান বোধের অতুলনীয় প্রকাশ যাঁর মধ্যে ঘটেছে তিনিই হয়ত ল্যান্সলট বা ট্রিস্টামের মতো ব্যভিচারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন একাধিক সুখী পরিবার, দুর্বলকে, অসহায়কে রক্ষা করা যাঁদের দ্বিতীয় ধর্ম বলে বিবেচিত হতো,তাঁদের অনেকেই অনভিজাত বলে, কায়িক পরিশ্রমে-রত বলে অবজ্ঞা করেছেন দীন-দরিদ্রকে, তুচ্ছ কারণে সংহার করেছেন নিরস্ত্র কৃষককে। আভিজাত্য-বোধ নাইটদের মানবিকতাকে আচ্ছন্ন করেছে বার বার বহুকাল ধরে, পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র। জার্মান কবিরা যখন শিভ্যল্‌রীর বন্দনায় মুখর তখনই হয়ত অসংখ্য জার্মান নাইটকে অকারণ হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগের পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করতে দেখা গেছে। ক্রুশেডে যে সমস্ত নাইট অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শিভ্যল্‌রীর সামান্যতম প্রভাবও খুঁজে পাওয়া সুকঠিন ছিল। এঁদের নিষ্ঠুরতা, অর্থগৃধ্নুতা ও ক্ষুদ্রতা শিহরিত করে দিয়েছিল সমসাময়িক মুসলমান সমাজকে। অবশ্যই এঁরা ছিলেন ব্যতিক্রম, কিন্তু এই 'ভ্রষ্ট'দের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য ছিল না।

প্রায় সমস্ত ত্রয়োদশ শতাব্দী ধরে ফ্রান্সের রাজন্যবর্গ ও অভিজাত ভূস্বামীদের দরবারই ছিল শিভ্যল্‌রীর লালনক্ষেত্র। বলা বাহুল্য রাজনীতির অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত ফরাসীরাজ এ বিষয়ে অগ্রহান্বিত হননি। ইংলন্ডের অবস্থাও অনুরূপ ছিল, কিন্তু জার্মান অভিজাতবর্গের আর্থিক সংগতি ও অবসর এ জাতীয় দরবার গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। নাগরিক জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত ইতালীয় অভিজাতরা শিভ্যল্‌রীর সামরিক দিকটি ব্যবহারেই বেশি আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সে, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে, শিভ্যল্‌রীকে বিকশিত করে তোলার পরিবেশ দ্বাদশ শতক থেকেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের সঙ্গে এ অঞ্চলের ধনী-ভূস্বামীদের পক্ষে নাইটের জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠানের (অস্ত্রক্রীড়া, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ প্রভৃতি) আয়োজন করা এবং চারণ কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করা সম্ভবপর হয়েছিল। আর এখানেই শিভ্যল্‌রীর ললিত দিকটিকে বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়। নাইটদের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যেও অনেকে ছিলেন সার্থক কবি এবং বার্ট্রান দ্য বর্ণ (Bertran de Born)-এর মতো ক্ষুদ্র সামন্ত-প্রভু এবং রিচার্ড দ্য লায়নহার্টের মতো রাজা (তাঁর শিক্ষাদীক্ষা হয়েছিল অ্যাকুতাতে) 'ত্রুবাদুর' রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অ্যাকুতার কাউন্টেস ইলিয়েনর-এর দরবার উত্তর ফ্রান্সে শিভ্যল্‌রীর আদর্শ প্রসারের কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। দ্বাদশ শতক অতিক্রান্ত হবার আগেই ল্যয়র নদীর অপর পারেও নাইটদের প্রভাবিত করেছিল শিভ্যল্‌রীর আদর্শ। আলবিজেন্‌সিয়ান ক্রুশেডে প্রভাঁস-এর বহু মূল্যবান সাংস্কৃতিক সম্পদ বিনষ্ট হলেও শিভ্যল্‌রী ইতিমধ্যে ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে সমাদৃত হওয়ায় তা রক্ষা পেয়ে যায়। অবশ্য

Scanned by CamScanner

শ্যাম্পেন প্রভৃতি স্থানের অভিজাতবর্গ শিভ্যল্‌রীর ধর্মীয় ও সামরিক দিকটিতেই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আজীবন একটি নারীর প্রতি একনিষ্ঠ থাকা বা প্রণয়ের জন্য সর্বস্ব পণ করার দুর্মর প্রতিজ্ঞা তাঁরা সমর্থন করতেন না। তবু সামগ্রিকভাবে এই মহৎ আদর্শ নারী জাতির প্রতি সম্ভ্রমবোধ, পরিশীলিত আচরণ, বিভিন্ন সামাজিক গুণের বিকাশে ফরাসি সমাজের রুক্ষতা থেকে মার্জিত নম্রতায় উত্তরণে সহায়তা করেছিল, সুভদ্র করে তুলেছিল ফরাসি অভিজাতবর্গকে। অ্যাঁকুতার মতো শ্যাম্পেনের খ্যাতিও হয়েছিল দূর বিস্তৃত এবং এরই ফলে চতুর্দশ শতকে ইংলন্ড, জার্মানীসহ পশ্চিম ইউরোপের বহু দেশের অভিজাত ভূস্বামী তাঁদের পুত্র-সন্তানদের সুশিক্ষার জন্য, আচার-আচরণ মার্জিত ও উচ্চবংশোচিত করার মানসে ফ্রান্সের বিভিন্ন দরবারে পাঠানো শুরু করেন। এইভাবেই সমস্ত পশ্চিম ইউরোপে উচ্চকুলজাতদের সামাজিক আচার আচরণের একটি রীতি, সৌজন্য, ভদ্রতা ও শালীনতার একটি সাধারণ মানদণ্ড গড়ে ওঠে, আর তা-ই-শ্রেণী বৈষম্যের সীমান্ত অতিক্রম করে সামান্য কিছু পরিবর্তিত হয়ে সমগ্র ইউরোপীয় সামজের একটি স্থায়ী ও অমূল্য উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি, সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা এবং শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে দিয়েছে শিভ্যল্‌রী। ‘রোলাঁরগান’ ‘(Chanson de Roland)’ লেখার সময় থেকে সারভেন্টিস (Cervantes)-এর ‘ডন্ ক্যুইয়োটি’ (Don Quixote) প্রকাশনার কাল পর্যন্ত অসংখ্য সৃজনধর্মী রচনায় শিভ্যল্‌রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত-নাইট চিত্রিত হয়েছেন শ্রদ্ধা, মমতা, কখনো বা কৌতুক মিশ্রিত ভালবাসায়। আতিশয্য ও মাত্রাজ্ঞানহীনতার অসংখ্য চিহ্ন ধারণ করে থাকলেও জীবনকে শিল্প-গুণান্বিত করার সাধনায় সার্থক হয়েছে শিভ্যল্‌রী আর সে কারণে তাকে মানব-সভ্যতার প্রগতির একটি প্রতীক রূপে গ্রহণ করতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়।

সামন্ততন্ত্রের পতন

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের প্রভাব শিথিল হতে আরম্ভ করে। অবশ্য এই প্রবল, ব্যাপক এবং দীর্ঘদিনের-পুরোনো ব্যবস্থার বিলুপ্তি খুব দ্রুত ঘটেনি। সামন্ততন্ত্রাধীন উৎপাদন পদ্ধতির পূর্ণ বিকাশের জন্য যেমন কয়েক শতাব্দীর প্রয়োজন ছিল, তেমনি তার তিরোধানও ঘটেছিল অতি ধীরে এবং, স্বাভাবিক কারণেই, সর্বত্র সমান গতিতে নয়। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেশে সমান্ততন্ত্রকে দুর্বল এবং পরিণামে অকেজো করে দেওয়ার পিছনে বহু বিচিত্র কারণকে সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা যায় এবং এই কারণগুলির গুরুত্ব ও তীব্রতা সব দেশে সমমাত্রারও ছিল না। অবশ্য আঞ্চলিক এবং পরিস্থিতি-নির্ভর এইসব হেতু ছাড়াও সাধারণ এবং সার্বজনীন কিছু প্রভাব অলক্ষ্যে দীর্ঘ দিন সক্রিয় থেকে, সামন্ততন্ত্রের

Scanned by CamScanner

অবক্ষয় সুনিশ্চিত করে দেয়। দ্বাদশ শতক থেকেই পশ্চিম ইউরোপের উৎপাদন ব্যবস্থার রীতি ও পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন, তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তরের প্রচণ্ড অভিঘাত সামন্ততন্ত্রের অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্য ও ত্রুটিগুলিকে যেমন প্রকট করে দিয়েছিল তেমনি তার কাঠামোতেও দিয়েছিল ভাঙন ধরিয়ে। ফলে পঞ্চদশ শতকের পরে সামন্ততন্ত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে না গেলেও তার অস্তিত্ব অন্তঃসারশূন্য, প্রাণস্পন্দনহীন হয়ে পড়ে। আর তাকে কেন্দ্র করে বা সক্রিয় রাখার জন্য যে সংখ্যাতীত বিধিবিধান সৃষ্ট হয়েছিল সেগুলিও অর্থহীন হয়ে যেতে শুরু করে, শেষ হয়ে যায় সমাজবদ্ধ মানুষ-মাত্রেরই বিবিধ ও বিচিত্র সামন্ততান্ত্রিক নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তা।

অধ্যাপক মরিস ডব (Maurice Dobb)-এর বিশ্বাস যে সামন্ততন্ত্রের সহজাত রক্ষণশীলতাই তার অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান হেতু। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ম্যানরগুলি প্রথম থেকেই একটি সুনির্দিষ্ট আকার ও পরিধি নিয়ে গড়ে ওঠার ফলে জনসংখ্যা-বৃদ্ধিজাত সমস্যা স্থিতিস্থাপকতাবর্জিত এই প্রতিষ্ঠানগুলির সীমাবদ্ধতা প্রকট করে দিতে থাকে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে কৃষক উপনিবেশ পত্তন ও অনাবাদী জমি কর্ষণ-উপযোগী করার মূলে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো তাগিদ ছিল না। এই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বাণিজ্য বিস্তার ও নগরগুলির উত্থানেরই প্রত্যক্ষ ফল। অবশ্য ম্যানরগুলি যে একেবারেই সম্প্রসারিত হতে পারত না তা নয়, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রেখে বেড়ে ওঠা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। ফলে ভূমিদাস পরিবারে 'অবাঞ্ছিত' সন্তানরা ম্যানরের মধ্যে জীবিকার ব্যবস্থা করতে অক্ষম হয়ে অসামাজিক জীবনযাপনে বাধ্য হতো অথবা ভারাটে সৈন্যদলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ত। পশ্চিম ইউরোপে প্রায় সর্বত্র এই অতিরিক্ত জনসংখ্যা সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এ তথ্যই প্রমাণ করে দিয়েছিল যে সৃজনধর্মী বা বিপ্লবাত্মক কোনো ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম ছিল না সামন্ততন্ত্র। এই ব্যর্থতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দীর্ঘ পরিচিত, অভ্যস্ত ও গতানুগতিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতি সামন্ততন্ত্রের আসক্তি যাকে দুর্বলতারই নামান্তর বলা যায়। ফলে কয়েক শতাব্দী ধরে জীর্ণ, স্থানু ও স্থবির হয়ে বিলুপ্তির প্রতীক্ষা-রত থাকতে দেখা গিয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে।

ভূসম্পত্তির আয়তন ও ভ্যাসালের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য উর্ধ্বতন-প্রভুদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা যা দ্বাদশ শতকের আগে থেকেই প্রকট হয়ে উঠেছিল, সামন্ততন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য অন্তর্নিহিত দুর্বলতা হিসেবে বর্ণিত হতে পারে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় পুঁজিপতিদের মুনাফার জন্য প্রতিযোগিতার সঙ্গে এই প্রবণতার তুলনা স্বাভাবিক হলেও সমাজের উপর প্রথমোক্তের আসক্তির প্রতিক্রিয়া ছিল শুধু

Scanned by CamScanner

ধ্বংসাত্মক। সামন্ত-প্রভুদের এই ভূমি ও ক্ষমতালিপ্সা ইউরোপের সর্বত্র নিরবচ্ছিন্ন সংঘাত ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করে সমাজ জীবনে ক্ষতের সৃষ্টি করত এবং উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তর না ঘটিয়ে অহরহ অচল করে দিত তাকে।

তা ছাড়া সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে ক্রমশ নিষ্ক্রিয় ও নিস্তেজ করে তোলার জন্য ম্যানর-প্রভুগণ কর্তৃক ভূমিদাসের অতি-শোষণকে দায়ি করা যায়। ভূমিদাসদের প্রতি মানবিক সহৃদয়তা প্রদর্শন ভূস্বামী প্রভুদের অজানা থেকে গিয়েছিল, তাদের শ্রমের যথোচিত মূল্য বা মর্যাদা দানের কথাও কেউ কখনও চিন্তা করেননি। অথচ তাদেরই শ্রমলব্ধ উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল ছিল ক্রমবর্ধমান ভূস্বামী পরিবারগুলি, এই শোষণলব্ধ আয়ই ম্যানর-প্রভুদের অনুচরবর্গের (parasite class) ভরণপোষণের জন্য অপরিহার্য ছিল। আর এই সময়ে অবিরাম সংঘর্ষ, লুণ্ঠন ও নিপীড়ন একদিকে যেমন ভূস্বামীর আর্থিক অবস্থার উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করত, তেমনি ক্ষেতখামারের অশেষ ক্ষতিসাধন করে কৃষি উৎপাদনে স্থায়ী বিঘ্ন ঘটাত। এর উপরে দ্বাদশ শতক থেকে 'শিভ্যল্‌রী' সামন্ততান্ত্রিক সমাজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠায় (শস্ত্রক্রীড়া, ভোজসভা ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করে অভিজাত পরিবারগুলির মধ্যে বৈভব-প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা এই সময় থকেই আরম্ভ হয়) সামন্ত-প্রভুরা নতুন করে অধিকতর ব্যয়বহুলতার সম্মুখীন হন। এই সমস্যাগুলির সঙ্গে শোষণের হাত থেকে ত্রাণ পাবার আশায়, পলাতক ভূমিদাসদের সংখ্যাবৃদ্ধিজাত অসুবিধা ম্যানরের উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমাগত বিঘ্ন সৃষ্টি করতে শুরু করে।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে এ তথ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার যে শোষণ ও নির্যাতন ভূমিদাসদের ম্যানর ত্যাগে বাধ্য করলেও যতদিন না ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য নগরের পত্তন তাদের জীবিকা নির্বাহের একটি বিকল্প ব্যবস্থা করে দিয়েছিল ততদিন পলাতক-ভূমিদাসদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেনি। এই কারণেই ম্যানর-ত্যাগের ঘটনা দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও চতুর্দশ শতকে তা একটি সাধারণ প্রবণতায় পরিণত হয়। নগরগুলির মধ্যে 'মুক্তির' সঙ্গে জীবনধারণের উপযোগী কাজকর্মের প্রতুলতা, সামাজিক মর্যাদালাভের স্থির আশ্বাস বহু পুরোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে ভূমিদাসদের উৎসাহিত করেছিল। আর দ্রুত গড়ে-ওঠা বাণিজ্যকেন্দ্র ও জনপদগুলিতেও যথেষ্ট পরিমাণ শ্রমিক, কারিগর এবং সৈন্যসামন্তের প্রয়োজন থাকায় নগরকর্তৃপক্ষরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিদাসদের ম্যানর পরিত্যাগে উৎসাহিত করতেন. এর ফলে অশেষ ক্ষতি হয়েছিল ম্যানরগুলিতে। যে অল্প সংখ্যক ভূমিদাস সেখানে থেকে গিয়েছিল তাদের উপর শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করেও উৎপাদনের পুরোনো পরিমাণ অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। উপায়ান্তর না থাকায় বহু ভূস্বামী অর্থের বিনিময়ে ভূমিদাসদের অব্যাহতি দিতে আরম্ভ করেন, এবং ব্যাপকভাবে খাসজমি কৃষক-প্রজাকে 'লীজ'

দেওয়া শুরু হয়ে যায় ইউরোপের বিস্তৃত অঞ্চলে। আর এই সব কারণেই অতি দ্রুত গ্রামীণ-অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তা ছাড়া hotes বা কৃষক-উদ্যোগে-স্থাপিত উপনিবেশগুলিতে, নতুন পত্তন করা (অধিকাংশ ক্ষেত্রে সনদ ছাড়াই) গ্রামাঞ্চলে কৃষিজীবীরা প্রথম থেকেই সামন্ততান্ত্রিক নিয়ম-কানুনের আগড়ে অতি ক্ষীণভাবে আবদ্ধ ছিলেন। বেগার খাটুনির দায় এদের উপর চাপানো চলত না এবং উৎপন্ন ফসলের উদ্বৃত্ত অংশ বিক্রয়েও এদের কোনো বাধা ছিল না। ম্যানরগুলির উপর পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার ছাড়াও hotes গুলি বেশ কিছু সংখ্যক কৃষিজীবীর হাতে নগদ অর্থ সঞ্চিত হবার ব্যবস্থা করে দেয়। গ্রামীণ অর্থনীতির উপর এবং প্রভাবও অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ পল্ সুইজি (Dr. Paul Sweezy) এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে দীর্ঘকাল পশ্চিম ইউরোপীয় অর্থনীতি ছিল এমন এক ব্যবস্থা-নির্ভর যার লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র ভোগের জন্য উৎপাদন (Production for use)। এই ব্যবস্থা চালু থাকা কালীন অল্প কিছু ভোগ্যপণ্য গঞ্জ, সাময়িক বাজার বা ফেরিওয়ালার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হতো। প্রথাটিকে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু দশম শতক থেকে যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল বিস্তার ঘটে এবং ব্যবসায়ীরা বহির্বাণিজ্যে অংশ নিতে শুরু করেন তখন কেবলমাত্র ভোগের জন্য উৎপাদন শেষ হয়ে গিয়ে বিনিময়ের অর্থনীতির (economy of exchange) আবির্ভাব হয়। কিন্তু রপ্তানির উদ্দেশ্যে, কাঁচামাল বাদে অন্যান্য পণ্য-উৎপাদনের জন্য যে পটুত্ব ও শ্রমবিভাজন অত্যাবশ্যক ছিল তা ম্যানরের উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারা সিদ্ধ হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। বলা বাহুল্য এই পরিবর্তিত উৎপাদন ব্যবস্থাপ্রসূত ভোগ্যপণ্যের কিছু অংশ নাগরিকদের ব্যবহারে লাগত, আর গ্রামের কৃষিজীবীরাও নগরের বাজারে তাদের কৃষিপণ্য বিক্রয়বাবদ অর্থে এর অংশবিশেষ কিনতে সক্ষম হতো। ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা (Production for market) সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতা এ ভাবেই প্রকট করে দেয়। এই অর্থনৈতিক পরিবর্তন, যাকে বিনিময়ের অর্থনীতি বলা যায়, আরো এক উপায়ে উৎপাদকদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিয়েছিল। দশম / একাদশ শতক থেকেই উৎপাদকরা মুনাফা-সঞ্চয় ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকে এবং ক্রমশ মুনাফাই এই উৎপাদন ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। প্রত্যক্ষভাবে যারা পণ্য উৎপাদন করত তারা ছাড়াও পরোক্ষভাবে যে সব ভূস্বামী এই ব্যবস্থার আওতায় এসে পড়তেন তাঁদেরও এই প্রবণতা প্রভাবিত করে দেয়। ফলে শুধু ব্যবসায়ী ও বণিকরাই নয়, ভূস্বামী সম্প্রদায়ও উৎপাদনের এই ব্যবসায়িক দিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন, আরও বেশি রাজস্বের জন্য তাঁরাও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং অর্থের জন্য ভূস্বামী সম্প্রদায়ের এই অধীরতা কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

Scanned by CamScanner

করেছিল তা আগেই আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই অর্থনৈতিক রূপান্তরের অভিঘাতে ম্যানর এবং ভূমিদাস প্রথা সেই সব অঞ্চলেই সর্বপ্রথম ভেঙে পড়তে আরম্ভ করে যেখানে বিচিত্র ও অসংখ্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ফ্লাদঁর (Flanders) উত্তর ইতালী, দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্স এবং জার্মানীর রাইন উপত্যকায় অসংখ্য মানুষ শিল্প উৎপাদন ও বাণিজ্যিক প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ফ্লাদঁর এবং নরমাঁদিতে (Normandy) ত্রয়োদশ শতকের মধ্যেই ভূমিদাস প্রথার অস্তিত্ব হয়ে পড়ে অতি ক্ষীণ কেন না সেখানকার ম্যানর-প্রভুরা পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য ভূমিদাসদের মুক্তি দিয়ে তাদের সঙ্গে সুবিধাজনক শর্তে জমির বন্দোবস্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাছাড়া এই নতুন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে অনেক ভূস্বামী স্বয়ম্ভর আদর্শ ছেড়ে দিয়ে, ভূ-প্রকৃতির আনুকূল্য থাকলে, ম্যানরের মধ্যে সেই সব কৃষিপণ্যের উৎপাদনে মনোনিবেশ করেন নিকটস্থ বাজারে যার চাহিদা ছিল। ফলে কোনো কোনো ম্যানরের বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে শুধু গম বা রাই (জই) বা পশুপালন-ক্ষেত্রে মাখন বা চীজ, অথবা দ্রাক্ষা উৎপাদনের সুবিধা থাকলে, সুরা তৈরি আরম্ভ হয়ে যায়। এই জাতীয় ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ব্যাপারে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য মজুরি দিয়ে দক্ষ 'জন' নিয়োগে শুধু যে তাঁদের মুনাফার আসা বৃদ্ধি পেত তাই নয়, ম্যানরের বহুবিধ শাসন-সংক্রান্ত দায়-দায়িত্বের হাত থেকেও তাঁরা অব্যাহতি পেতেন।

অবশ্য পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে 'বিনিময়ের অর্থনীতি' চালু হওয়া মাত্রই সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল এমন মনে করা অসমীচীন। নতুন এই অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যেও দাসত্ব, ভূমিদাসত্ব অথবা স্বাধীন কারিগর শ্রেণীর মানুষের ও শ্রমিকের সহাবস্থান, অন্তত কিছু কালের জন্য, সম্ভব ছিল। কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে যেমন বেশি মজুরির হার শ্রমিকদের স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে প্রলুব্ধ করে, তেমনি ম্যানর-ছেড়ে-আসা প্রাক্তন ভূমিদাসদের আয়ত্তাধীন নাগরিক জীবনের বিভিন্ন সুখ-সুবিধা ম্যানরে থেকে যাওয়া ভূমিদাসদের উপর স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। দশম একাদশ শতক থেকে ভূমিদাসদের অর্থের বিনিময়ে সামন্ততান্ত্রিক দায়-দায়িত্বের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার প্রবল ইচ্ছার উৎস এখানেই পাওয়া সম্ভব। আর ম্যানরগুলির পক্ষে যে ভিন্ন-প্রকৃতির উৎপাদন ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না তা বলাই বাহুল্য। বহুকাল ধরে একই ধরনের উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকায় এবং শ্রমবিভাজনের ধারণা-বর্জিত হওয়ার ফলে তাৎক্ষণিক ভোগ ছাড়া বিনিময়ের জন্য পণ্য উৎপাদন সেখানে প্রায় অসম্ভব ছিল। তাছাড়া অধিকাংশ ম্যানরের আকৃতি তার সফল নিয়ন্ত্রণের অন্তরায় হয়ে উঠত এবং ম্যানর-প্রভু ও কৃষিজীবী প্রজাদের বহু প্রাচীন রীতি-নীতি, অধিকার

Scanned by CamScanner

ও দায়িত্বের গ্রন্থিলতার পরিবেশে মুনাফার জন্য শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদের সম্যক ব্যবহার অসম্ভব ছিল। উৎপাদন ব্যবস্থার এই রক্ষণশীলতা, পরিবর্তন-বিমুখতা বা নিরুপায়-নিশ্চলতাই (conservative and change-resisting character) সামন্ততন্ত্রকে অবলুপ্তির পথে ঠেলে দিয়েছিল।

উৎপাদন পদ্ধতির ব্যাপারে সামন্ততন্ত্রের এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও কালোপযোগী হয়ে ওঠায় ব্যর্থতা ছাড়াও তার সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এবং সামাজিক বিধিব্যবস্থার মধ্যে ব্যর্থতা ও অসামঞ্জস্য ক্রমশ স্পষ্টতর হতে থাকে। চতুর্দশ শতক থেকেই পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তনশীলতার বেগ সঞ্চারিত হয়েছিল এবং ভূস্বামী-নিয়ন্ত্রিত স্থানীক এবং ব্যক্তি-নির্ভর শাসনব্যবস্থা ক্রমশ অনুপযোগী হয়ে উঠতে থাকে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজকীয় বিচারালয়ের উন্নততর ব্যবস্থা, সুবিচারের সহজলভ্যতা, দক্ষ, বিশ্বস্ত ও কর্মনিষ্ঠ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মচারীপুষ্ট-কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা আঞ্চলিক সামন্ত প্রভুদের উপর সাধারণ মানুষের নির্ভরতা কমিয়ে দিতে শুরু করে। তা ছাড়া জাতীয় ও অন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশ নেওয়ার ফলে সামন্তবর্গের সংখ্যা হ্রাস, ক্রুশেডের প্রতিক্রিয়া* যোগ্যতর রাজপুরুষের প্রভাব-প্রতিপত্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার সুযোগ এনে দিয়েছিল। ইংলন্ড, ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগালের রাজারা, ইতালীর নগর-প্রধানরা এবং জার্মানীর রাজন্যবর্গ এই প্রক্রিয়াতেই স্থায়ী এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্যই সামন্ত-প্রভুরা সর্বত্র বিনা-সংগ্রামে আত্মসমর্পণ করেননি। পরিণামে পরাস্ত হলেও সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ভোগ করার জন্য এবং নবোদিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিরোধের মানসে তাঁরা শাসন বিভাগের বিভিন্ন পদ গ্রহণ করে আপন সাম্প্রদায়িক অস্তিত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তাই রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত হলেও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামন্তবর্গের অপরিসীম প্রভাব মধ্যযুগের অবসানের পরেও অটুট ছিল।

মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময় থেকে সোনা-রূপার উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে মুদ্রার ক্রয়মূল্য দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে। অর্থের বিনিময়ে ভূমিদাসদের বেগার খাটা থেকে অব্যাহতিদানের যে প্রথা গড়ে উঠেছিল তাও আর সামন্তপ্রভুদের কাছে লাভজনক বলে বিবেচিত হচ্ছিল না। তা ছাড়া cash economy বা নগদ লেনদেন প্রথা চালু হওয়ায় ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে শাসকবৃন্দ শুধুমাত্র খাসজমিজাত আয়ের উপর নির্ভর না করে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর উপর নানাবিধ এবং নিয়মিত-দেয় কর প্রবর্তনে মনোযোগী হতে থাকেন। নবোদিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এ জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস হওয়ায় তাঁরা শাসনক্ষেত্রে অধিকতর এবং সক্রিয়তর ভূমিকা নিতে আগ্রহী হয়ে

Scanned by CamScanner

ওঠেন। তাঁদের সাফল্যের মাত্রাও অভিজাত ভূস্বামীদের নিরঙ্কুশ ও অনাক্রমণীয় প্রতিষ্ঠায় ফাটল ধরাতে শুরু করে। শাসনক্ষেত্রে মধ্যবিত্তদের ভূমিকার স্বরূপ বা তাদের প্রতিনিধিত্বের মাত্রা যাই হোক না কেন মধ্যযুগের শেষার্ধে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সভাতে, স্পেনের কোর্টিস্ (cortes)-এ, ফরাসিরাজ চতুর্থ ফিলিপ-আহূত এস্টেটস্-এর অধিবেশনে অথবা প্রথম এডোয়ার্ডের পার্লামেন্টে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ এ তথ্যই প্রমাণ করে দিয়েছিল যে সামন্ত-প্রভুদের সর্বব্যাপী আধিপত্যের অবসান সমাগত।

তা ছাড়া যে সামরিক শক্তি কুক্ষিগত করে সামন্তরা দীর্ঘদিন প্রবল প্রতাপে অগণিত মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ করে আসছিলেন তারও মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যায় মধ্যযুগের শেষার্ধে। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশের সামরিক বাহিনীই ছিল সামন্ত-প্রভুদের নির্দেশাধীন। অশ্বারোহী বর্মাবৃত নাইটরা সাবেকী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহে প্রধান অংশ নিতেন। আর ম্যানরের মধ্যেকার দুর্গগুলি দীর্ঘকাল ধরে সামন্ত-প্রভুদের সামরিক শক্তির কেন্দ্র এবং তাঁদের অখণ্ড প্রতাপের প্রতীকরূপে বিরাজ করে আসছিল। দুর্গগুলির রক্ষা ব্যবস্থায় উন্নতি সাধনও করা হয়েছিল প্রাকার ও জলপূর্ণ গভীর পরিখাবেষ্টনীর বন্দোবস্ত করে। কিন্তু চতুর্দশ শতকের শুরু থেকেই গুরুভার বর্মাবৃত অশ্বারোহী, নাইটদের সমরক্ষেত্রে আধিপত্যের অবসান আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। কুর্ত্রে (Courtrai) ১৩০২, ক্রেসি (Cresy) ১৩৪৬, এবং পোয়াতিয়ের (Poitiers) ১৩৫৬-এর রণাঙ্গনে পদাতিক বাহিনীর দক্ষ ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহারের দ্বারা একদা-অপরাজেয় অশ্বারোহী বাহিনীর অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তী শতকে দীর্ঘ বল্লমধারী পদাতিক সুইডিশ সেনারা ১৪৭৬ খ্রিঃ পরপর তিনবার বার্গান্ডির ডিউক চার্লস দ্য র‍্যাস-এর নাইটদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে দেয়। ষোড়শ শতকেও অশ্বারোহী নাইটদের সর্বাঙ্গ বর্মাবৃত করে যুদ্ধে অংশ নিতে দেখা গেলেও তাঁদের রক্ষার জন্য বল্লমধারী পদাতিক ও তীরন্দাজ বাহিনীর সহযোগিতা ছিল অপরিহার্য। দীর্ঘদিন করে সামন্ত-প্রভুদের নিয়ন্ত্রণাধীন যে সামরিক বাহিনী অপ্রতিহত প্রভুত্ব ভোগ করে আসছিল তার অবসান নিশ্চিত হয়ে যায় চতুর্দশ শতক থেকে গোলাবারুদের ব্যবহার শুরু হওয়ায়। বন্দুকধারী সেনা ও গোলন্দাজ বাহিনী সামরিক ব্যাপারে অচিন্ত্যনীয় পরিবর্তনের সূচনা করে। পঞ্চদশ শতকের শেষের দিকে সামন্ত-প্রভুদের পরাক্রম ও আত্মরক্ষার প্রাণকেন্দ্র দুর্গগুলি আগ্নেয়-অস্ত্রের সামনে নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়ে এবং একদা-সবল লর্ডের দম্ভ ও আধিপত্যের প্রতীক দুর্গগুলি নিরীহ শ্যাঁতো (Chateau)-তে পরিণত হয়ে যায়।

সামন্তবর্গের অস্তিত্বের প্রধান নিমিত্তগুলি এভাবে অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া ছাড়াও সামন্ততন্ত্রের প্রকৃতিগত ও সাংগঠনিক পরিবর্তন রাজশক্তিকে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠে, কেন্দ্রীয়-শাসন প্রবর্তনের সুযোগ করে দেয়। নর্মান বিজয়ের পর ইংলন্ডে এই

Scanned by CamScanner

তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয় যে রাজাই দেশের সমস্ত ভূসম্পত্তির অধীশ্বর, তিনিই প্রজাদের আনুগত্যের একমাত্র দাবীদার, ভ্যাসালের সেবা ও সাহায্য পাবার অদ্বিতীয় অধিকারী। ১২৮৫ খ্রিঃ সেখানে কৃষিজমি খণ্ডীকরণ নিষিদ্ধ করে এ ব্যবস্থা বলবৎ করা হয় যে, জমি হস্তান্তরিত হলে ভূসম্পত্তির নতুন মালিক ঊর্দ্ধতন প্রভুর প্রতি অনুগত থাকতে আর বাধ্য হবেন না, তিনি একান্তভাবেই রাজনিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে যাবেন। মহাদেশের অন্যান্য স্থানে এই প্রথা প্রবর্তিত হতে বেশ কিছু দেরি হলেও, যে সব দেশে শক্তিশালী রাজতন্ত্র গড়ে উঠেছিল, সেখানে এই তত্ত্ব নীতিগতভাবে প্রবর্তিত হতে আরম্ভ করে যে, রাজাই দেশের যাবতীয় ভূসম্পত্তির একমাত্র প্রভু। বাস্তব ক্ষেত্রে ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সুবিশাল ভূসম্পত্তির অস্তিত্ব আরো বহুকাল টিকে ছিল, যদিও কোথাও কোথাও বর্ধিষ্ণু কৃষক কিছু পরিমাণ জমি কিনে, অথবা অসংখ্য hotes বা কৃষক উপনিবেশে প্রায়-স্বাধীন কৃষিজীবীরা সামন্ততান্ত্রিক দায়দায়িত্ব ছাড়াই কৃষি-উৎপাদন অব্যাহত রেখেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এবং উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে যে সর্বাত্মক রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল, তার মধ্যে সামন্ততন্ত্রের পক্ষে বাতিল হয়ে যাওয়া, জীর্ণ এবং নিঃস্ব একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজের ক্ষীণ অস্তিত্বটুকু বজায় রাখাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

সামন্ততন্ত্রের গুরুত্ব

সামন্ততন্ত্রকে নৈরাজ্য ও নিঃসীম বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সমার্থক হিসেবে বিচার করার প্রবণতা থেকে মুক্তি পেতে মানুষের দেরি হয়েছে অনেক। এখনও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই বহু মানুষের মনে নিগৃহীত, শোষিত ভূমিদাসদের অসহনীয় দুর্দশা, সমাজের সর্বস্তরে অশিক্ষা, স্থূলতা এবং মানব চরিত্রের আদিম প্রবৃত্তিগুলির নির্বাধ লীলার ছবিই অবধারিতরূপে আগে আসে। কিন্তু এর সঙ্গেই স্মরণে আনা দরকার যে সামন্ততন্ত্রের একটি শুভপ্রসূ এবং সৃজনশীল দিকও ছিল। মধ্যযুগের এই পর্বেই অদম্য কৃষককুল কর্তৃক অরণ্য ও বন্ধ্যাত্ব জয়ের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা শুরু হয়ে অনেক কর্ষণযোগ্য ভূমি মানুষের কর্তৃত্বাধীনে আনা হয়েছিল, এই সময়েই প্রেম ও সমরে উদ্দাম মানুষের বর্ণবহুল জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভাষা হয়ে উঠেছিল অনাস্বাদিত এক বলিষ্ঠতামণ্ডিত, নিস্তরঙ্গ, নিরুপদ্রব জীবনের প্রলোভন ত্যাগ করে, বিপদ, মৃত্যু ও নরকের চিন্তা বর্জন করে, এই অধ্যায়েই অসংখ্য নাইট জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করতে পেরেছিলেন, সত্য রক্ষার জন্য অসম্ভবকে সম্ভব করার ব্রতে উদ্দীপিত হয়েছিলেন। সাধারণভাবে নারীজাতি, বিশেষ করে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সম্পর্কে পুরুষ-শাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও শুরু হয় এই সময়েতেই। আর ভয়ঙ্কর দুর্দিনে, প্রচণ্ড 'বর্বর' আক্রমণে বিধ্বস্ত খ্রিস্টান জগতের সামাজিক নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনা এবং অর্থনৈতিক

Scanned by CamScanner

সঙ্কট দূর করে উৎপাদন ব্যবস্থাকে স্বাভাবিকত্বে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে যার সৃষ্টি সে সমাজ-ব্যবস্থা যে অসফল হয়নি ইতিহাসই তার প্রধান সাক্ষী। আর এ তথ্যও বিস্মৃত হওয়া অনুচিত যে অপটু, অস্থায়ী ও বিশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর সাহায্যে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে সমসাময়িক শাসকদের অক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে সামন্ততন্ত্র-উদ্ভাবিত সমরনীতিই দীর্ঘকাল ইউরোপকে বিধ্বংসী আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেছিল এবং ভ্যাসাল বাহিনীর দ্বারা পরবর্তীকালের সামরিক উদ্দেশ্য পূরণের পথ প্রশস্ত করে দিতেও সমর্থ হয়েছিল। তাছাড়া মধ্যযুগে মঠগুলির নিভৃতি যেমন ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনচর্চা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয় তেমনি ম্যানর-প্রভুর দুর্গগুলি হয়ে ওঠে প্রেমগীতি ও রোমান্টিক সাহিত্যের লালনক্ষেত্র। ভ্রাম্যমাণ চারণ কবিদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে এবং উদার দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে সদা-প্রস্তুত ছিলেন মধ্যযুগের দুর্গেশরা।

ক্যারোলিঞ্জীয় সাম্রাজ্যের ধীর, নিশ্চিত অবক্ষয়ের সমকালীন ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পত্তন। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই শাসককূলের ব্যর্থতার জন্য দায়ি নয় ; কেন্দ্রীয় শাসনের অপসরণজাত সংখ্যাতীত সমস্যার উত্তর হিসেবেই এর সৃষ্টি। আর এ তথ্যও অনস্বীকার্য যে বহু ক্ষুদ্র দেশে সামন্ততান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা সফল শাসনের কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। ফ্লাদঁর, অ্যাঞ্জু, নরমাঁদি এবং নর্মান বিজয়ের পর, ইংলন্ডের ইতিহাস এ তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে যে সামন্ততন্ত্রাধীন থেকেও ঐসব অঞ্চলে প্রশাসনিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন সুষ্ঠুভাবেই মেটানো সম্ভব হয়েছিল। ভ্যাসালপ্রথা এবং রাজতন্ত্রের মধ্যে অনপনেয় কোনো বৈরীতা যে ছিল না, সামন্ততন্ত্র যে কেন্দ্রীয় শক্তির জাতশত্রু হিসেবে সৃষ্ট হয়নি এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তির কুশলী ও সম্যক ব্যবহারে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি যে সম্ভব তার প্রমাণ পাওয়া যায় একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংলন্ড ও তার কিছু পরে কাপেতীয় ফ্রান্সের রাজকীয় বৃত্তান্তে। লর্ড ও ভ্যাসালের যে সম্পর্ককে কেন্দ্র করে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার মধ্যেই পরবর্তীকালের শাসনতান্ত্রিক বিকাশের বিভিন্ন ধারার বহু উৎস খুঁজে পাওয়া সম্ভব এবং সামন্ত প্রভুদের নিজ অধিকার রক্ষায় তীক্ষ্ণ ও অতন্দ্র প্রহরার মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের বহু মূল্যবান গণতান্ত্রিক অধিকারের পূর্বাভাস যে পাওয়া যায়, এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত বহু ঐতিহাসিক।* একটি সামন্ততান্ত্রিক দলিল (feudal document) হিসেবে রচিত হলেও 'ম্যাগনা কার্টা'র মধ্যে উত্তরকাল ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার অমূল্য সংকেতসূত্র পেয়েছে, এর মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে এই নীতির অনুচ্চারিত ঘোষণা যে শাসিতের বিনা সম্মতিতে কর প্রবর্তন অবৈধ। তাছাড়া লর্ড ও ভ্যাসালের

* অধ্যাপক সিডনী পেন্টার তাঁর 'ফিউড্যালিসম্ অ্যান্ড লিবার্টি' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

Scanned by CamScanner

স্বার্থে পারস্পরিক সুপরামর্শ দানের প্রথার মধ্যে উর্দ্ধতন প্রভু কর্তৃক অধঃস্তনের মত ও মন্ত্রণার মূল্যদানের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল তার মূল্যও অস্বীকার করা অসম্ভব।

এ তথ্যও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে সাময়িকভাবে হলেও সামন্ততন্ত্র পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উল্লেখযোগ্য জনসমষ্টিকে সামাজিকভাবে একত্রিত করে পারস্পরিক নিরাপত্তা রক্ষার একটা উপায় করে দিয়েছিল, চূড়ান্ত রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে, অরাজকতার পরিবেশে তা অসহায় মানুষের বাঁচার একটা সুযোগও এনে দিয়েছিল। তা ছাড়া সামন্ততান্ত্রিক বিধিবিধানগুলি সর্বত্র এবং সর্বথা অবশ্য-মান্য হওয়ায় পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব পালন ও আত্মমর্যাদা রক্ষা সম্পর্কে মানুষের চেতনা বৃদ্ধিও এই সময় থেকে সূচিত হয়। সামন্ততন্ত্র যে শুধুই 'বর্বরতার মাধ্যমে বর্বরতার প্রতিরোধ' ছিল না সে বিষয়ে অধিকাংশ ঐতিহাসিকই আজ একমত। নবম ও দশম শতকে পশ্চিম ইউরোপের দিগন্ত প্রসারিত নৈরাজ্য ও নিরাপত্তাহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে সামন্ততন্ত্রকে "a disease of the body politic" বলে মানতেও রাজী নন প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক মেইটল্যান্ড। তাঁর সিদ্ধান্ত : "feudalism means civilization"। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যেমন শুধুই পরাক্রান্তের জয়স্ফীত আস্ফালন বা মানুষের অসংযত প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি, তেমনি তার মধ্যে কেবল অন্তহীন শোষণ, অবিরাম নিপীড়ন খুঁজতে যাওয়া বৃথা। রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য, কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সবসময়ে উন্মুখ হয়ে থাকতেন না 'ফিউড্যাল লর্ডরা', তাই সামন্ততন্ত্রের ইতিহাস শুধুই রাজার সঙ্গে ভূস্বামীপ্রভু বা রাজন্যবর্গের সংঘর্ষের কাহিনীতে আকীর্ণ নয়।

তা ছাড়া সামন্ততন্ত্রের অচ্ছেদ্য অঙ্গ ভ্যাসালেজ প্রথার প্রচ্ছায়ে একের সঙ্গে অপরের যে বন্ধন রচিত হচ্ছিল তা ক্রমশ পূত বলে বিবেচিত হতে আরম্ভ করে। দৈবাশীর্বাদ যে শুধু রাজশক্তির উপরেই বর্ষিত হয় না, লর্ড ও ভ্যাসালের বন্ধনও যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে সাধিত হয় এই বিশ্বাস অসংখ্য আনুগত্যের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ("By the Lord (God) before whom this relic is holy, I will be to N. faithfull and true, love all that he loves, and shun all that he shuns, according to God's law, and according to secular custom.") লর্ডও যে বিশ্বস্ত ভ্যাসালের প্রতি দায়িত্বপালন তাঁর ধর্ম বলে মনে করতেন, এবং এ বিষয়ে তাঁর অবহেলা যে অধর্ম বলে বিবেচিত হতো, সে তথ্য একাদশ শতকের প্রখ্যাত যাজক শার্ত্রের ফুলবার্টের লেখা থেকে জানা যায়। কিছু নৈতিক বন্ধনের আওতায় সমাজকে এনে তার মধ্যে সংহতি বৃদ্ধির যে চেষ্টা সামন্ততন্ত্র করেছিল লর্ড কর্তৃক অঙ্গীকার ভঙ্গের অসংখ্য দৃষ্টান্ত তুলেও সে সত্যটাকে চাপা দেওয়া যায় না।

Scanned by CamScanner

বস্তুগত জীবন-ব্যবস্থার উন্নতির ক্ষেত্রেও সামন্ততন্ত্রের অবদান কম নয়। সামন্ততন্ত্র সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গো সঙ্গো আরও বেশি পরিমাণ জমি আবাদযোগ্য হতে থাকে, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, জমিকে জঙ্গালমুক্ত করার কাজে তৎপরতা বৃদ্ধি এই সময়েই শুরু হয়। চাষ-আবাদ বৃদ্ধি পাওয়ায়, সাধারণভাবে কৃষক বা কৃষি শ্রমিকের চাহিদাও বেড়ে যায়। ভূমিদাসদের অবস্থার উপর এর অনুকূল প্রতিক্রিয়াও উপেক্ষণীয় নয়। তা ছাড়া চাষ-আবাদের প্রথাপ্রকরণেরও কিছু উন্নতি ঘটে। কাঁটাযুক্ত মই, শস্য আছড়ানোর দন্ড, শস্য বহনের জন্য ঠেলা গাড়ির ব্যবহার চালু হওয়ায় এবং ঘোড়ার লাগাম ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে থাকায় চাষের কাজে অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছিল সামন্ততন্ত্রাধীন কৃষি ব্যবস্থায়।

Scanned by CamScanner